আশার ছলনে পাগলের পারা
শ্মশান সংসারে পশিনু যেই,
হেরিনু কেবল মরীচিকা মালা—
আশার পিয়াসা মিটিল কই! ৭
জীবনের সুখ—স্বপনের আলো
নয়নের নীরে নিভিয়ে গেছে;
না বুঝিয়ে প্রাণ পিয়েছিল সুরা,
এবে জ্ঞান-হারা হইয়ে আছে! ৭

শ্রীক্ষীরোদবাসিনী ঘোষ।

বন ফুল।

তুলিওনা বোঁটা ছিঁড়ে
এ ক্ষুদ্র কুসুমটিরে,
বন-লতিকায় থাক্ বন-ফুল ফুটিয়া;
মায়ের আঁচল তলে
থাকুক্ সে কুতূহলে,
কেন গো বধিতে চাও অসময়ে তুলিয়া?
কেন গো নিদয় এত—
ইহ জনমের মত
চাহিছ নাশিতে ক্ষুদ্র কলিকাটী ছিঁড়িয়া?
দূরে থেকে দেখ ভাই,
বোঁটা ছিঁড়ে কাজ নাই,
থা'ক্ সে আপন রূপে বন আলো করিয়া;
শুধু দুদিনের তরে
এসেছে সে সংসারে,
এ ক্ষুদ্র জীবন তার সুখে যা'ক কাটিয়া,
ধরি তব দুটী পায়,
এ হেন বালিকা হায়।
বধিও না বধিও না বোঁটা ছিঁড়ে তুলিয়া,
বন-লতিকায় থাক্ বনফুল ফুটিয়া।

শ্রীমতী বিদ্যালতা রায়।

তুমি যদি রাখ পায়।

করুণা করিয়া নাথ,
তুমি যদি রাখ পায়,
তবে—আমি ত কাঙ্গাল নহি
নহি আমি অসহায়।
তুমি ত্রিলোকের পতি,
বসুমতী শ্রীচরণে
করিতেছে প্রণিপাত
নিয়ত সশঙ্ক মনে।
কোটি চন্দ্র, কোটি রবি
কোটি গ্রহ তারাচয়,
তোমারি আরতি করে
ঘুরিয়া দিগন্তময়।
কাননে অযুত পাখী,
তুলিয়া মোহন তান,
প্রভাতে সন্ধ্যায় করে
তোমারি বন্দনা গান!
লইয়া চন্দন গন্ধ
মলয়জ সমীরণ,
ঘুরিছে উদাসী বেশে
খুঁজি খুঁজি ত্রিভুবন!
বসন্ত চরণযুগ
করিছে কুসুমময়
তোমারি করুণা নাথ,
বরিষে বারিদচয়।

আমিত কীটাণুকীট
অতি ক্ষুদ্র, ক্ষুদ্রতম,
বিশাল সংসার মাঝে
হারাই অস্তিত্ব মম !
প্রতি দণ্ডে প্রতি পলে
কত আসে, কত যায়,
আমি ক্ষুদ্র রেণুসম
মিশায়ে যেতেছি তায়।
মরণ ধরিয়া কেশে
টানিছে শ্মশান পানে,
কত শত বিভীষিকা
জাগা'য়ে আকুল প্রাণে !
তাই—জুড়িয়া যুগল কর
ডাকিতেছি দীননাথ,
অধম সন্তানে কর
করুণা-কটাক্ষপাত।
এ জীবন কণা দিয়া
সাধিব তোমারি কাজ,
ভিখারীর এ বাসনা
পূর্ণ কর বিশ্বরাজ।
তুমি যদি দয়া করি
দীনহীনে রাখ পায়;—
তবে—কে বলে কাঙ্গাল মোরে
কে বলিবে অসহায় ?
শ্রীমতী শর্ম্মিষ্ঠা চন্দ।

বিধবার দুঃখ।

আছে হেথা শান্তি নিরাশায় আশা,
স্নেহ প্রেম ভক্তি আছে অনন্ত পিপাসা,
প্রণয়ে বিচ্ছেদ আছে বিচ্ছেদে মিলন,
চন্দ্রের জোছনা আছে রবির কিরণ।
হরষে মাধুরী আছে আছে অশ্রুকণা,
আছে গ্রহ তারা কত না যায় গণনা।
সুখ দুঃখ সব আছে জ্ঞান পুণ্য ভাব,
ভূধর কানন আছে, কি আছে অভাব ?
সব যদি আছে তবে কেন সে আমার,
অতৃপ্ত পরাণ যাহে খোজে অনিবার।
কোথা মম প্রাণনাথ কোথা কত দূরে,
যার পাছে পাছে প্রাণ ভ্রময়ে আতুরে ?
যার জন্য অশ্রুনীরে ভাসে গণ্ডস্থল,
যার জন্য এ সংসারে ছেড়েছি সকল ?
দোলাইব কার গলে স্নেহ-ফুল-মালা,
কার মুখ দেখে হেথা জুড়াইব জ্বালা ?
কে আমার দুঃখ-অশ্রু কর পরশনে,
দেবে মুছি এসে আর স্নেহ সম্বোধনে ?
কি আশে রাখিব প্রাণ এমর ভুবনে,
কেবা দিবে সুখ শান্তি ভরি এ জীবনে ?
সমস্ত বাসনা হায়! দিছি বিসর্জ্জন,
তবু যেন কার তরে আকুলিত মন!
ইচ্ছা হয় উড়ে উড়ে মিটাই পিপাসা,
প্রাণনাথ সঙ্গে কহি ভাষা-হীন ভাষা।
ইচ্ছা হয় বাধা বিঘ্ন করি অতিক্রম,
দেখি সেই চন্দ্রানন ব্রহ্মাণ্ডে অসম।
আর নাই আর নাই প্রাণ! ধৈর্য্য ধর,
দেখ এই মহাশূন্যে তবে প্রাণেশ্বর।
এ জীবন মহা ভ্রম মহা অন্ধকার,
মহা শূন্যে দেখ প্রাণনাথের আকার।
শ্রীমতী অমলশশী বসু।

No. 394. November, 1897.

বামাবোধিনী পত্রিকা।

BAMABODHINI PATRIKA.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

৩৫ বর্ষ। ৩৯৪ সংখ্যা।	কার্ত্তিক ১৩০৪—নবেম্বর, ১৮৯৭।	৬ষ্ঠ-কল্প। ২য় ভাগ।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

পুনাহত্যার আসামী—হীরক জুবিলীর রাত্রিতে পুনায় যে দুইটী বড় সাহেবের শোচনীয় হত্যা হয়, দামোদর হরি চাপেকার নামে এক কীর্ত্তনিয়া ব্রাহ্মণ তাহার আসামী বলিয়া ধৃত হইয়াছে, এবং সে আত্মদোষ স্বীকার করিয়াছে। তাহার দুই ভাই এই কার্য্যে সংশ্লিষ্ট বলিয়া পরিচয় দিয়াছে, কিন্তু তাহারা পলাতক।

বোম্বাই সাময়িক পত্র—বোম্বাই প্রদেশের বহুসংখ্যক সংবাদপত্র-সম্পাদক রাজদ্রোহী বলিয়া ধৃত, এবং কেহ দ্বীপান্তরিত, কেহ কারানিক্ষিপ্ত, ও কেহ বা আদালতের বিচারে অর্পিত হইয়াছে। এরূপ সংবাদপত্র-বিভ্রাট এ দেশে কখনও হয় নাই। বোম্বাই গবর্ণমেণ্ট মশা মারিতে কামান পাতিয়াছেন।

সীমান্তের গোলযোগ—অদ্যাপি ইহা মিটিতেছে না দেখিয়া আমরা দুঃখিত ও ভীত হইতেছি। অসভ্যজাতিরা পরাজয় মানিয়াও মানিতেছে না। মধ্যে মধ্যে এক একটী যুদ্ধে অসম সাহস প্রকাশ করিতেছে। দুই পক্ষে হত ও আহত সংখ্যা যথেষ্ট। ভারতকোষ হইতে তিন কোটী টাকা ব্যয় ধরা হইয়াছে, তাহা বাড়িবারই আশঙ্কা। আমাদের গবর্ণমেণ্টের মান রক্ষা হইয়া গোলযোগ মিটিলেই আমরা বাঁচি।

ঐতিহাসিক বিবাহ—লণ্ডনে গত ১৭ই অক্টোবর সুবিখ্যাত সার এডউইন আর্নল্ড এক জাপানী যুবতীর সহিত পরিণীত হইয়াছেন। জাপানী মহিলা ইংলণ্ডে সুশিক্ষিতা। আর্নল্ড যথার্থ আসিয়া-ভক্ত। আর্নল্ডের বয়স ৬৫ বৎসর।

বড় লোকের বড় কথা—প্রিন্স অব ওয়েলস সাড়ে তিন কোটী টাকা জীবন বিমা করিয়াছেন।

আগামী কংগ্রেস—আগামী ত্রয়োদশ

জাতীয় কংগ্রেস মধ্য-ভারতবর্ষে অমরাবতীতে বসিবে। মান্দ্রাজের অনরেবল্ শঙ্কর নায়েরের সভাপতি হইবার প্রস্তাব হইয়াছে।

মৃত্যু—বিলাতের অধ্যাপক এফ্ ডবলিউ নিউম্যান ৯২ বৎসর বয়সে দেহত্যাগ করিয়াছেন। নিউম্যান ব্রাহ্মসমাজের একজন প্রাচীন বন্ধু ছিলেন।

বাঙ্গালীর উচ্চ পদ—বাখরগঞ্জের সেসন জজ বিহারীলাল গুপ্ত বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের প্রতিনিধি লিগ্যাল রিমেম্‌ব্রান্সার হইয়াছেন।

ইংরাজ কেল্লা আক্রমণ—একজন বৌদ্ধ পুরোহিত কতকগুলি বদমায়েস লোকসহ ব্রহ্মদেশের ডফরিণ কেল্লা আক্রমণ করিতে আইসে। কয়েকজন সাহেব বিবিকে গুরুতর দাত্রাঘাত করিয়াছে। দুর্বৃত্তেরা ধৃত হইয়া বিচারাধীন।

স্ত্রী রোগ-পরীক্ষক—দাদা ভাই নউরজির কন্যা এডিনবরা হইতে এল, আর, সিপি প্রভৃতি ডাক্তারি উপাধি পাইয়াছেন। সমুদ্রাগত ব্যক্তিগণের শরীর পরীক্ষার্থ তিনি একজন পরীক্ষক নিযুক্ত হইয়াছেন।

স্ত্রী-বারিষ্টার—কানাডার মহিলারা বারিষ্টারী করিবার অধিকার পাইয়াছেন।

মান্দ্রাজে বিধবাবিবাহ—গত ১৬ই অক্টোবর ষড়্‌বিংশ বিধবাবিবাহ সম্পন্ন হইয়াছে। পাত্রের নাম পল্লা ভট্টা, বয়স ২৫ বৎসর। কন্যার নাম পর্ব্বতাম্মা, বয়স ১৭ বৎসর। বর কন্যা উভয়েই বৈদিক-বংশীয় ব্রাহ্মণ।

সূর্য্যগ্রহণ—আগামী ১৬ই জানুয়ারির সূর্য্যগ্রহণ পর্য্যবেক্ষণার্থ ইংলণ্ড হইতে সার জে নরমান্ লকিয়ার এবং কুষ্টি নামক দুই সাহেব ভারতবর্ষে আসিতেছেন।

বোম্বাই মড়ক—বর্ষাবসানে মড়কের পুনরায় বৃদ্ধি হইয়াছে। ইহা বোম্বাই প্রেসিডেন্সী হইতে পঞ্জাব ও উত্তর পশ্চিম প্রদেশে বিস্তৃত হইয়াছে.বানর ও বিড়ালেরা এই রোগাক্রান্ত হইতেছে। কোন কোন ইউরোপীয় সম্পাদক বাহাদুর পরামর্শ দিতেছেন,স্থানীয় কপি ও মার্জ্জার বংশকে এককালে ধ্বংস করিয়া ফেলা হউক।

তামাকে বীতরাগ—মহারাণী বিক্টোরিয়ার নিকট তামাকের গন্ধ পর্য্যন্ত অসহ্য। উইণ্ডসার প্রাসাদে আসিয়া কেহ ধূম্রপান করিলে গৃহ পরিষ্কার না করাইয়া তিনি তাহাতে প্রবেশ করেন না।

বিবিধ তত্ত্বসংগ্রহ।

১। বেলুচিস্থানে এই প্রথা প্রচলিত আছে যে, যে চিকিৎসক রোগীকে যে ঔষধ দিবার ব্যবস্থা করেন, তিনি স্বয়ং রোগীর সম্মুখে তাহার কিয়দংশ সেবন করিয়া থাকেন।

চিকিৎসক যে কোন প্রাণনাশকারী পদার্থ ঔষধের সহিত মিশ্রিত করিয়া দেন নাই, তাহারই প্রমাণ স্বরূপ তিনি এই উপায় অবলম্বন করিয়া থাকেন। কোন কোন স্থলে চিকিৎসকের সহিত রোগীর আত্মীয়গণের এইরূপ বন্দোবস্ত হয় যে, তাঁহার চিকিৎসাধীনে থাকিয়া যদি রোগী মৃত্যুমুখে পতিত হয়, তাহা হইলে চিকিৎসককেও রোগীর সহিত সহমরণে বাধ্য করা হইবে।

২। ইউরোপে এক প্রকার কাচ প্রস্তুত হইয়াছে, তাহার এক পার্শ্ব স্বচ্ছ এবং অপর পার্শ্ব অস্বচ্ছ। কিন্তু যে দিক্ অস্বচ্ছ, সে দিকে সূর্য্যালোক ঐ কাচে প্রতিবিম্বিত হয় এবং স্বচ্ছ দিকের মধ্য দিয়া তৎপার্শ্বে বিকিরিত হয়। এই প্রকার কাচের দ্বার প্রস্তুত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। এই প্রকার কাচের দ্বারযুক্ত গৃহের মধ্যে বাহিরের আলোক অবাধে প্রবেশ করে, কিন্তু বহির্দ্দেশ হইতে কেহ গৃহের অভ্যন্তরস্থ ব্যক্তি বা দ্রব্য দেখিতে পায় না।

৩। ইংলণ্ডের সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান ব্যাঙ্কের নাম "ব্যাঙ্ক অব্ ইংলণ্ড।" এই ব্যাঙ্কে একখানি নোট আছে, তাহা ১৬৯৯ খ্রীঃ অব্দে প্রচলিত হয়, এবং উহার মূল্য ৫৫৫ পাউণ্ড। আর একখানি ২৫ পাউণ্ডের নোট ঐ ব্যাঙ্কে রক্ষিত আছে; উহা ১১১ বৎসর কেহই ভাঙ্গায় নাই। এ পর্য্যন্ত চারিখানি মাত্র ১০ লক্ষ পাউণ্ড মূল্যের নোট ইংলণ্ডে প্রচলিত হইয়াছে। ইহার মধ্যে যেখানি ১৭৮২ খ্রীঃ অব্দে প্রচলিত হয়, তাহা "ব্যাঙ্ক অব্ ইংলণ্ড" কৌতূহলকর দ্রব্যের হিসাবে ইহার কোষাগারে রাখিয়া দিয়াছেন।

৪। পাঠক পাঠিকারা অবগত আছেন, আমেরিকা হইতে ইংলণ্ডে তাড়িতবার্ত্তা বহনার্থ আটলাণ্টিক সমুদ্রের মধ্য দিয়া তার বিস্তৃত হইয়াছে। এক্ষণে উক্ত সমুদ্রের নিম্ন দিয়া এরূপ বারটী তার ফেলা হইয়াছে।

৫। বিপদ উপস্থিত হইলে সর্পিণী শিশু সর্পগুলিকে গ্রাস করিয়া ফেলে, এবং পরে নিরাপদ স্থলে গমন করিয়া তাহাদিগকে উদ্গিরণ করে। উদ্গিরণ করিবার পর দেখা যায়, তাহারা পূর্ব্বের ন্যায় সচ্ছন্দে বিচরণ করিতে থাকে; গ্রাসিত হওয়ার নিমিত্ত কিছু মাত্র ক্লিষ্ট হইয়াছে বলিয়া বোধ হয় না। বহুদিন হইতে প্রাণিতত্ত্ববিদ্‌গণ এই তত্ত্বের সত্যতা প্রচার করিয়া আসিতেছেন, কিন্তু সচরাচর ইহার প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত মানুষের দৃষ্টিগোচর হয় না বলিয়া অনেকে উহা বিশ্বাস করেন না। সম্প্রতি অষ্ট্রেলিয়ার একজন সুপরিচিত বৈজ্ঞানিক তথাকার এক জঙ্গলময় স্থানে পরিভ্রমণ করিতে করিতে কতকগুলি শিশু সর্প পরিবেষ্টিতা একটা দীর্ঘকায়া কৃষ্ণবর্ণা সর্পিণী দেখিতে পান। তাঁহার পদশব্দে ভীত হইয়া সর্পিণী কয়েক হাত দূরে পলায়ন করে, এবং তৎপরে তাঁহার নিকটবর্ত্তী হইলে সে মুখ ব্যাদান করিয়া একে একে অষ্টাদশটী শিশু সর্প উদ্গার করে। উক্ত সাহেবের হাতে একটা বন্দুক ছিল; তিনি সর্পিণীকে গুলি

করিয়া তৎক্ষণাৎ বধ করেন, এবং তাহাকে বাটী লইয়া গিয়া কয়েক ঘণ্টা পরে তাহার শরীর ছেদন করিয়া দেখিতে পাইলেন যে, গুলির আঘাতে কয়েকটী ছানার জীবন বিনষ্ট হইয়াছে, এবং কয়েকটী অক্ষত-শরীরে জীবিত রহিয়াছে। এই শেষোক্ত কয়েকটী ছানা মুক্ত হইবামাত্র স্বচ্ছন্দে বিচরণ করিতে লাগিল। সর্পিণী ছানার জীবন রক্ষার জন্য যে তাহাদিগকে গ্রাস করে এবং গ্রাসিত হইলে যে তাহাদিগের কোন অনিষ্ট হয় না, তাহা অষ্ট্রেলিয়ার এই বৈজ্ঞানিকের সাক্ষ্য দ্বারা নিঃসংশয়ে প্রমাণিত হইয়াছে।

৫। মহারাণী বিক্টোরিয়া পরিবারস্থ লোকের সহিত জর্ম্মণ ভাষায় কথাবার্ত্তা কহেন, কিন্তু তাঁহার জ্যেষ্ঠা কন্যা, যিনি বর্ত্তমান জর্ম্মণ সম্রাটের মাতা, তিনি পরিবারস্থ সকলের সহিত ইংরাজী ভাষায় আলাপ করিয়া থাকেন। রুষিয়া, গ্রীস, ও ডেনমার্কের রাজপরিবারস্থ সকলেই ইংরাজী ভাষায় কথোপকথন করিতে ভাল বাসেন।

৬। জর্ম্মণির সম্রাট পরিবারে এই নিয়ম আছে যে, সম্রাটের প্রত্যেক পুত্র এমন একটী শিল্পকার্য্য শিক্ষা করিবেন, যদ্দ্বারা আবশ্যক হইলে তিনি স্বীয় জীবিকা অর্জ্জন করিতে পারেন। বর্ত্তমান জর্ম্মণ সম্রাট ফটোগ্রাফি এমন সুন্দররূপে শিক্ষা করিয়াছেন যে, যদি কখন তাঁহাকে জীবিকার জন্য অর্থ উপার্জ্জন করিতে হয়, তাহা হইলে তিনি ফটোগ্রাফি দ্বারা বিপুল অর্থ অর্জ্জন করিতে পারিবেন। বর্ত্তমান সম্রাটের পিতা মুদ্রাঙ্কনকার্য্যে সুদক্ষ ছিলেন।

শৈশব-সঙ্গিনী।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

প্রফুল্লরূপ মন্দার কুসুমে কীট প্রবেশ করিয়াছে। সে নবস্ফুট কুসুমটী অকালে শুকাইতে বসিয়াছে। সুরেশের গৃহত্যাগের দিন হইতে আর প্রফুল্ল ভাল করিয়া ভাত খায় নাই, রাত্রিতেও ঘুমায় নাই, কেবল এক বিছানায় পড়িয়া রহিয়াছে—কেবল ভগবানের চরণ স্মরণ করিয়া কাঁদিয়াছে। বামুন দিদি কত সাধিয়াছে, ঝি কত ডাকিয়াছে, হারাণ চাকর কত মাথার দিব্য দিয়াছে, অভাগিনী প্রফুল্ল তবু উঠে নাই, বলে "আমার মাথা ঘোরে!" প্রফুল্লের কত যত্নের বাড়ী ঘর, সেই সুপরিস্কৃত, সুসজ্জিত বাড়ী ঘর—এখন তাহারও দুরবস্থা কত!—উঠানে ময়লা জমিয়াছে; ফুল-বাগানে ঘাস গজাইয়াছে; ভাঁড়ার ঘরে ইঁদুর আরশুলায় বাসা করিয়াছে; শয়নের ঘরে ছবিগুলায় মাকড়সা জাল পাতিয়াছে; প্রফুল্ল আর সে সব কিছুই দেখে না! সে অষ্টাদশ-

বর্ষীয়া হেমপ্রতিমা, কেবল একদিন যমের সঙ্গে দেখা হইবে সেই আশায় বাঁচিয়া আছে!

জ্যৈষ্ঠ মাস, কৃষ্ণপক্ষের রাত্রি, তাহাতে দারুণ কাল মেঘ স্তরে স্তরে জমিয়া আরও অন্ধকারে পৃথিবী ঢাকিয়াছে। এই অন্ধকারের—এই ঘনীভূত অন্ধকারের মধ্যে যোগেন্দ্রের হাত ধরিয়া সুরেশচন্দ্র প্রফুল্লের শয়নঘরে প্রবেশ করিলেন।

'নিভনিভ' প্রদীপের আলোকে সুরেশ প্রফুল্লকে ঠাওরাইতে পারিলেন না; যোগেনকে চেয়ারখানি দিয়া নিজে প্রফুল্লের পায়ের কাছে বসিলেন; শেষে নৈরাশ্য-বিজড়িত ভগ্ন স্বরে বলিলেন, "প্রফুল্ল! এ নরাধমকে একবার ক্ষমা করিতে পারিবে কি?" দৈববাণী শুনিলে মানুষ যেমন চমকিয়া উঠে, সেই চির-পরিচিত কণ্ঠস্বর শুনিয়া প্রফুল্ল তেমনি চমকিয়া উঠিল, সোৎসুকে বলিল "তুমি! তুমি এসেছ?" সুরেশ প্রফুল্লের হাতে কি পায়ে ধরিতে যাইতেছিলেন জানি না, কিন্তু তাহাকে স্পর্শ করিয়াই চমকিত হইয়া বলিলেন, "প্রফুল্ল! তোমার জ্বর হইয়াছে?' প্রফুল্ল তাঁহার হাতখানি লইয়া নিজের মুখের উপরে রাখিয়া বলিল "জ্বর হইয়াছিল বুঝি, শরীরের ভিতরে কেমন একটা জ্বালা হইয়াছে।"

যোগেন্দ্র এক পাশে দাঁড়াইয়াছিলেন, ডাকিলেন "ফুলি!" প্রফুল্ল উত্তর করিল, "যোগেন দাদা! নাকি?" যোগেন্দ্র প্রফুল্লের কাছে গিয়া বসিলেন। তখন সাশ্রুনয়নে সুরেশ বলিতে লাগিলেন "প্রফুল্ল! যোগেন্দ্র দেবতা, তুমি দেব-বালা, আমিই নরকের কীট। কিন্তু তুমি আমাকে ছাড়িয়া যাইও না; আমি আর তোমায় কাঁদাইব না।"

তখন স্বামীর হাতে হাত রাখিয়াই প্রফুল্ল বলিল "এই অমৃতমাখা কথাগুলি আমায় শুনাইতেই বুঝি ভগবান্ এতদিন আমায় বাঁচাইয়া রাখিয়াছিলেন! কিন্তু হতভাগিনী আমি, আমার কপালে এত সুখ সহিবে কেন?" তার পরে যোগেন্দ্রের দিকে চাহিয়া বলিল "ভাই! আশীর্ব্বাদ কর, পরজীবনে তুমি যেন আমার সহোদর হও, আমি তোমার সহোদরা হই!" সুরেশ উন্মত্তের ন্যায় বলিতে লাগিলেন "প্রফুল্ল! আমার প্রাণের প্রফুল্ল! তুমি কি আমায় ছাড়িয়া যাইবে?"

প্রফুল্ল বলিতে লাগিল "আমার ইচ্ছা কি তোমায় ছাড়িয়া যাই? তোমাকে দেখিয়া আমার সাধ মিটে নাই, যদি একটু আগে বাড়ী আসিতে, তবু আর খানিক ক্ষণ দেখিতে পাইতাম! ভগবানের চরণে প্রার্থনা করি, জন্মান্তরে যেন আমি তোমারই দাসী হই! তুমি অমন অধীর হইও না, তোমার কাতরতায় আমার বুক ফাটিয়া যায়!"

তখন সুরেশ তাহার পদতলে পড়িয়া কাঁদিতে লাগিলেন—"প্রফুল্ল! রাগ করিয়া গেলে? প্রফুল্ল! আর তোমায় কাঁদাইব না, আর তোমায় ননীর দেহে আঘাত করিব না! তুমি রাগ করিয়া যাইবে?"

যোগেন্দ্র কম্পিতহস্তে প্রফুল্লের হাত লইয়া নাড়ীর গতি দেখিতেছিলেন। শেষে বিকৃত স্বরে বলিয়া উঠিলেন, "ও ফুলি! আমার দিদিমণি! আমার জন্যই তোর জীবন নষ্ট হইল! আমার উপরে তোর আজীবন স্নেহের কি এই পুরস্কার! তোর আগে যেন আমার মৃত্যু হয়!"

ইহার পরে খানিক ক্ষণ নিষ্ফল চিকিৎসা হইল। সুরেশ ও যোগেন্দ্র উন্মত্তবৎ আর্ত্তনাদ করিতে লাগিলেন, কিন্তু প্রফুল্ল আর তাঁহাদিগকে শান্ত করিল না। সে যোগেন্দ্রের কোলের উপরে মাথা রাখিয়া, সুরেশের পায়ের উপরে হাত রাখিয়া, প্রফুল্লমুখে জন্মের মত চক্ষু মুদ্রিত করিল! বিশ্বজননী তাহার রোগ-যাতনার শান্তি করিলেন!

উপসংহার।

সুরেশ আর বিবাহ করিলেন না। এ সংসারের মধ্যে শোকার্ত্তদিগের একমাত্র ঔষধ, পরার্থে আত্মোৎসর্গ। সুরেশ তাহা বুঝিলেন, বুঝিয়া পরহিতে আপনাকে নিয়োজিত করিলেন। বিবাহের "অভাব" ভুলিলেন।

যোগেন্দ্র এখন কলিকাতায়; তিনি খ্যাতনামা উকীল। অদ্যাপি বিবাহ করেন নাই, শুনিয়া সুরেশ তাঁহার বাড়ীতে আসিলেন। কথায় কথায় তাঁহাকে বলিলেন, "ভাই! তুমি বিবাহ কর; তোমার ছেলে মেয়ে কোলে করিয়া সুখী হইব।"

যোগেন্দ্র আগে বিশেষ কিছুই বলিলেন না, শেষে সুরেশের জেদ ছাড়াইতে না পারিয়া বলিতে লাগিলেন—"যোগেন্দ্রের পিতার মৃত্যুর কিছুদিন পরে, যোগেন্দ্রকে বঞ্চিত করিবার জন্য, বিমাতা নগদ টাকা, কোম্পানীর কাগজ সোণা, রূপা প্রভৃতি লইয়া নিজ পিত্রালয়ে চলিয়া যান। সেখানে কিছুদিন থাকিতে থাকিতে তাঁহার চক্ষুর পীড়া হয়; ভ্রাতার উপদেশে এক হাতুড়ে চিকিৎসককে দেখাইয়া এবং তাহার ঔষধ ব্যবহার করিয়া, বিমাতা জন্মের মত চক্ষু দুইটী হারাইয়া ফেলিলেন। বিমাতার মাতা পিতা ছিল না; তাঁহার ভ্রাতা ও ভ্রাতৃ-জায়া তাঁহার গহনা ও টাকা সকল আত্মসাৎ করিয়া অন্ধ রমণীকে একান্ত নির্য্যাতন করেন। যোগেন্দ্র সেই সংবাদ পাইয়া বিমাতাকে নিজের কাছে আনিয়া রাখিয়াছেন। তিনি স্বহস্তে বিমাতাকে স্নান ও আহার করাইয়া দেন। অবকাশকালে তাঁহাকে "মহাভারত" পড়িয়া শুনাইয়া থাকেন।" এই সকল কথা বলিয়া যোগেন্দ্র সুরেশকে বলিলেন, "দেখুন, আমি বিবাহ করিয়া সংসারে জড়াইয়া পড়িলে মা'র কি দশা হইবে? আমার স্ত্রী যে হইবে, সে যদি স্বার্থপর হয়, তাহা হইলে ওঁর দুঃখের সীমা থাকিবে কি? আর সুরেশ বাবু, বিবাহ করিব কাহাকে সুখী করিবার জন্য? আমার প্রাণের ভগিনী প্রফুল্ল কি আমার স্ত্রী পুত্রের সহিত খেলিতে আসিবে?"

সুরেশের চক্ষুতে জল আসিল, বলিলেন "ভাই! এ জগতে তুমিই ধন্য!"

যোগেন্দ্রের বিমাতাকে সুরেশ দেখিতে গেলে তিনি কাঁদিতে লাগিলেন, বলিলেন "বাবা! আমিই প্রফুল্লের জীবন নষ্ট করিয়াছি, আবার আমার যোগেন্দ্রের সকল সুখ নষ্ট করিলাম! আমার উপায় কি হবে বাবা?"

সুরেশ ভাবিলেন,' সম্পত্তি ও চক্ষুরত্নের বিনিময়ে! নহে, ; যোগেন্দ্রের দেবত্বের জন্তই এ পাষাণ-প্রতিমা নব জীবন লাভ করিয়াছে!

লেখিকা শ্রীমা—

সদুপদেশ।

১। জানিও যে, ধন বা যশোলাভে আমাদের জীবনের সার্থকতা নহে। পবিত্রতা,সাধুতা, অকপটতা যদি আমাদের জীবনের সকল কার্য্যের মূলে বর্ত্তমান না থাকে, তাহা হইলে পার্থিব বা সাংসারিক হিসাবে সে সকল কার্য্যের সফলতা লাভ হইলেও, তাহাদের কোন মূল্য নাই। ধন বা যশে আত্মা সমৃদ্ধ হয় না, অতএব কেবল ইহাদের কোনটী কিম্বা দুইটিই লাভ করিয়া মনে করিও না যে, তোমার জীবন সার্থক হইল।

২। পরের মঙ্গলার্থ যদি তুমি কোন কার্য্য না করিতে পার, তাহা হইলে তোমার হৃদয়ে প্রেম সঞ্চার হইবে না। প্রেমবিহীন হৃদয় শুষ্ককাষ্ঠবৎ। অন্ততঃ নিজের আত্মার কল্যাণার্থ পরোপকার সাধনের আবশ্যকতা উপলব্ধি কর।

৩। সংসারে মানুষ এক অবস্থা হইতে অবস্থান্তর প্রাপ্ত হইতেছে। তুমি যখন যে অবস্থায় পতিত হইবে, তখন সেই অবস্থোপযোগী কর্ত্তব্যকার্য্যের জন্ত আপনাকে সম্পূর্ণ উপযুক্ত করিতে সচেষ্ট হইবে।

৪। তোমার পক্ষে যাহা অতি ক্ষুদ্র কার্য্য, তাহাই যে বাস্তবিক ক্ষুদ্র কার্য্য তাহা নহে, এবং তোমার বিবেচনায় অতি বৃহৎ বা মহৎ কার্য্য যাহা, তাহাও যে প্রকৃত পক্ষে বৃহৎ বা মহৎ কার্য্য তাহা নহে। যে কার্য্যটী প্রকৃত পক্ষে স্বার্থ-সাধক, তাহাই ক্ষুদ্র কার্য্য এবং যে কার্য্য ঈশ্বরের ইচ্ছা ও নিয়ম অনুযায়ী, তাহাই যথার্থ মহৎ কার্য্য।

৫। তুমি যতই ভাল লোক হও না কেন, তোমার দুই চারিটা দোষ থাকা খুব সম্ভব। অতএব তোমার কি কি দোষ আছে, তাহা বিশেষরূপে বুঝিয়া দেখিবে এবং সেই দোষগুলি যাহাতে ক্রমে ত্যাগ করিতে পার, তদ্বিষয়ে যত্নবান্ হইবে।

৬। যদি কেহ তোমার নিন্দুক থাকে, তাহা হইলে তাহার প্রতি ক্রুদ্ধ না হইয়া তোমার জীবনকে এরূপে নিয়মিত কর যেন লোকে তোমার নিন্দাকারীকে

মিথ্যাপবাদকারী বলিয়া স্পষ্ট বুঝিতে পারে।

৭। অপবাদকারীকে কখন ভয় করিও না, কেননা অপবাদ তোমার চরিত্রকে স্পর্শ করিতে পারে না। তোমার জীবন যদি বিশুদ্ধ ও পবিত্র হয়, তাহা হইলে যতই কেন লোকে তোমার অপবাদ রটনা করুক না, তোমার বিচলিত হইবার কোনই কারণ নাই।

৮। মানুষের এরূপ দুর্ব্বল প্রকৃতি যে, সে শতবার ভাল হইবার প্রতিজ্ঞা করে, এবং শতবার তাহা ভঙ্গ করে। যিনি স্বীয় চরিত্রকে উন্নত করিতে ইচ্ছুক, তিনি যদি দিনান্তে বা নিদ্রাগত হইবার পূর্ব্বে দিবসের কার্য্য সমালোচনা করেন, তাহা হইলে প্রত্যহই তাঁহার মনে অসম্পাদিত কর্ত্তব্য কার্য্য এবং সম্পাদিত অপকার্য্য জন্য আত্মগ্লানি উপস্থিত হইয়া তাঁহার কর্ত্তব্যবোধকে এরূপ সতেজ করিয়া তুলিবে যে ধর্ম্ম, ন্যায় ও সুনীতির পথ হইতে তাঁহার স্খলিত হইবার অধিক সম্ভাবনা থাকিবে না।

৯। সকলেরই সহিত বন্ধুতা করিবে। সহৃদয়তা বন্ধুত্বের উপাদান। পদ বা ধনের দ্বারা সহৃদয়তা নিয়মিত হয় না। উচ্চ পদান্বিত ব্যক্তির যেমন সহৃদয়তা থাকা সম্ভব, নিম্নপদস্থ ব্যক্তিরও উহা তদ্রূপ থাকা সম্ভব। ধনীও যেমন সহৃদয় হইতে পারে, দরিদ্রও তদ্রূপ সহৃদয় হইয়া থাকে।

১০। কাহার মন কত উচ্চ বা কত নীচ, তাহা তাহার ধনলোভের তারতম্যানুসারে বুঝা যায়।

রাজকন্যা রাহুলা।

ত্রেতাযুগে রাহুলা নামে এক রাজকন্যা ছিলেন। তিনি পরমা সুন্দরী—কেহ তাঁহার শরীরের গঠনে একটু খুঁত ধরিতে পারিত না। কিন্তু হইলে কি হয়, রাজকুমারী নিজের চক্ষুতে আপনাকে কুৎসিত দেখিতেন, এবং সর্ব্বদা অসন্তুষ্ট থাকিতেন। তিনি দর্পণে মুখ দেখিতে যাইতেন, তাঁহার অন্তরের অসন্তোষের ছায়া মুখে আসিয়া পড়িত; গণ্ডস্থল স্ফীত, ললাট কুঞ্চিত এবং চক্ষু নিষ্প্রভ হইত। তাঁহার অকলঙ্ক মুখচন্দ্র কলঙ্কিত হইয়া যাইত, এবং তিনি অশ্রুজলে বক্ষ ভাসাইতেন। কেন তাঁহার রূপ ভাল হইল না ভাবিয়া ভাবিয়া তাঁহার হৃদয় খাক হইতে লাগিল, এবং কাঁদিয়া কাঁদিয়া তাঁহার চক্ষু আরক্ত হইল। তাঁহার খাইয়া সুখ নাই, শুইয়া সুখ নাই, দিন দিন ক্ষীণ ও মলিন হইতে লাগিলেন। দিন দিন তিনি আদর্শে আপনার মুখ যত নিরীক্ষণ করেন, ততই আপনার কদর্য্যতা অধিক অনুভব করিয়া আকুল হন। তিনি রাজপ্রাসাদ হইতে পথপ্রান্ত নিরীক্ষণ করেন, কত সুন্দর সুন্দর সহাস্য মুখ চলিয়া

যাইতেছে, তিনি কেন এরূপ কুরূপ হইলেন ! তাঁহার আক্ষেপের সীমা নাই। সকলের নিকটে দুঃখ করেন, এবং সকলের নিকটে জিজ্ঞাসা করেন, কিসে তাঁহার কুরূপ ঘুচিয়া সুরূপ হইবে, কিন্তু কাহারও নিকট সন্তোষকর উত্তর পান না।

রাজকন্যা শুনিলেন ভূষণ্ডী কাক নামে এক জ্ঞানী পক্ষী আছে। সে ত্রিকালজ্ঞ এবং ভবিষ্যৎ গণনায় সুদক্ষ। ভাবী শুভাশুভ ফল গণনার জন্য অনেক লোক তাহার নিকট আসিত। রাহুলা বহু অন্বেষণ করিয়া সুদূর অরণ্যস্থিত এক বট-বৃক্ষে এই পক্ষীকে দেখিতে পাইলেন। তাহার চরণে প্রণত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "পক্ষিরাজ ! আমার রূপ ভাল কিসে হয় বলুন।" ভূষণ্ডী বলিলেন "নির্বোধ রাজকুমারি, রূপ অতি অসার তুচ্ছ বস্তু, তুমি তাহার জন্য কেন লালায়িত ? জ্ঞান উৎকৃষ্টতর বস্তু, জ্ঞানের জন্য প্রার্থী হও, সুখী হইবে। বিশেষতঃ সৌন্দর্য্য রুচিভেদে ভিন্ন ভিন্ন প্রকার। আমি কেমন করিয়া জানিব কোন্ রূপ তোমার চক্ষুতে সুন্দর হইবে ? আমি তোমার চক্ষু বড় করিতে গেলে তুমি ছোট চক্ষু চাহিতে পার, আমি তোমার রঙ হরিদ্রাবর্ণ করিতে গেলে তুমি শ্বেতবর্ণ পছন্দ করিতে পার। বাছা ! বাড়ী যাও, তোমার দর্পণে তোমার মনোমত একটী সুন্দরী বালিকার ছবি অঙ্কিত করিয়া আন, আমি তোমাকে সেইরূপ করিয়া দিব।"

রাহুলা একটু আশ্বস্ত হইয়া ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহাশয় ! দর্পণে চিত্র করিবার ক্ষমতা আমার নাই, কিরূপে তাহাতে রঙ ধরিবে এবং মনোমত আকৃতি হইবে ?"

বিহগবর বলিলেন, "রাজকুমারি, আমি তোমাকে এক রঙের বাক্স দিতেছি। এ রঙ বরফের কৌটাতে রামধনু হইতে সংগৃহীত হইয়াছে। ইহার ঐন্দ্রজালিক গুণ আছে, তুলিতে এই রঙ লইয়া দর্পণে ধরিলে তোমার ইচ্ছামত ছবি অঙ্কিত হইবে।" রাহুলা পরমানন্দে রঙের কৌটা লইয়া পক্ষিরাজকে পুনরায় প্রণাম করিয়া গৃহে প্রস্থান করিলেন।

গৃহে গিয়া রাহুলা দর্পণ ও তুলি হস্তে কি প্রকার সুন্দর মূর্ত্তি আঁকিবেন ভাবিতে লাগিলেন। যত ভাবেন তাঁহার নিকট বিষম সমস্যা উপস্থিত হয়, মনে কিছু স্থির মীমাংসা করিতে পারেন না। আঁকিলেন চিনা রমণীর রঙ, রাজপুত রমণীর নাসিকা; —পছন্দ হইল না, পুঁছিয়া ফেলিলেন। আবার আঁকিলেন কর্ণাট ভামিনীর ওষ্ঠাধর এবং নেপাল কামিনীর দন্তপাতি—খাটিল না, মুছিয়া ফেলিলেন। আবার তুলি লইয়া আঁকিলেন শ্বেতদ্বীপ-কামিনীর চক্ষু এবং সিংহল রমণীর কেশদাম ;—ঠিক্ হইল না, মুছিয়া ফেলিলেন। এইরূপ বার বার এক এক চিত্র কল্পনা করিয়া আঁকিতে যান, ছবি মনঃপূত হয় না, তাহা মুছিয়া ফেলেন। রাজকন্যা নিরাশ হইলেন। নিরাশ অন্তরে রাজ-প্রাসাদস্থিত চিত্রশালার ছবি সকল এক এক করিয়া

মনোযোগ সহকারে দেখিতে লাগিলেন। দেখিতে দেখিতে একটী ছোট্ট বালিকার ছবি তাঁহার মনোমত হইল। তাহার চক্ষু কৃষ্ণবর্ণ, মুখে মৃদু হাস্য, আনন্দ বিষাদ মিশ্রিত। তিনি অবিলম্বে ভূষণ্ডীর নিকট গমন করিলেন, এবং সেইটার কথা বলিলেন। ভূষণ্ডী বলিলেন, "স্বর্ণ ফ্রেমে বাঁধান ছোট মেয়েটীর কথা বলিতেছ। আমি তাহাকে চিনি। সে কুব্জ ছিল, এবং অনেক দিন বাত-বেদনায় ক্লেশ ভোগ করিয়াছে। আমি তোমাকে তাহার 'মুখ' দিতে পারি, কিন্তু তাহা হইলে তোমার জীবনের পরিবর্ত্তে তাহার জীবন তোমাকে লইতে হইবে এবং পৃষ্ঠে কুব্জ বহন করিতে হইবে।" রাজকন্যা শিহরিয়া উঠিয়া বলিলেন "না না, তাহা চাই না।"

রাহুলা ভূষণ্ডীকে বলিলেন "গ্যালারীর দক্ষিণ কোণে যে উজ্জ্বলচক্ষু, ফুটন্ত-গোলাপবৎ-মুখ মেয়েটীর ছবি আছে, আমি তাহার ন্যায় হইতে চাই।" ভূষণ্ডী বলিলেন "আচ্ছা, তাহা হইবে, কিন্তু তাহা হইলে তোমাকে তাহার মত জীবন ধারণ করিতে হইবে। সে একটী দুঃখিনী মেষপালিকা বালিকা। তুমি রাজবাটীর সুখ সম্পদ পরিত্যাগ করিয়া উহার মত মলিনবেশে মেষ চরাইয়া বেড়াইতে চাও?" রাহুলা ভীত হইয়া বলিল "তা কেন? আমি দরিদ্র অবস্থায় থাকিতে পারিব না। আচ্ছা, পশ্চিম কোণে যে গর্ব্বিতমুখশ্রী রাজমুকুট-ধারিণীর ছবি আছে, আমি তাহার রূপ চাই।" ভূষণ্ডী বলিলেন "তাহার রূপ চাও ত তাহার ন্যায় জীবনও তোমার হইবে। ঐ রাজ্ঞীর দুর্ব্যবহারে প্রজাগণ বিদ্রোহী হইয়া তাঁহাকে চির-কারারুদ্ধ করিয়া রাখে। তুমি কি সেই অবস্থায় থাকিতে চাও?" রাহুলা আতঙ্কিত হইয়া বলিলেন "না, না, তবে তাহা চাই না।"

রাজকুমারী আর কোনও প্রস্তাব করিতে না পারিয়া বলিলেন "পক্ষিবর! আপনি জ্ঞানী, আমি আর কি বলিব? আমার জন্য যে ছবি ভাল হয়, আপনি পছন্দ করিয়া দিন।"

ভূষণ্ডী তখন নিজের নিকট একখানি ছবি ছিল, তাহা দেখাইয়া বলিল "দেখ দেখি ইহার মত হইতে চাও কি না?" রাহুলা দেখিয়া চমকিত ও অবাক্। বলিল "এমন রূপ ত দেখি নাই, এ কাহার ছবি?" বিহঙ্গবর বলিলেন "বৎসে! এ তোমারি ছবি। তুমি যখন আপনার রূপে আপনি সন্তুষ্ট হইবে এবং ঈশ্বর তোমাকে যে অবস্থা দিয়াছেন তাহার জন্য তাঁহাকে ধন্যবাদ করিতে শিখিবে, তখন তোমার এই অপরূপ রূপ প্রস্ফুটিত হইবে।"*

* কোনও ইংরাজী গল্প অবলম্বনে লিখিত।

ধর্ম্মের জয়।

(১)

পূর্ব্বকালে ভারতে একজন অতি যোগ্য ও তত্বজিজ্ঞাসু রাজা ছিলেন। রাজ-কার্য্য সমাধানের পর অবসর পাইলেই সভাসদ্গণে পরিবেষ্টিত হইয়া নানা বিষয়ের আলোচনায় কাল হরণ করিতেই ভাল বাসিতেন। এক দিন সভাস্থ সকলকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তাঁহাদের মধ্যে কেহ কখন রূপ-গুণ-সম্পন্না সর্ব্বশ্রেষ্ঠা রমণী দেখিয়াছেন কি, না? এ প্রশ্নে সকলেই নীরব। পরে বয়স্যকে জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিলেন—"আমার স্ত্রীই জগতে আদর্শ রমণী;—তিনি রূপে সরস্বতী ও গুণে সাবিত্রী।" এই উত্তরে রাজা বয়স্যকে শত শত ধন্যবাদ প্রদান করিলেন। বয়স্য ও অন্যান্য সভাসদ্বর্গ সকলেই ধন্যবাদে প্রীত হইলেন। কিন্তু সকলের স্বভাব সমান নয়। কেহ বা অপরের ভাল দেখিলে সন্তুষ্ট হয়েন, কেহ বা তাহার সর্ব্বনাশের ব্যবস্থা করেন। সেই স্বভাবের লোক রাজার মন্ত্রীমহাশয়। তিনি বয়স্যের প্রতি রাজার ধন্যবাদ সহ্য করিতে না পারিয়া তথনই প্রতিবাদ করিয়া বলিলেন—"আমি জানি, বয়স্যের স্ত্রী দেখিতে সুন্দরী বটে, কিন্তু তাঁহার চরিত্র ভাল নহে। রাজা মহাশয় যদি আমাকে আজ্ঞা করেন, ও কয়েক মাসের অবকাশ দান করেন, তবে আমি বয়স্য-পত্নীর কুচরিত্রের কতকগুলি প্রমাণ দিতে পারি।" এই কথায় রাজা কিছু বিরক্ত হইয়া মন্ত্রীকে তিন মাসের অবকাশ দিলেন ও এই প্রকার আজ্ঞা দিলেন যে, উক্ত তিন মাসের মধ্যে বিশেষ প্রমাণ দিতে পারিলে বয়স্যের ফাঁসি ও মন্ত্রীর পুরস্কার হইবে, নচেৎ মন্ত্রীর সর্ব্বস্বান্ত ও প্রাণ-দণ্ড হইবে। সর্ব্বসমক্ষে রাজা এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া সে দিনের মত সভা ভঙ্গ করিলেন।

(২)

বয়স্য তাঁহার স্ত্রীর চরিত্র বিশেষরূপে অবগত ছিলেন বলিয়া কোন মতে বিচলিত না হইয়া পূর্ব্ববৎ মনের সুখে রাজপ্রাসাদে কালযাপন করিতে লাগিলেন;—পাছে মন্ত্রীর কোনও অমঙ্গল হয়, এই জন্য মধ্যে মধ্যে তাঁহাকে কিছু ক্ষুণ্ণ দেখা যাইত। এ দিকে কুটিলবুদ্ধি মন্ত্রী কি করিয়া বয়স্যের সর্ব্বনাশ করিবে এই ভাবনায় আকুল হইয়া রাজ-ভবন পরিত্যাগ করিল ও নানা স্থান পরিভ্রমণ করিয়া বহু কষ্টে বয়স্যের গ্রামে আসিয়া পৌছিল। যেথানে বয়স্য-পত্নী তাঁহার দাসদাসী-পরিবৃত হইয়া পতিবিরহে মনঃকষ্টে কাল যাপন করিতেছিলেন, তাহারই সন্নিকটে একটী বাটী ভাড়া লইয়া অবলার সর্ব্বনাশের কূট মন্ত্রণায় প্রবৃত্ত হইল। হায়! চতুরা মৃগী ও ব্যাধের বাঁশীর সুস্বরে ভুলিয়া প্রাণ হারায়। কে জানে, আমাদের বয়স্য-পত্নীর সর্ব্বনাশ হইবে কি, না?

মন্ত্রীর সকল উপায়ই ব্যর্থ হইতে লাগিল। ক্রমশঃ আপনাকে বিফল-প্রযত্ন ও অবকাশের নির্দ্ধারিত সময় ফুরাইয়া আসিতেছে দেখিয়া সে অতিশয় ভীত হইল। ভীত হইল বটে, কিন্তু হতাশ হইল না। অধর্ম্মের গতি ও পরিণাম অতি শীঘ্র। কিন্তু তাহার এত বৃদ্ধি কেন? অতি উচ্চ স্থান হইতে পড়িলে উত্থানের আর ক্ষমতা থাকিবে না—সেই জন্যই এত বৃদ্ধি! সেই জন্যই বুঝি পরমেশ্বর তাহার পাপ-প্রাণে আবার আশার সঞ্চার করিলেন, তাহার পাপের পথ পরিষ্কার করিয়া দিলেন। এই সময়ে কোন প্রকারে একজন বেশ্যার সহিত মন্ত্রীর সদ্ভাব হইল ও মন্ত্রী তাহাকে উপদেশ দিয়া বয়স্য-ভবনে প্রেরণ করিল।

(৩)

বেশ্যা মন্ত্রীকর্ত্তৃক উপদিষ্ট হইয়া যুবতীর নিকট যাইয়া কর্ম্ম প্রার্থনা করায় তাহার বাটীতে দাসী নিযুক্ত হইল। ক্রমশঃ দাসী বয়স্য-পত্নীর প্রিয় হইতে লাগিল। একদা নানা কথার পর দাসী বলিল—"আহা মা! তোমার স্বামী চির-কালই বিদেশে; তোমার এমন যৌবন বৃথা কাটিয়া যাইতেছে।" যুবতী কোন উত্তর করিল না। সতী পতির কথায় কেবল একটী দীর্ঘ নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিল। নির্ব্বুদ্ধি দাসী ভাবিল—যুবতীর কোনরূপ মনোবিকার ঘটিয়াছে এবং এই-বার অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে। এই ভাবিয়া পর দিন সেই কথার অবতারণা করিল, আরও বলিল "মা! তোমার সহিত একটী বিদেশী সাক্ষাৎ করিতে চাহে; তাহাকে আনিব কি? সে তোমার পতির সংবাদ জানে।" এই কথায় যুবতী ক্রোধে অধীর হইয়া তাহাকে বাটী পরিত্যাগ করিতে আদেশ করিলেন। মায়াবিনী দাসীর করুণ ক্রন্দনে দয়ার্দ্র হইয়া তাহার ভরণপোষণোপযোগী মণি-মুক্তা-খচিত তাঁহার গাত্রের একটী বহুমূল্য অঙ্গরাখা দান করিলেন। দাসী বিদায় হইল।

যুবতীর এইরূপ ব্যবহারে এখনকার অনেক বিদেশবাসী পতির যুবতী স্ত্রীগণ তাহার প্রতি ক্রোধ প্রকাশ করিতে পারেন, বলিতে পারেন;—"না হয় বয়স্যপত্নী দ্বারের একটী কপাট বন্ধ করিয়া তাহার আড়ালে দাঁড়াইয়া বিদেশীর মুখে পতির দুটো সংবাদ লইত। তাহাতে কি দোষ ছিল?" কিন্তু বয়স্য-পত্নীর সে বুদ্ধি যোগায় নাই। তিনি বিদেশীর নাম শুনিয়াই চটিয়া গেলেন, যদি দোষ করিয়া থাকেন, তবে মার্জ্জিত-রুচি যুবতীগণ যেন তাঁহাকে ক্ষমা করেন।

দাসী বয়স্য-পত্নী-প্রদত্ত অঙ্গরাখা লইয়া মন্ত্রীর নিকট আসিল এবং বিনিময়ে ও পুরস্কার স্বরূপ আশাতীত অর্থ পাইল। সে স্নানের সময় দেখিয়াছিল যুবতীর নাভি-পার্শ্বে একটী তিল আছে; সে কথাও মন্ত্রীকে বলিতে ভুলিল না। অঙ্গরাখাটী লইয়া ও দাসীপ্রমুখাৎ তিলের কথা শুনিয়া মন্ত্রিবর সানন্দে রাজধানী যাত্রা করিল।

(৪)

এবার আর মন্ত্রী পথে তত কষ্ট পাইল না;—মনের আনন্দই তাহার কারণ। যথাসময়ে রাজসভায় উপস্থিত হইয়া সেই অঙ্গরাখাটী রাজার সম্মুখে রাখিয়া বলিতে লাগিল —"মহারাজ! এই আমি বয়স্ত-পত্নীর কুচরিত্রের প্রমাণ আনিয়াছি। আমি বয়স্ত-পত্নীর প্রণয়াবদ্ধ! আসিবার কালে ভালবাসার চিহ্ন স্বরূপ এই বহুমূল্য জামাটী উপহার দিয়াছে। তাহার নাভি-পার্শ্বে একটী তিল আছে। বয়স্তকে জিজ্ঞাসা করুন, আশা করি, উনি সত্য কথা বলিতে কুণ্ঠিত হইবেন না।" রাজা বয়স্তকে জিজ্ঞাসা করিলেন। বয়স্ত দেখিলেন সকলই সত্য। সংসারে এক স্ত্রী ছিল—সেও ভ্রষ্টা। আর জীবনে প্রয়োজন কি? এই ভাবিয়া রাজাকে বলিলেন—"মন্ত্রীর কথা সত্য।" রাজার প্রিয় সহচর হইলেও রাজাকে প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিতে হইল। বয়স্তের প্রাণদণ্ডাজ্ঞা দিয়া আত্মীয় স্বজনের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য মহারাজ তাঁহাকে দুই মাস সময় দিলেন। সহসা স্বভাব পরিবর্ত্তনে স্ত্রীকে তিরস্কার ও অভিসম্পাত করিবার জন্য পাগলের বেশে তিনি বাটী চলিলেন। এত দিন পরে দেশে যাইতেছেন, লইয়া যাইতেছেন কি? না—এক মুষ্টি ভস্ম, স্ত্রীর মুখে মাথায় দিবার জন্য পথ হইতে তাহা লইয়াছেন। যুবতী সখীগণ সমভিব্যাহারে গৃহে বসিয়া কথোপকথন করিতেছেন, এমন সময় সহসা পতি সেই বেশে গৃহে প্রবেশ করিলেন ও মুষ্টিমেয় ভস্ম স্ত্রীর মাথায় নিক্ষেপ করিয়া সবেগে বাটী হইতে বহির্গত হইয়া কোথায় অদৃশ্য হইয়া গেলেন! এই ব্যাপার দেখিয়া সকলেই অবাক্ হইল। সতী আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। সঙ্গিনীগণকে বিদায় দিয়া পতির উন্মত্ততার কারণ জানিবার জন্য তখনই রাজধানী যাত্রা করিলেন। একাকিনী যুবতী বহু বিঘ্ন বহু বিপদ উত্তীর্ণ হইয়া অতুলনীয়-রূপরাশি প্রচ্ছন্ন করিয়া পরমেশ্বরের কৃপায় রাজধানীতে উপস্থিত হইলেন; এবং রাজপ্রাসাদের নিকটস্থ একটী ক্ষুদ্র কুটীর ভাড়া লইয়া চূড়ীওয়ালীর বেশে তথায় রহিলেন। সেই বেশে অবাধে গৃহস্থের বাটীর ভিতর প্রবেশ করিতে পারিতেন। একদা এক বাটীতে চূড়ী পরাইতেছেন, এমন সময় স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে রাজবয়স্তের কথা উঠিল। কেহ বলিল—আহা! বিনা দোষেই বয়স্যের ফাঁসির হুকুম হইল। কেহ বলিল—কেন হবে না? সে কেন তার ভ্রষ্টা স্ত্রীকে মিছামিছি সতী বলে? কেহ বলিল—হতভাগীর দোষেই সব হইল; বয়স্যের দোষ কি? যুবতী এই কথাগুলি মনোযোগ দিয়া শুনিল এবং তাহারই ঔৎসুক্যে, বাটীর গৃহিণী তাহার কাছে ঘটনার আদ্যোপান্ত সমুদায় বৃত্তান্ত বর্ণন করিল। কোন্ দিন ফাঁসি হইবে তাহাও জানিয়া লইয়া রমণী বাটী হইতে বহির্গত হইল।

(৫)

অদ্য বয়স্তের ফাঁসির দিন। জল্লাদগণ

তাহাকে বধ্যভূমিতে আনিয়াছে। বধ্যভূমি জনতায় পরিপূর্ণ। কেহ দুঃখ প্রকাশ করিতেছে—কেহ স্ত্রী-চরিত্রে দৃঢ় বিশ্বাসের জন্য তাহার প্রতি উপহাসের হাসি হাসিতেছে। পাত্র-মিত্র-পরিবেষ্টিত রাজাও সেই স্থানে দাঁড়াইয়া আছেন। এমন সময় একটি অশ্বপৃষ্ঠারূঢ়া সুন্দরী যুবতী দ্রুতবেগে সেই বধ্যভূমিতে প্রবেশ করিল। রমণী রাজাকে আগ্রহ সহকারে অনুরোধ করিল—বয়স্তকে ফাঁসি দিবার পূর্ব্বে একটী অভি-যোগের বিচার করিতে হইবে। রাজাও ফাঁসি স্থগিত রাখিতে অনুমতি দিলেন।

মন্ত্রীর দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া যুবতী বলিল—"মহারাজ! ওই ব্যক্তির নিকট আমি পাঁচ লক্ষ মুদ্রা পাইব। আমি একজন নাম-জাদা বেশ্যা, আমায় অর্থ দিলেই আমি চলিয়া যাই!" সকল দর্শকের দৃষ্টিই তাহার প্রতি পড়িল। নাম-জাদা বেশ্যা? কই কেহত কখন ইহাকে দেখে নাই! সকলেই অবাক্! মন্ত্রীও সেই অদৃষ্টপূর্ব্ব রমণীর মুখে এই প্রকার কথা শুনিয়া আপনার মুক্তির জন্য বলিলেন—"মহারাজ! স্ত্রীলোক যাহা প্রার্থনা করিতেছে, তাহা সমস্তই মিথ্যা। এমন কি, আমি ইহাকে কখন দেখি নাই।"

রমণী জিজ্ঞাসিল—"দেখ নাই?"

মন্ত্রী—"না।"

রমণী—"দেখ নাই?"

মন্ত্রী—"না।"

র।—"দেখ নাই।"

ম।—"না। আমি পরমেশ্বরের দিব্য করিয়া বলিতেছি, আমি তোমাকে কখনও দেখি নাই।"

রমণী তখন অশ্ব হইতে অবতীর্ণ হইয়া মহারাজকে সম্বোধন করিয়া বলিল—"মহারাজ! এখন বিচার করুন।"

মহারাজ—"তোমার কোন সাক্ষ্য নাই। কি প্রকারে বিচার করিব?"

রমণী—"আমার সাক্ষ্য আপনিই।"

ম—"কেন?"

র—"আপনার নিকট মন্ত্রী বলিয়াছে সে বয়স্ত-পত্নীকে চিনে!"

এই কথায় সকলে নীরব! মহারাজও নিরুত্তর! মন্ত্রী কম্পিত! সতী তখন পতির হস্ত ধারণ করিয়াছে; তাহাকে আর কে বিনাশ করে? স্বয়ং কৃতান্তও সতীর নিকট পরাস্ত।

মন্ত্রীর পাপের ফল ফলিল। বয়স্তের পরিবর্ত্তে তাঁহার ফাঁসির হুকুম হইল। যুবতী রাজার নিকট মন্ত্রীর প্রাণ ভিক্ষা করাতে তাহাকে ছাড়িয়া দেওয়া হইল। কিন্তু মন্ত্রী আর কর্ম্ম গ্রহণ করিল না। সে এই প্রকার অনুগ্রহে আপনাকে অবমানিত বোধ করিয়া প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ যোগিবেশে অরণ্যে প্রবেশ করিল। এ দিকে মহারাজ আনুপূর্ব্বিক সমস্ত বিবরণ অবগত হইয়া বয়স্ত-দম্পতীর জন্য প্রচুর অর্থ ও বৃত্তি দানের বন্দোবস্ত করিয়া তাঁহাদিগকে বিদায় দিলেন। তাঁহারা দেশে গিয়া সুখে স্বচ্ছন্দে বাস করিতে লাগিলেন।

পাঠক পাঠিকাগণ দেখুন, পাপের গতি ও পরিণাম অতি দ্রুত। কিন্তু ধর্ম্মের গতি ও পরিণাম ধীরে ধীরে অতি উপাদেয়। তবে

মধ্যে ইহার পরীক্ষা বড়ই কঠিন। তাই বলি, পরীক্ষায় ভয় পাইবেন না। সহস্র সহস্র বিপদে বিতাড়িত হউন না কেন, সর্ব্বদাই মনে রাখিবেন—"ধর্ম্মের জয়।"

খোকার খেলা।

খাবার ফেলে, খোকামণি, খেলায় দিচ্ছে মন,
খেলা পেলে, খাবার কথা, হয় সে বিস্মরণ।
খেলায় মেতে, সঙ্গি-সাথে, কচ্চে ছুটাছুটি,
ভগ্‌লা পুঁটী, খোকামণির, ধূলাখেলার যুটি।
ক্ষণে ক্ষণে, তাদের সনে, ঝগড়া-ঝাটি হয়,
ছুটে গিয়ে, মায়ের কাছে, কতই কথা কয়।
আবার এসে, হেসে হেসে, খেল্‌ছে লুকো-চুরি,
কর্ত্তা হয়ে, তাদের মাঝে, কর্চ্চে জারিজুরী।
দূরে দেখে, 'বাঘবাবুরে,' কচ্চে পলায়ন,
'বাঘবাবুজী,' ডেকে বল্‌ছেন, যাস্‌নে বাছা ধন!
মার আঁচলে, লাজের ছলে, লুকিয়ে রাখছে মুখ,
'বাঘবাবুরে' দেখে বুঝি, দুর্‌ দুর্‌ কচ্চে বুক।
ভেঙ্গে যায় সে, পোড়া লাজ, আর থাক্‌বে কতক্ষণ?
'বাঘবাবুটির,' কাছে এসে দিচ্চে দরশন।
ভঙ্গি করে, মধুর স্বরে, কাট্‌ছে ছড়া কত,
দেখবো না আর, হঠাৎ কবি, খোকামণির মত!
দাঁড়িয়ে কাছে, 'বাঘবাবুটি,' শুন্‌ছে পেতে কাণ,
জুড়ে দিচ্ছে, খোকামণি, 'বাঘবাবুজীর' গান;
হেলে দুলে, রঙ্গরসে, ঢেলে দিচ্ছে মন,
আনন্দেতে, ঠাকুরমা' তার হচ্ছে নিমগন!
অধরেতে, ফুট্‌ছে খুকুর, কিবা মধুর হাসি,
সাধে কি গো, খুকুর খেলা, এত ভালবাসি॥

শ্রীচন্দ্রনাথ দাস।

স্বাস্থ্য সম্বন্ধে বৈদ্যকশাস্ত্রোক্ত কয়েকটি কথা।

(৩৯১ সংখ্যা—১৫০ পৃষ্ঠার পর)

স্নান অগ্নি-প্রদীপক, শুক্রবর্দ্ধক, আয়ুষ্কর, ওজোধাতুবর্দ্ধক, বলকারক এবং চুলকানি, মলা, শ্রান্তি, ঘর্ম্ম, তন্দ্রা, তৃষ্ণা, দাহ ও অকালপক্কতা বিনাশক। শীতল জলাদি পরিষেচন দ্বারা বাহ্য উষ্মা প্রতিহত হইয়া শরীরাভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হয়, এ জন্য মানব-গণের স্নান করিবামাত্রই জঠরানল প্রদীপ্ত হইয়া ক্ষুধা উদ্রিক্ত হয়। শীতল জল

দ্বারা স্নান করিলে রক্তপিত্ত উপশমিত হয়। গরম জল দ্বারা স্নান করিলে বল বৃদ্ধি এবং বায়ু ও কফ বিনষ্ট হয়। কিন্তু অত্যন্ত উষ্ণ জল দ্বারা শিরঃস্নান করিলে চক্ষুর তেজোহানি হইয়া থাকে। বায়ু ও কফের প্রকোপ সত্ত্বে উষ্ণ জলই হিতকর বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে।

ঈষৎ উষ্ণ জলে স্নান, দুগ্ধপান, স্নিগ্ধ অথচ অল্প ভোজন এই সমস্ত নিতান্ত হিতজনক। প্রত্যহ আমলকী গাত্রে লেপন করিয়া স্নান করিলে নিশ্চয়ই বলী ও পলিত রোগ হইতে বিমুক্ত হইয়া এক শত বৎসর জীবিত থাকিতে পারা যায়। জ্বরে, অতিসারে, উদরাধ্মানে, পীনাসে, অজীর্ণরোগে এবং আহারান্তে স্নান করা অকর্ত্তব্য। স্নানের পর বস্ত্র দ্বারা উত্তমরূপে গাত্র মার্জ্জন করিবে, ইহাতে শরীরের কান্তি বৃদ্ধি এবং কণ্ডু ও ত্বগ্‌দোষ বিনষ্ট হয়। গাত্রমার্জ্জনের পর শরীর স্নিগ্ধ হইলে বস্ত্র পরিধান করিবে। স্নানানন্তর যথাযোগ্য অনুলেপনাদি কর্ত্তব্য। অনুলেপনের পর যথাবিধানে শরীর ভূষিত করিবে। স্বর্ণ ধারণ পবিত্রকারক, সৌভাগ্যবর্দ্ধক ও [illegible]ষজনক। রত্নাভরণ ধারণ পুষ্টিকারক, ইহা গ্রহদোষ ও দুঃস্বপ্নবিনাশক। সূর্য্যের মাণিক্য, চন্দ্রের সুদৃশ্য ও নির্ম্মল মুক্তাফল, মঙ্গলের প্রবাল, বুধগ্রহের মরকত মণি, শুক্রাচার্য্যের হীরক, শনিগ্রহের নির্ম্মল নীলকান্তমণি, এবং অপর গ্রহ দুইটার গোমেদ ও বৈদূর্য্যমণি। তৎপরে আহারের সময় উপস্থিত হইলে তখন মঙ্গলজনক সামগ্রী গ্রহণ করিবে। আহারের পরিপাক হইয়া যৎকালে ক্ষুধা উদ্রিক্ত হইবে, তখনই আহার করিবার উপযুক্ত কাল। মানবগণের স্বভাবতঃই আহার-ইচ্ছা, পানেচ্ছা, নিদ্রাভিলাষ প্রভৃতি প্রত্যহ উপস্থিত হইয়া থাকে। কিন্তু ঐ অভিলাষ প্রতিরোধ করিয়া ক্ষুধার সময় আহার না করিলে অঙ্গমর্দ্দ, অরুচি, চক্ষুর দুর্ব্বলতা, রসরক্তাদি ধাতুর জীর্ণতা এবং বলহানি উপস্থিত হয়। পানেচ্ছা প্রতিঘাত করিয়া জলপান না করিলে কণ্ঠশোষ, মুখ-শোষ, শ্রুতিশক্তির হ্রাস, রক্তশোষ ও হৃদয়-দেশে পীড়া উপস্থিত হয়। নিদ্রাবেগ ধারণ দ্বারা জৃম্ভা, মস্তক ও চক্ষুর গুরুত্ব, শরীরের বেদনা, তন্দ্রা এবং ভুক্ত দ্রব্যের অপাক হইয়া থাকে। বাহ্য অগ্নি যেরূপ দাহ্য বস্তুর অভাবে মন্দীভূত হয়, ক্ষুধিত ব্যক্তির আহার্য্য বস্তুর অভাবে শারীরিক পাচক অগ্নিও সেইরূপ ক্ষীণ হইয়া পড়ে। জঠরাগ্নি প্রথমতঃ ভুক্তদ্রব্য পরিপাক করে, তাহার অভাবে কফাদি ক্লেদ-সমূহকে, তাহার অভাবে রস রক্তাদি ধাতুকে এবং ধাতুর অভাবে প্রাণ পর্য্যন্ত বিনষ্ট করিয়া থাকে। এই জন্য ক্ষুধা হইলেই ভোজন করা কর্ত্তব্য। প্রত্যহ ভোজনের প্রাক্‌কালে লবণ ও আদা ভোজন করিবে। ভোজনের প্রথমে ঘৃত ও গুরু দ্রব্য ভোজন করিবে; এবং তাহার পর কোমল দ্রব্য ভোজন ও আহারের শেষ অবস্থায় দ্রব দ্রব্য পান করিবে। এই নিয়মে আহার করিলে

বল ও স্বাস্থ্য রক্ষা হয়। ভোজ্য বস্তুর মধ্যে যাহা যাহা যথাক্রমে সুস্বাদু, তাহাই উত্তরোত্তর ভোজন করিবে। এক বস্তু ভোজনের পর অন্য যে বস্তু ভোজন করিতে অভিলাষ হয়, তাহাকেই এ স্থলে স্বাদু বলা হইয়াছে। অতিশয় দ্রুত বা বিলম্ব করিয়া ভোজন করিবে না। মন্দাগ্নিযুক্ত ব্যক্তি ত্রিবিধ গুরু দ্রব্য পরিত্যাগ করিবে। মাত্রা গুরু, স্বভাবতঃ গুরু ও সংস্কার গুরু, এই ত্রিবিধ গুরু পদার্থ। মাত্রা গুরু মদগাদি—ইহারা স্বভাবতঃ গুরু নহে, পরিমাণ অনুসারে গুরু হয়। মাসকলাই প্রভৃতি স্বভাবতঃ গুরু। পিষ্টকাদি সংস্কার গুরু। গুরু ও লঘু দ্রব্য যে পরিমাণে ভোজন করিলে তৃপ্তিবোধ হয়, সেই পরিমাণে ভোজন করিবে অর্থাৎ মাসকলাই, পিষ্টক, প্রভৃতি অর্দ্ধ মাত্রায়, এবং মদগাদি স্বভাবতঃ লঘুতা প্রযুক্ত পূর্ণমাত্রায় সেবন করা যায়। পেয়াদি তরল দ্রব্য, তক্র প্রভৃতি অতিশয় তরল দ্রব্য অধিক মাত্রায় খাইলেও তাহাকে গুরু বলা যায় না; কারণ পেয় সর্ব্বপ্রকারে লঘুগুরুযুক্ত।

শুষ্ক দ্রব্য চিপীটক প্রভৃতি, বিরুদ্ধ দ্রব্য ক্ষীর মৎস্যাদি এবং বিষ্টম্ভি দ্রব্য ছোলা প্রভৃতি—ইহারা জঠরাগ্নিকে মন্দীভূত করে। অতিশয় উষ্ণ অন্ন বলনাশক, অতি শীতল ও অতি শুষ্ক অন্ন দুষ্পাচ্য। অত্যন্ত ক্লিন্ন অন্ন গ্লানিকর। অতএব যুক্তিযুক্ত অর্থাৎ অতিশয় শীতাদি দোষযুক্ত না হয়, এমত অন্ন ভোজন করিবে। ভোজনের পূর্ব্বে ইষ্টদেবকে স্মরণ করিবে।

উদরগহ্বরের চারি অংশের দুই অংশ ভোজ্য দ্রব্য দ্বারা এবং এক অংশ জল দ্বারা পূরণ করিবে, অবশিষ্ট এক অংশ বায়ুগমনাগমনের জন্য অপূর্ণ রাখিবে। অত্যন্ত জল পান করিলে ভুক্ত দ্রব্য পরিপাক হয় না এবং একেবারে জল পান না করিলে ভুক্ত দ্রব্য পরিপাকের প্রতিবন্ধকতা জন্মে। অতএব আহারের সময় জঠরাগ্নি উদ্দীপিত করিবার জন্য পুনঃপুনঃ অল্প পরিমাণে জল পান করা কর্ত্তব্য। ভোজনের আগে জল পান করিলে শরীরের কৃশতা এবং অগ্নিমান্দ্য উপস্থিত হয়, ভোজনের মধ্যে জল পান করিলে অগ্নি প্রদীপ্ত হয়, ভোজনান্তে জল পান করিলে শরীরের স্থূলতা এবং কফ বৃদ্ধি হইয়া থাকে। তৃষ্ণাতুর ব্যক্তির ভোজন ও ক্ষুধিত ব্যক্তির জলপান এই উভয়ই বিশেষ নিষিদ্ধ। যেহেতু তৃষ্ণাতুর ব্যক্তি ভোজন করিলে গুল্ম রোগ হয়, এবং ক্ষুধিত ব্যক্তি জল পান করিলে জলোদর উৎপন্ন হইয়া থাকে। ভোজনের পরে কিম্বা রাত্রিকালে বা অধিক পরিমাণে এবং জল ভিন্ন অথবা কেবল জল ছাতু ভক্ষণ করিবে না। আমিষ সংযুক্ত ছাতু, দুগ্ধমিলিত ছাতু, উষ্ণ ছাতু বর্জ্জনীয়। ছাতুর অবলেহ লঘুত্ব হেতু শীঘ্রই পরিপাক হয়। ভোজন শেষ হইলে খড়িকা গ্রহণপূর্ব্বক আচমন করিবে। আচমন করিবার সময় দন্ত প্রভৃতিতে যে সকল মল থাকে, তাহা বস্ত্র-

পূর্ব্বক বাহির করিয়া পুনরায় আচমন করিবে; কারণ দন্ত সংলগ্ন পদার্থ দূরীকৃত না হইলে মুখে অত্যন্ত দুর্গন্ধ হয়, এই জন্য অল্পে অল্পে উহা বাহির করিয়া ফেলিবে। কিন্তু যদি কোন পদার্থ দৃঢ়রূপে দন্তলগ্ন হইয়া থাকে, তাহা দন্ত স্বরূপ জ্ঞান করিয়া বাহির করিবার জন্য অত্যন্ত চেষ্টা করিবে না। আচমনক্রিয়ার পর জলসিক্ত হস্ত দ্বারা চক্ষু স্পর্শ করিবে, আহারের পর চক্ষুতে জল দিলে তিমির বিনষ্ট হয়।

(ক্রমশঃ)

দেবহূতির প্রতি কপিলের উপদেশ।

প্রকৃতিপুরুষের তত্ত্বকথন।

কপিল বলিলেন "মাতঃ! তত্ত্ব সকলের পৃথক্ পৃথক্ লক্ষণ বলিতেছি শ্রবণ কর। যে জ্ঞান জন্মিলে হৃদয় প্রশান্ত হয়, প্রকৃতির গুণ হইতে পরিত্রাণ লাভ হয়, চিত্তগ্রন্থি (অর্থাৎ অহঙ্কারাদি মনোবন্ধন) ছিন্ন হয় ও সংশয় সকল দূর হয়—যে জ্ঞানকে বুধগণ মুক্তির কারণ বলিয়া থাকেন, তোমার নিকট আমি তাহাই বর্ণন করিতেছি। যে অনাদি আত্মা বুদ্ধিযুক্ত (অর্থাৎ অহংবুদ্ধিবিশিষ্ট), আত্ম-বাদিগণ তাঁহারই নাম পুরুষ বলিয়া থাকেন। সেই পুরুষ প্রকৃতি হইতে ভিন্ন, সঙ্গবিরহিত, নির্গুণ ও বিশ্বের সহিত প্রকাশিত। বিষ্ণুর শক্তিরূপা অব্যক্তা ও গুণময়ী যে প্রকৃতি, সেই প্রকৃতি লীলাবশে প্রীতি দেখাইয়া পুরুষের নিকট গমন করিলে পুরুষ অবজ্ঞাপূর্ব্বক তাঁহাকে গ্রহণ করেন। সেই প্রকৃতি পুরুষ সঙ্গযোগে আপনার মায়াময় গুণ বিস্তারপূর্ব্বক নিজের সমরূপ বিচিত্রদর্শন প্রজা সকলের সৃষ্টি করিয়া থাকেন। পুরুষ তাঁহার এই শক্তিদর্শনে জ্ঞান-আবরণকারিণী মায়ায় বিমোহিত হইয়া প্রকৃতির অধ্যাস হেতু গুণের পরিমাণে আপনাকে সকলের কর্ত্তা বলিয়া মানেন! মা! বাস্তবিক পুরুষ কেবল সাক্ষীমাত্র, তিনি কর্ম্মের কর্ত্তা নহেন, তিনি সর্ব্বদা নির্ম্মল, সুখস্বরূপ ও স্বগত স্বচ্ছন্দ। তিনি কেবল কর্তৃত্বজ্ঞানে অর্থাৎ আপনাকে কর্ত্তা মানিয়া জন্ম মরণ ও কর্ম্ম বন্ধনে বদ্ধ হইয়াছেন! জননি! দেহ আর ইন্দ্রিয়গণ ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, ইহারা যে যে স্বভাব পাইয়াছে, প্রকৃতিই তাহার কারণ, অর্থাৎ শরীর, ইন্দ্রিয় ও দেবতা এবং ভোক্তৃত্ব, সকলই একমাত্র অহঙ্কারের কার্য্য বটে, তথাপি কার্য্য-মাত্রই জড়াবসান; এই জন্য তাহাতে প্রকৃতির প্রাধান্য। আর ভোগমাত্রেই জ্ঞানাবসান, এই জন্য তাহাতে প্রকৃতিগত চৈতন্যের প্রাধান্য।"

দেবহূতি বলিলেন, "হে পুরুষোত্তম! তত্ত্ব সকলের অনুক্রম বিশেষ করিয়া বল। স্থূল সূক্ষ্ম এই দুই কার্য্য যাহাদের পরিণাম, যাহারা এই বিশ্বের কারণ, সেই প্রকৃতি পুরুষের লক্ষণ যথাক্রমে আমাকে বুঝাইয়া বল।" কপিল বলিলেন, "জননি! এ তত্ত্ব নিগূঢ়, বিশেষ মনোযোগ সহকারে শুনিতে ও বুঝিতে হইবে। যিনি প্রকৃতি, তিনি নিজে অবিশেষ অথচ তিনি বিশেষের প্রধান আশ্রয়। মাতঃ! সেই প্রধান ত্রিগুণ-জড়িত, অতএব তাহা কখনই ব্রহ্ম নহে। তাহা অব্যক্ত, অক্ষয় ও অকার্য্য—তাহা মহত্তত্ত্ব নয়, কার্য্য ও কারণ স্বরূপ কালাদিও বলা যায় না, তাহা নিত্য, সুতরাং তাহাকে জীবের প্রকৃতি বলা যায় না। উল্লিখিত প্রধানের বিবরণ বলিতেছি। কার্য্য-রূপে তাহার চতুর্ব্বিংশগণ—তাহার পাঁচ, পাঁচ, চারি এবং দশ এই প্রকার চতুর্ব্বিংশ সংখ্যা, ক্রমে ইহাদের বিবরণ বলিতেছি শুন। ভূমি, জল, অগ্নি, বায়ু ও আকাশ এই পঞ্চ মহাভূত। গন্ধ, রস, রূপ, স্পর্শ ও শব্দ গুণানুক্রমে এই পাঁচটী তন্মাত্র বলিয়া অভিহিত। শ্রবণ, নয়ন, ত্বক্, জিহ্বা ও নাসিকা এই পাঁচটী জ্ঞানেন্দ্রিয় বলিয়া আখ্যাত। বাক পাণিপাদপায়ু ও জননেন্দ্রিয় পাঁচটী কর্ম্মেন্দ্রিয় বলিয়া কীর্ত্তিত। এই দশবিধ ইন্দ্রিয়ের বিষয় বলিলাম, এখন অন্তরিন্দ্রিয়ের চারি নাম বলিতেছি শুন। মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার ও চিত্ত অন্তরিন্দ্রিয় বৃত্তিভেদে এই চতুর্ব্বিধ বলিয়া কথিত হইয়াছে। এই চব্বিশ তত্ত্ব বলিলাম, ইহা সগুণ ব্রহ্মের সন্নিবেশ-স্থল জানিবে। ইহা ভিন্ন কোন কোন মহাত্মা পুরুষ লইয়া পঞ্চবিংশ তত্ত্বের নিরূপণ করেন। দেবি! কালের বিষয়ে দুই মত আছে, কেহ কালকে ঈশ্বরের পরাক্রম বলেন, ঐ কাল হইতে দেহে অহংবুদ্ধি জন্মে। যাহাদের চিত্তশুদ্ধি হয় নাই, এমত মূঢ় জীবগণ এই কাল-ভয়ে সদা সশঙ্কিত। তাহারা আত্মার ভাব না বুঝিয়া জীয়ন্তে মৃতের ন্যায়। অপর ব্যক্তি বলেন যে, কাল স্বয়ং ভগবান্ এবং ত্রিগুণাত্মক প্রকৃতির প্রাণ। সেই ভগবান্ কে? তাহা বলিতেছি শুন। মায়িক অথচ যিনি নির্ব্বিকার, আপনি মায়া দ্বারা সৃষ্টি করেন—যিনি নিয়ন্তাস্বরূপ হৃদয়মধ্যে থাকেন—যিনি ব্রহ্মাণ্ডের বহির্ভাগে আপনি সর্ব্বতঃ নির্লিপ্ত থাকিয়াও এই বিশ্বের ভিতরে বস্তু-বিকারে স্থিত আছেন, তিনিই ভগবান্। অন্য জ্ঞানিগণ তাঁহাকে কাল বলেন। এই কালের সহিত ২৫শটী তত্ত্ব আছে, যাহার ক্ষয় নাই, ব্যয় নাই, বিকার নাই ও বিগ্রহ নাই।

মা! তত্ত্ব সকল যে প্রকারে সমুদ্ভূত হইয়াছে, আর সেই তত্ত্বের যেরূপ লক্ষণ তাহা বলিতেছি। জীবের অদৃষ্ট-বল সঞ্চালিত প্রকৃতির গুণক্ষোভ উপস্থিত হইলে, সেই পরম পুরুষ ভগবান্ প্রকৃতিতে নিজ শক্তি স্থাপিত করেন, তাহা হইতে মহত্তত্ত্ব সমুৎপন্ন হয়। সেই মহত্তত্ত্ব স্বপ্রকাশ হিরণ্ময়, প্রবীণগণ

সেই তত্ত্বকে কূটস্থ লয়-বিক্ষেপ-বিহীন বিশ্বের অঙ্কুর বলিয়া গণ্য করেন। এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সূক্ষ্মরূপে অবস্থিত ছিল, মহত্তত্ত্ব ইহাকে এমন প্রকাণ্ড করিয়াছে। ইহা প্রলয়ান্ধকারে বিলীন ছিল, মহত্তত্ত্ব সেই অন্ধকার সমগ্র গ্রাস করিয়াছে। মহত্তত্ত্ব কাহাকে বলে এবং জ্ঞানিগণ উহাকে কি প্রকার নির্দ্দেশ করিয়াছেন বুঝিলেত? যে চিত্ত সত্ত্বগুণসমন্বিত, স্বরূপপ্রকাশক, স্বচ্ছ ও রাগাদিরহিত—যে চিত্তরসে ঈশ্বর উপলব্ধ হয়—যাঁহাকে বাসুদেব বলিয়া সকলে অভিহিত করে, সেই মহত্তত্ত্বকে চিত্ত বলিয়া জানিবে। এই চিত্ত বৃত্তিভেদে নানারূপ। ইহাকে জ্ঞানিগণ অধিভূতরূপে মহৎ, অধ্যাত্মরূপে চিত্ত, উপাস্যরূপে বাসুদেব, অধিষ্ঠাতৃরূপে ক্ষেত্রজ্ঞ ও স্বরূপতঃ মহত্তত্ত্ব বলিয়া জানেন। ক্রিয়াভেদে ইহার স্বচ্ছত্ব, অবিকারিত্ব ও শান্তত্ব গুণাদি নিরূপিত হইয়াছে। চিত্তের স্বচ্ছতা জন্য শক্তি ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব গ্রহণ করে। সুধীগণ, অবিকারিত্বের ফল সকল বিকারহীন, নিশ্চল, নিষ্কাম, ও অনন্ত আরাম বলিয়া জানেন। ভূমির সংসর্গভেদে জল যে প্রকার স্বচ্ছ, সুশীতল ও সুমধুর হয়, চিত্ত মহত্তত্ত্বের স্বরূপ ও বৃত্তিভেদে সেইরূপ হইয়া থাকে।

এখন অহঙ্কারের লক্ষণ বলিতেছি, তাহার উৎপত্তি-প্রকার শ্রবণ কর। ভগবানের শক্তি হইতে উদ্ভূত হইয়া মহত্তত্ত্ব বিকার প্রাপ্ত হয়, অহঙ্কার সেই মহত্তত্ত্ব হইতে সমুদ্ভূত। ক্রিয়াশক্তি-সমন্বিত এই অহঙ্কার গুণভেদে তিন প্রকার। সেই তিনটী গুণ বৈকারিক, তৈজস ও তামস নামে অভিহিত। তাহা হইতে মন, ইন্দ্রিয় ও ভূতাদি সঞ্জাত হয়। যাঁহার নাম সঙ্কর্ষণ ও সহস্রশীর্ষ, ঋষিগণ যাঁহাকে অনন্ত বলিয়া থাকেন, সেই পুরুষ মনোময় ভূতেন্দ্রিয়; ইহাতেই কর্তৃত্বাদি গুণ জন্মে। এই অহঙ্কারের দেবতারূপ কর্ত্তৃত্ব, ভূতরূপ কার্য্যত্ব আছে। শান্তত্ব, ঘোরত্ব ও বিমূঢ়ত্ব, এই তিনটী কারণ, কারণ গুণত্রয়রূপে অহঙ্কারে বিরাজিত। আমি পূর্ব্বে তোমাকে যাহা বলিয়াছি, সেই অহঙ্কার যদি সৃষ্টির জন্য প্রবল হইয়া উঠে, তাহা হইলে মনস্তত্ত্বের আবির্ভাব হয়, মনের সংকল্প বিকল্প দ্বারা কামনার উৎপত্তি হয়। যোগিগণ এই মনস্তত্ত্বকে ইন্দ্রিয়ের অধীশ্বর 'অনিরুদ্ধ' বলিয়া থাকেন। সেই সর্ব্ব কামনার আধার অনিরুদ্ধ। তাহার সহজ লক্ষণ সংকল্প ও বিকল্প, যোগিগণ অতি কষ্টে ইহাকে বশীভূত করেন। হে সাধ্বি! তৈজসতত্ত্ব যখন বিকার প্রাপ্ত হয়, তখন বুদ্ধিতত্ত্ব জন্মে, তাহা দ্রব্যস্ফুরণরূপ বিজ্ঞানের স্বরূপ। ইন্দ্রিয় সকলের অনুগ্রহরূপ বৃত্তিভেদে সংশয়, নিশ্চয় জ্ঞান, মিথ্যা জ্ঞান ও নিদ্রা এই কয়েকটী বুদ্ধি-তত্ত্বের লক্ষণ। বুদ্ধি যখন কোন বস্তু নির্ণয় করিতে পারে না, তখন তাহাকে সংশয় বলে; যখন সে কোন তত্ত্ব নির্ণয় করিতে পারে, তখন তাহাকে নিশ্চয় জ্ঞান

বলা যায়; যখন তাহার স্ফুরণ থাকে না, তখন তাহাকে নিদ্রা বলে; একে আর অনুমান হইলে তাহাকে মিথ্যা জ্ঞান বলে। মা! আরও ইন্দ্রিয়ের বিবরণ বলিতেছি শুন। জ্ঞান ও ক্রিয়াভেদে তাহা দুই প্রকার, ইহারাও তৈজসাহঙ্কারের বিকার, কেননা ইহাতে জ্ঞান ও ক্রিয়া অবস্থিত, কারণ ইহাতে প্রাণের ক্রিয়া শক্তি ও বুদ্ধির বিজ্ঞান শক্তি দেখা যায়।

(ক্রমশঃ)

রাজা ভবচন্দ্র।

অনেকেই রাজা ভবচন্দ্রের কথা শুনিয়া থাকিবেন। কিন্তু ইনি কোথায় কোন্ সময় রাজত্ব করিতেন, বোধ হয় তাহা অনেকেই অবগত নহেন।

রাজা ভবচন্দ্রের অপর নাম উদয়চন্দ্র। তাঁহার পিতার নাম গোপীচন্দ্র। গোপীচন্দ্রের পূর্ব্ববর্ত্তী রাজার নাম ধর্ম্মপাল। ধর্ম্মপাল কোন্ বংশীয় রাজা ছিলেন, এবং পালবংশীয় রাজাদিগের সহিত তাঁহার কোন সম্পর্ক ছিল কি না, তাহা নির্দ্দেশ করা সুকঠিন। সম্ভবতঃ তাঁহারা এক বংশসম্ভূতই ছিলেন। খৃষ্টীয় ১৭৭৫ অব্দে এই বংশীয় এক জন নরপতি আসামে কামরূপে রাজত্ব করিতেন। রঙ্গপুর জেলাতে ডিমলা নামে একটি স্থান আছে। ডিমলা উত্তর বঙ্গ রেলওয়ের একটী ষ্টেশন। দার্জ্জিলিং যাইতে হইলে এই ডিমলা ষ্টেশন অতিক্রম করিয়া যাইতে হয়। এখানে পুলিশের একটি থানাও আছে। ডিমলার কয়েক মাইল দক্ষিণে একটি প্রাচীন নগরীর ধ্বংসাবশেষ প্রাপ্ত হওয়া যায়। অদ্যাবধি উহা "ধর্ম্মপাল" নামে প্রসিদ্ধ।

ধর্ম্মপালের পর গোপীচন্দ্র রাজা হন। কথিত আছে, গোপীচন্দ্রের এক শত স্ত্রী ছিল এবং তিনি সর্ব্বদা আমোদ কৌতুকেই মত্ত থাকিতেন। তাঁহার মাতা মিনাবতী সমস্ত রাজকার্য্য চালাইতেন। যৌবনের উন্মত্ততার অবসান হইলে গোপীচন্দ্র সন্ন্যাস অবলম্বন করেন। জনপ্রবাদ এই যে, অদ্যাপি গোপীচন্দ্র সন্ন্যাসী হইয়া বনে বনে বিচরণ করিতেছেন।

গোপীচন্দ্রের পর ভবচন্দ্র রাজা হন। রাজা ভবচন্দ্রের সম্বন্ধে অনেক অদ্ভুত কাহিনী প্রচলিত আছে। রাজা ভবচন্দ্রের ভবনে এক দেবীমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত ছিল। রাজা প্রতিদিন যথাসময়ে সেই দেবীর আরাধনা করিতেন। দেবীর নাম ভোগেশ্বরী। রাজা দেবীকে বড় ভক্তি করিতেন। কথিত আছে যে, রাজা এক দিন নিষিদ্ধ সময়ে সেই দেবীর মন্দিরে প্রবেশ করেন। দেবী তাহাতে সাতিশয় ক্রুদ্ধা হইয়া রাজাকে ও তাঁহার মন্ত্রীকে অভিসম্পাত করেন। দেবতার অভিশাপে রাজা ও মন্ত্রীর ঘোর বুদ্ধিবিপর্য্যয় ঘটে,—এমন কি সাধারণ বুদ্ধি পর্য্যন্ত লোপ পায়।

তদবধি ভবচন্দ্র প্রচলিত নিয়মের বিপরীত সব কাজ করিতেন। তিনি সারাদিন নিদ্রাতে কাটাইতেন ও সারা রাত্রি জাগিয়া থাকিতেন। তাঁহার রাজ্যে ক্রমে এই বিপরীত নিয়ম প্রচলিত হইতে লাগিল। রঙ্গপুরের কতক অংশ ও বর্ত্তমান আসামের কিয়দংশ ভবচন্দ্রের রাজ্যভুক্ত ছিল। অদ্যাপি রঙ্গপুর জেলার স্থানে স্থানে রাত্রিতে হাট বাজার হইয়া থাকে। সন্ধ্যার সময় হইতে লোকসমাগম হয়, আর রাত্রি ১০ কি ১১ ঘটিকা পর্য্যন্ত ক্রয় বিক্রয় চলিতে থাকে। বগুড়া জেলার স্থানে স্থানেও এই নিয়ম প্রচলিত আছে।

রাজা ভবচন্দ্রের সাধারণ বুদ্ধি পর্য্যন্ত যে লোপ পাইয়াছিল, তৎসম্বন্ধে অনেক আশ্চর্য্য গল্প প্রচলিত আছে। কথিত আছে, তাঁহার মন্ত্রী এক বাক্সের মধ্যে বদ্ধ থাকিতেন; নাক, চোখ ও কাণ (তুলা) দ্বারা বন্ধ করিয়া রাখিতেন। যখন কোন গুরুতর কার্য্যে মন্ত্রণা আবশ্যক হইত, তখন তিনি বাক্স হইতে বহির্গত হইতেন।

একদা একটী শিকারী প্রকাণ্ড একটা বন্য শূকর বধ করিয়া রাজার সম্মুখে উপস্থিত করে। রাজা ও মন্ত্রী কিছুতেই ঠিক করিতে পারেন না যে, জন্তুটা কি। অনেক বিবেচনার পর সিদ্ধান্ত হইল যে, জন্তুটা হয় একটা বড় মূষিক হইবে, অনেক আহারে পুষ্ট হইয়াছে; না হয় একটা হস্তী, যক্ষ্মারোগে জীর্ণ শীর্ণ হইয়া এই অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে।

কয়েকটী সওদাগর মালামাল লইয়া নৌকা-পথে যাইতেছিল। অকস্মাৎ ঝড় বৃষ্টি হওয়াতে তাহাদের নৌকা জলমগ্ন হয়, এবং তাহাদের সমস্ত জিনিস পত্র নষ্ট হয়। রাজার নিকট এই বিষয়ের দরখাস্ত উপস্থিত হইল। রাজা বিচার করিলেন যে, দেশে যত কুম্ভকার আছে, তাহাদিগকে সওদাগরের ক্ষতিপূরণ করিতে হইবে, কেননা তাহারা যে স্তূপাকার মৃত্তিকা সাজাইয়া মৃৎপাত্র প্রস্তুত করে ও তাহাতে অগ্নি সংযোগ করে, তজ্জন্যই মেঘ আকৃষ্ট হয় ও বৃষ্টি হইয়া নাবিকদিগের ক্ষতির কারণ হয়।

নিম্নলিখিত গল্পটাই রাজার বিদ্যা বুদ্ধির উৎকৃষ্টতম সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে:—

দুই জন পথিক একদিন বৈকালে শ্রান্ত ক্লান্ত হইয়া রাজার পুষ্করিণীর ধারে বিশ্রাম লাভ করিতেছিল। তাহারা ক্ষুধাতে পীড়িত হইয়া পুষ্করিণীর পার্শ্বে উনন করিয়া খাদ্য প্রস্তুত করিতে ইচ্ছা করিল। রাজার সে দিন সকাল সকাল নিদ্রা ভঙ্গ হইয়াছিল। তিনি নিদ্রা হইতে উঠিয়া দেখিতে পাইলেন, দুটী লোক মৃত্তিকা খনন করিতেছে। তখন যে বৈকাল সময়, তাহা তাঁহার জ্ঞান নাই। তিনি মনে করিলেন এত প্রত্যূষে এই দুইটি লোক সিঁধ কাটিয়া চুরি করিবার চেষ্টা করিতেছে। তিনি আদেশ করিলেন, চোর দুটিকে শূলে দিয়া বধ করা হউক। দুটি শূল-কাষ্ঠ আনা হইল। একটি অপেক্ষাকৃত উচ্চ, আর একটি নীচু। চোর দুটি রাজার

বুদ্ধিবিকৃতির কথা জানিতে পারিল। তখন তাহারা একটি উপায় উদ্ভাবন করিল। তাহারা প্রত্যেকেই সেই উচ্চ শূলটিতে হত হইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিল ও ভয়ানক আগ্রহ প্রকাশ করিতে লাগিল। রাজা তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তাহাদের এত আগ্রহের কারণ কি? তাহারা বলিল "মহাশয়! এই উচ্চ শূলটিতে যে ব্যক্তি প্রাণ হারাইবে, পরকালে সে সসাগরা সদ্বীপা পৃথিবীর অদ্বিতীয় অধীশ্বর হইবে, আর অপর ব্যক্তি তাহার মন্ত্রী হইবে।" রাজা মনে করিলেন যে, এই দুই পাষণ্ড পরকালে রাজা হইবে, আমি সে অধিকারে বঞ্চিত হইব! এই মনে করিয়া স্বয়ং সেই উচ্চ শূল-কাষ্ঠে উঠিলেন ও মন্ত্রী অপর কাষ্ঠে উঠিয়া প্রাণত্যাগ করিলেন।*

অদ্যাবধি অসভ্য ও অশিক্ষিত স্থানকে লোকে রাজা ভবচন্দ্রের মুলুক বলিয়া শ্লেষ করিয়া থাকে।

কৈলাস গোবিন্দ দাস, এম্. এ।

মহীসুর-রাজ্য।

মহীসুর রাজ্যের পরিমাণ ২৭৯৩৬ বর্গ মাইল। ইহার বর্ত্তমান লোকসংখ্যা ৪৯ লক্ষ ৪৩ হাজার ৩ শত ৪ জন। ভারতের করদ রাজ্যসমূহের মধ্যে মহীসুর রাজ্য দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে। মহিষাসুর হইতে মহীসুর নামের উৎপত্তি হইয়াছে। মহীসুর দুইটী ভাগে বিভক্ত, পশ্চিম ভাগ ও পূর্ব্ব ভাগ। কানারী ভাষায় পশ্চিম ভাগের নাম মালনাদ্ অর্থাৎ পার্ব্বত্য প্রদেশ এবং পূর্ব্ব ভাগের নাম ময়দান্, অর্থাৎ সমতল ভূমি। মাল-নাদ্ প্রদেশ পর্ব্বত ও উপত্যকাময়, অতি মনোহর প্রাকৃতিক দৃশ্যে পূর্ণ ও সুশোভিত, কিন্তু জনপদপ্রাচুর্য্য বিরহিত। ময়দান্ প্রদেশ লোকাকীর্ণ নগর, গ্রাম ও ধন ধান্যে পরিপূর্ণ। মহীসুর প্রদেশের

* এই গল্পের আর একটী জনপ্রবাদ শুনা যায়। তাহা এই যে, এক গুরু ভৃত্য সহিত শিষ্যবাটী হইতে ফিরিয়া আসিতে আসিতে রাজা ভবচন্দ্রের রাজধানীতে আসিয়া উপস্থিত হন। তাঁহারা মধ্যাহ্নে আহারের জন্য এক পুষ্করিণীর ধারে উনন খুলিয়া রন্ধনের উদ্যোগ করিতেছিলেন। রাজার নিকট অভিযোগ উপস্থিত হইল যে, পুষ্করিণী চুরি করিবার জন্য দুই জন বিদেশী সিঁদ খুলিতেছে। রাজার বিচারে তাহারা অপরাধী সাব্যস্ত হইয়া শূলদণ্ডে দণ্ডিত হয়। পরে তাহাদিগের বুদ্ধিকৌশলে তাহারা বাঁচিয়া যায়। বুদ্ধিমান্ রাজা ও মন্ত্রী শূলে আরোহণ করিয়া পঞ্চত্ব লাভ করেন।

বা, বো, স।

স্থানে স্থানে ৪ হাজার ফিট উচ্চ শৃঙ্গবিশিষ্ট পর্ব্বত দেখা যায়। পূর্ব্বে এই সকল পর্ব্বতের উপরিভাগস্থ হ্রদসমূহ হইতে প্রচুর পরিমাণে বিশুদ্ধ পানীয় জল সংগৃহীত হইত। প্রাচীন মহীসুর ভূপতিগণ এই সকল পর্ব্বতশৃঙ্গে দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। দুর্গস্থ সেনাগণ চতুর্দ্দিকস্থ জনপদসমূহের শান্তিরক্ষাকার্য্যে নিযুক্ত থাকিত। মহীসুর রাজ্যের মধ্য দিয়া কৃষ্ণা ও কাবেরী নদীদ্বয় প্রবাহিত। সমস্ত রাজ্যে প্রায় ৩৮ হাজার ক্ষুদ্র ও বৃহৎ হ্রদ দেখা যায়। সুলকর নামক হ্রদটী সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ, ইহার পরিধি ৪০ মাইল। এই রাজ্যে চাউল, ইক্ষু, তূলা ও যবের প্রচুর চাষ হইয়া থাকে।

অধিবাসিগণের মধ্যে ৪৬ লক্ষ ৩৯ হাজার হিন্দু, ২ লক্ষ ৫২ হাজার মুসলমান, ৩৮ হাজার খ্রীষ্টীয়ান, ১৩ হাজার শিখ, ৩৫ জন পারসী এবং ২১ জন য়িহুদী। হিন্দু অধিবাসিগণের মধ্যে অধিকাংশ লোক বাণিজ্য ব্যবসায়ী। শ্রবণ বেলগোলা নামক স্থানে জৈনদিগের প্রধান পুরোহিত বাস করেন; ঐ স্থানে গোমতেশ্বর নামক জৈন মহাপুরুষের প্রকাণ্ড প্রস্তর-প্রতিমূর্ত্তি আছে।

মালনাদ প্রদেশের অল্পাংশ ব্যতীত রাজ্যের অন্যান্য সকল স্থানের লোকেরা কেনারী ভাষায় কথোপকথন করে।

মহীসুরের অন্তর্ব্বর্ত্তী অরণ্য মধ্যে চন্দনবৃক্ষ প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। কোলার নামক স্থানে কয়েকটী স্বর্ণখনি আছে। ঐ সকল খনি হইতে প্রতিবৎসরই কিছু পরিমাণে স্বর্ণ পাওয়া যায়। চিনি, সুপারি, চাউল, কাফি, পান মহীসুর রাজ্য হইতে ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে রপ্তানি হইয়া থাকে।

মহীসুর রাজ্যের প্রাচীন ইতিহাস জানিবার উপায় নাই। অনেকের বিশ্বাস যে, রামায়ণোক্ত কিষ্কিন্ধ্যা এই মহীসুর এবং রাজা সুগ্রীব মহীসুরের অধিপতি ছিলেন। তাঁহারই সেনাপতি হনুমান সীতা উদ্ধারে রামচন্দ্রের সহায়তা করিয়াছিলেন। বৌদ্ধ প্রচারকগণ খ্রীষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দীতে মহীসুরে ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন, এরূপ অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়। বৌদ্ধপ্রচারকগণের পর কতকগুলি জৈনধর্ম্মাবলম্বী মহীসুরে গমন করেন এবং তাঁহাদের চেষ্টায় তথাকার অধিবাসিগণের মধ্যে ঐ ধর্ম্ম প্রচারিত হয়। মহীসুরের নানা স্থানে অদ্যাবধি প্রাচীন জৈন মন্দির দৃষ্ট হয়।

বল্লাল নামক এক রাজপুত বংশ বহু শতাব্দী মহীসুরে রাজত্ব করেন। ১৩১০ সালে আলাউদ্দীন খিলিজী তাহাদের রাজ্য ধ্বংস করেন। কর্ণাটদেশীয় হিন্দু রাজারা আবার ইহার অধিপতি হন।

শেষোক্ত হিন্দুরাজবংশের শেষ রাজা কৃষ্ণরাজ। ইঁহার রাজত্বকালে হাইদার আলি নামে একজন সামান্য মুসলমান বুদ্ধিচাতুর্য্যে মহীসুরের সেনাদলকে হস্তগত করিয়া রাজাকে সিংহাসনচ্যুত ও আপনি তৎপদে অভিষিক্ত হন। হাইদার মহাবীরত্ব সহকারে ইংরাজ ও মহারাষ্ট্রীয়দিগের সহিত যুদ্ধ করেন। :তাঁহার পুত্র টিপু সুলতানও প্রবলপ্রতাপ ও মহাবীর ছিলেন।

শ্রীরঙ্গপত্তনের অবরোধের সময় টিপু সুলতান হত হইলে পর রাজা কৃষ্ণরাজ শৃঙ্খলমুক্ত হয়েন, এবং স্বীয় রাজ্যভার পুনরায় প্রাপ্ত হয়েন। রাজা কৃষ্ণরাজ রাজকার্য্যে সুনিপুণ ছিলেন না এবং অত্যন্ত অমিতব্যয়ী ছিলেন। তিনি রাজ্যশাসনে এতদূর অযোগ্যতা দেখাইতে লাগিলেন যে, ১৮৩১ খ্রীঃ অব্দে ব্রিটিষ গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া নিজ হস্তে মহীসুর শাসনের ভার গ্রহণ করিলেন। ১৮৩১ সাল হইতে ১৮৮১ সাল পর্য্যন্ত ক্রমান্বয়ে এই পঞ্চাশ বৎসর কাল মহীসুর রাজ্য ব্রিটিষ গবর্ণমেণ্টের শাসনাধীন ছিল। এই দীর্ঘকাল মধ্যে ব্রিটিষ গবর্ণমেণ্ট মহীসুর রাজ্যের সবিশেষ উন্নতিসাধন করিয়াছিলেন। কৃষ্ণরাজ প্রায় ৭৫ লক্ষ টাকা ঋণ করিয়াছিলেন, ব্রিটিষ শাসনকালে এই ঋণ সম্পূর্ণ পরিশোধিত হয়। কৃষ্ণরাজ নানা প্রকার কর স্থাপন করিয়া প্রজা পীড়ন করিতেন, গবর্ণমেণ্ট সেই সকল করের মধ্যে যেগুলি অন্যায় বোধ করিয়াছিলেন, সেইগুলি রহিত করিয়াছিলেন। রাজ্যের যে যে স্থানে প্রশস্ত রাজপথ নির্ম্মিত হইলে প্রজার সুবিধা হয়, ব্রিটিষ গবর্ণমেণ্ট তত্তৎ স্থানে পথ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, কৃষিকার্য্যের সুবিধা ও উৎকর্ষের জন্য অনেক স্থানে খাল খনন করিয়া দিয়াছিলেন, এবং মহীসুরবাসীদিগের শিক্ষাবিধানের জন্য একটী শিক্ষাবিভাগ সংস্থাপন করিয়াছিলেন। বৃটিষ শাসনাধীনকালে, ১৮৭৬-৭৮ সালে, দাক্ষিণাত্যের অনেক প্রদেশে মহাদুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয়। মহীসুরেও ঐ দুর্ভিক্ষ ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে। এই সময়ে দুর্ভিক্ষ-প্রপীড়িত প্রজাদিগের প্রাণরক্ষার জন্য মহীসুরের রাজকোষ হইতে ৭০ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয় এবং দুঃস্থ প্রজাগণের নিকট হইতে সে বৎসর খাজনা আদায় না করাতে রাজ্যের সাড়ে আটাইশ লক্ষ টাকা ক্ষতি হয়।

১৮৮১ সালে মহারাজা রম রাজেন্দ্র উদিয়ার গবর্ণমেণ্টের অভিমতানুসারে মহীসুরের সিংহাসনে অভিষিক্ত হয়েন। ইনি রাজা কৃষ্ণরাজের পোষ্যপুত্র ছিলেন। ১৮৬৮ সালে রাজা কৃষ্ণরাজের মৃত্যুর পরেই ইনি রাজ্যভার প্রাপ্ত হয়েন, কিন্তু তখন নাবালক থাকাতে সিংহাসনে অভিষিক্ত হয়েন নাই। পেষ্টার নামক একজন সুশিক্ষিত ইংরাজ ইঁহার শিক্ষক নিযুক্ত হয়েন। ইংরাজী ভাষা, ব্যাকরণ, ইতিহাস, ভূগোল ও ব্যবহারশাস্ত্রে ইনি সম্যক্ ব্যুৎপন্ন হয়েন। অশ্বারোহণ ও ব্যায়ামেও

ইনি সুপটু হইয়াছিলেন। ১৮৮১ সালে ইহাঁর হস্তে রাজ্যভার অর্পিত হইলে শ্রীযুক্ত আর, সি, রঙ্গ চার্লু ইহাঁর মন্ত্রি-পদে নিযুক্ত হয়েন। ইহাঁর পর শ্রীযুক্ত শেষাদ্রি আয়ার মন্ত্রী হয়েন। মহারাজা রাজেন্দ্র উদিয়ার রাজ্যে শাসন সংক্রান্ত প্রত্যেক বিষয়ের সকল তত্ত্ব পুঙ্খানুপুঙ্খ-রূপে অনুসন্ধান করিতেন এবং প্রজার সুখ ও উন্নতি সাধনার্থ সর্ব্বদা উৎসুক থাকিতেন। ইহাঁর রাজত্বকালে মহীসুর রাজ্য নূতন শ্রী ধারণ করিয়াছিল। রাজ্যের আয় বৃদ্ধি হইয়া বার্ষিক একশত ছয় লক্ষ টাকা পর্য্যন্ত উঠিয়াছিল। রাজ্যের প্রধান নগরগুলিতে মিউনিসিপালিটী স্থাপিত হইয়াছিল। এক্ষণে মহীসুর রাজ্যে সর্ব্ব-শুদ্ধ ৮৬টী মিউনিসিপালিটী আছে। রেল পথ খোলা হইয়াছিল; তাহা ক্রমশঃ বৃদ্ধি করা হইতেছে। মহারাজা রাজেন্দ্র উদিয়ারের গুণবতী সহধর্ম্মিণী স্ত্রী-শিক্ষার বিশেষ পক্ষপাতিনী। তাঁহারই প্রযত্নে ও মহারাজার উৎসাহে রাজপ্রাসাদেরই একাংশে একটী বালিকা-বিদ্যালয় প্রতি-ষ্ঠিত হয়। ইহার নাম মহারাণীর বালিকা-বিদ্যালয়। ১৮৮১ সালে যখন এই স্কুল প্রথম খোলা হয়, তখন ইহাতে আটাইশটী মাত্র ছাত্রী ছিল; এক্ষণে ইহার ছাত্রী-সংখ্যা ছয় শত। এই স্ত্রী-বিদ্যালয়ের একটী বিশেষত্ব এই যে, ইহার ছাত্রীগণের মধ্যে অনেকগুলি সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণবংশীয়া যুবতী দেখা যায়। হিন্দু সমাজভুক্তা যুবতী ছাত্রী ভারতবর্ষের প্রায় অন্য কোন বালিকা-বিদ্যালয়ে দেখা যায় না। মহারাণীর বালিকা-বিদ্যালয়ের ন্যায়, প্রজা প্রতিনিধি সভা মহীসুর রাজ্যের আর একটী উল্লেখযোগ্য সদনুষ্ঠান। মহারাজা রম রাজেন্দ্র উদিয়ারের উৎসাহে ও তাঁহার মন্ত্রী শেষাদ্রি আয়ারের আয়াসে এই সভা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। বৎসরের মধ্যে একবার এই সভার অধিবেশন হয়। জাতীয় মহা-সমিতির ন্যায় ইহার অধিবেশন দুই দিন হইতে চারি দিন পর্য্যন্ত ব্যাপিয়া হইয়া থাকে। এই সভায় রাজ্যের সকল মহকুমা হইতে প্রতিনিধি আসিয়া উপস্থিত হয়েন। অতীত বৎসরের রাজ্যসংক্রান্ত প্রধান ঘটনা ও কার্য্যসম্বন্ধীয় একটী বিবরণী রাজমন্ত্রী কর্ত্তৃক পঠিত হয়। পরবর্ত্তী বৎসরে রাজ্য-শাসন সম্বন্ধীয় কি কি নূতন নিয়ম বা আইন প্রবর্ত্তিত করা হইবে, মন্ত্রী মহাশয় তাহারও আভাস দেন। তৎপরে প্রতি-নিধিগণের মধ্যে স্ব স্ব মহকুমার অভাব সম্বন্ধে যদি কাহারও কিছু বক্তব্য থাকে, তিনি সভাস্থলে দণ্ডায়মান হইয়া তাহা বর্ণনা করেন। তৎপরে মন্ত্রী মহাশয় তদ্বিষয়ে রাজকীয় কর্ত্তব্য সম্বন্ধে স্বীয় অভিপ্রায় ব্যক্ত করেন। প্রতিনিধিগণের মধ্যে যে কেহ, রাজ্যের যে কোন বিভাগের যে কোন ব্যবস্থা বা বিষয় পরিবর্ত্তন বা সংস্কার-সাধন জন্য যে কোন প্রস্তাব উপস্থিত করিতে পারেন। তৎপরে সেই প্রস্তাব মন্ত্রী মহাশয় লিপিবদ্ধ করিয়া রাখেন, এবং পরে বিবেচনা ও বিচার করিয়া তৎসম্বন্ধে কর্ত্তব্য স্থির করিয়া

থাকেন। এইরূপে প্রজা প্রতিনিধি সভা দ্বারা মহীসুর রাজ্যের বিশেষ উপকার সংসাধিত হইয়া থাকে। মহারাজা রম রাজেন্দ্র উদিয়ারের রাজত্বসময়ে একটী অতি শুভফলদায়ক ব্যবস্থা বিধিবদ্ধ হয়। মহীসুরে বহুকাল হইতে শৈশববিবাহ প্রচলিত। শৈশব-বিবাহের নানা বিষময় ফল উপলব্ধি করিয়া মহারাজা ও তাঁহার সুযোগ্য মন্ত্রী এই আইন করেন যে, আট বৎসরের ন্যূনবয়স্কা বালিকাকে যে পুরুষ বিবাহ করিবে, তাহার দুই বৎসর কারাদণ্ড হইবে, এবং ৫০ বৎসরবয়স্ক কোন পুরুষ অনধিক চতুর্দ্দশ বৎসরবয়স্কা বালিকার পাণিগ্রহণ করিলে তাহারও উক্ত দণ্ড হইবে।

মহারাজা রাজেন্দ্র উদিয়ার সর্ব্বতোভাবে স্বীয় রাজ্যের উন্নতি সংসাধনে এতদ্রূপ মনোযোগী ছিলেন যে, দীর্ঘজীবী হইলে তিনি যে মহীসুর রাজ্যকে অতুল সুখসমৃদ্ধিশালী করিয়া যাইতে পারিতেন, তদ্বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। কিন্তু তিনি ১৮৯৪ সালের ২৮এ ডিসেম্বর তারিখে দ্বাত্রিংশ বৎসর মাত্র বয়ঃক্রমকালে কাল-গ্রাসে পতিত হইয়া মহীসুরবাসিগণকে গভীর দুঃখ ও নিরাশা সাগরে ভাসাইয়া গিয়াছেন। ভরসা করা যায়, তাঁহার উত্তরাধিকারী তাঁহার পদাঙ্কের অনুসরণ করিয়া রম রাজেন্দ্র উদিয়ার যে সিংহাসন অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন, তাহার গৌরব রক্ষা করিতে পারিবেন।

মহীসুর রাজ্যে তিনটী প্রধান নগর আছে, —মহীসুর, বাঙ্গালোর ও শ্রীরঙ্গপত্তন। মহীসুর রাজ্যের রাজধানী মহীসুর নগর। ইহা চামুণ্ডি গিরির পাদদেশে অবস্থিত। নগরটীর রাস্তা ঘাটের বন্দোবস্ত অতি সুচারু। রাস্তাগুলি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। রাজপ্রাসাদ দুর্গ অভিহিত স্থানটীর মধ্যে অবস্থিত। রাজসিংহাসন হস্তিদন্তনির্ম্মিত। সম্রাট আরঙ্গজীব উহা তাঁহার সমকালীন মহীসুরাধিপতিকে উপঢৌকন দেন। কিছুকাল হইল এই সিংহাসন স্বর্ণ ও রৌপ্য পত্র দ্বারা আবৃত করা হইয়াছে। মহীসুরের রাজপরিবারের চিরন্তন প্রথানুসারে এই সিংহাসনে কেবল মাত্র উপবেশনেরই অর্থ রাজ্যাভিষেক। মহীসুর নগরে অনেকগুলি চিকিৎসালয় ও ঔষধালয়, একটী বাতুলাশ্রম এবং একটী কুষ্ঠাশ্রম আছে। সম্প্রতি একটী স্ত্রী-চিকিৎসালয়ও তথায় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। মহীসুর নগরে দুইটী বৃহৎ কালেজ আছে; একটী মহারাজার এবং অপরটী খ্রীষ্টীয় মিসনারিগণের প্রতিষ্ঠিত। বাঙ্গালোর নগরটীকে মহীসুর রাজ্যের অন্যতর রাজধানী বলা যাইতে পারে। রাজ্যশাসন সংক্রান্ত বড় বড় আফিস এই নগরেই প্রতিষ্ঠিত। মহারাজার একটী প্রকাণ্ড প্রাসাদ কিছুকাল হইল এখানে নির্ম্মিত হইয়াছে। এই নগরে সাধারণের ব্যবহার্য্য অনেকগুলি বৃহৎ উদ্যান এবং কয়েকটী বিদ্যালয় আছে। নগরটী স্বাস্থ্যকর জলবায়ুর জন্য প্রসিদ্ধ। এই নগরের লোকসংখ্যা দুই লক্ষের কিঞ্চিৎ অধিক।

শ্রীরঙ্গপত্তন মহীশূরের প্রাচীন রাজধানী। ইহা কাবেরী নদীতটে সংস্থিত ও একটী দ্বীপের মধ্যে অবস্থিত। এই স্থানে একটী প্রাচীন হিন্দু দেবমন্দিরে বিষ্ণুর এক মূর্ত্তি আছে। বিষ্ণুর এই মূর্ত্তি "শ্রীরঙ্গ" নামে অভিহিত হইয়া থাকে এবং তাহা হইতেই নগরের নাম শ্রীরঙ্গপত্তন। বৈষ্ণব ধর্ম্মপ্রচারক রামানুজ ১১৩৩ সালে বল্লালবংশীয় কোন রাজার নিকট হইতে এই দ্বীপটী উপহার স্বরূপ প্রাপ্ত হয়েন। এখানে যে দুর্গ আছে, তাহা ১৪৫৪ সালে নির্ম্মিত হয়। ১৬১০ সালে শ্রীরঙ্গপত্তন মহীশূর রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। এই নগর টিপু সুলতানের হস্তগত হইলে তিনি ইহা সুদৃঢ় প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত করেন। ১৭৯৯ খৃঃ অব্দে টিপু সুলতানকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়া ইংরাজগণ এই নগর অধিকার করেন। যখন মহীশূর নগর মহীশূর রাজ্যের রাজধানী হয়, তখন শ্রীরঙ্গপত্তন ইংরাজদিগের হস্তে ন্যস্ত হয়।

গার্হস্থ্য-প্রবন্ধ।

(১) অনুক্রমণিকা।

ললনা গৃহের শান্তি—অশান্তির মূল,
সচ্চরিত্রা হ'লে সুখ, নাহি কোন ভুল।
সুখ শান্তি লভে সবে যাঁহার ব্যাভারে,
'গৃহলক্ষ্মী' নাম যোগ্য তিনি পরিবারে॥

প্রাচীন জ্ঞানিগণ মনুষ্যজীবনকে চারি ভাগে বিভক্ত করিয়া ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ এবং সন্ন্যাস এই আশ্রম-চতুষ্টয়ের বিধান করিয়াছেন। এতন্মধ্যে তাঁহারা গৃহস্থাশ্রমকে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়াছেন। পিতা, মাতা, জ্যেষ্ঠতাত, খুল্লতাত, ভ্রাতা, ভগিনী, স্ত্রী, পুত্র, কন্যা প্রভৃতি দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া, সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিবার ব্যবস্থার নাম গৃহস্থাশ্রম। গৃহস্থাশ্রমে থাকিলে, মনুষ্যকে প্রতিনিয়ত ভয়ঙ্কর বিপদের সহিত সংগ্রাম করিতে হয়। প্রতি পদবিক্ষেপে, সংসারের নানারূপ বিভীষিকাপূর্ণ কঠোর পরীক্ষায় পতিত হইতে হয়। কর্ত্তব্যসাধনের জন্য অনেক সুখ, স্বার্থ বিসর্জ্জন করিতে হয়। এবম্ভূত বহুবিধ বিঘ্ন বিপত্তি সমাকীর্ণ সংসারে বাস করিয়া জীবনের কর্ত্তব্যসমূহ সুসম্পন্ন করা, সামান্য গৌরবের বিষয় নহে। কর্ত্তব্য নানা প্রকার। এ স্থলে সংক্ষেপতঃ, কেবল মাত্র তিনটী কর্ত্তব্যের বিষয় উল্লিখিত হইতেছে। নিজের প্রতি কর্ত্তব্য, পরিবারবর্গের প্রতি কর্ত্তব্য এবং প্রতিবেশীদিগের প্রতি কর্ত্তব্য।

নিজের প্রতি কর্ত্তব্য সাধন বালকের ক্রীড়া নহে। আত্মসংযম অভ্যাস করিতে

হইবে, নতুবা প্রবল বাসনাস্রোতে ভাসাইয়া লইয়া যাইবে, প্রলোভনের প্রচণ্ড অগ্নিতে হৃদয়ের গুণরাশি ভস্মীভূত করিবে। ইন্দ্রিয়গণকে বশীভূত করিতে না পারিলে এবং প্রকৃষ্ট শিক্ষা দ্বারা হৃদয়ের উৎকৃষ্ট গুণগুলি পরিমার্জ্জিত ও পরিস্ফূরিত করিতে না পারিলে, আত্মোন্নতি সাধন অসম্ভব। আত্মার ধর্ম্মভাব সর্ব্বদা প্রদীপ্ত রাখিতে হইবে। যে সকল কর্ত্তব্যানুষ্ঠান করিলে, প্রকৃত উন্নতি লাভ সহকারে ভাবী জীবন সুখময় হইবে, সেই সকল কর্ত্তব্য সাধনের জন্য আপনাকে নিযুক্ত করিতে হইবে। প্রবল ভোগ-বাসনা, ইন্দ্রিয়-সেবা, কুপ্রবৃত্তি, অভিমান, স্বেচ্ছাচার প্রভৃতি নিকৃষ্ট প্রবৃত্তিনিচয় দমনপূর্ব্বক ধার্ম্মিক, বিনয়ী, পবিত্রাচারী এবং আত্মনিষ্ঠ হইতে হইবে।

পরিবারের মধ্যে জনক জননী প্রভৃতি গুরুজনের প্রতি প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ও ভক্তি প্রদর্শন, ভ্রাতা ভগিনী প্রভৃতির প্রতি প্রেম, অন্যান্য আত্মীয়বর্গের প্রতি যথোচিত সম্মান ও অনুরাগ এবং দাস দাসীর প্রতি সদয় ব্যবহার করা কম সাধনাসম্ভূত কার্য্য নহে। সচরাচর দেখা যায় যিনি পিতা মাতাকে প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ও ভক্তি সহকারে পূজা করিতে সক্ষম হইলেন, তিনি হয়ত ভ্রাতা ভগিনীর প্রতি উপযুক্ত প্রেম প্রদর্শনে বিমুখ, অথবা অন্যান্য আত্মীয়বর্গকে যথোপযুক্ত সম্মান ও অনুরাগের চক্ষে দেখিতে পারেন না। সাধারণতঃ এই দৃষ্ট হয় যে, যাহাদিগের দ্বারা স্বার্থসিদ্ধির আশা অপেক্ষাকৃত কম, তাহাদিগের প্রতি সদ্ব্যবহারের পরিমাণও কম হইয়া থাকে। এতদ্দ্বারা পারিবারিক কর্ত্তব্য অঙ্গহীন হইয়া পড়ে। এই শ্রেণীর আত্মীয়বর্গের প্রতি অর্থাৎ যাহাদিগের নিকট হইতে আমাদের স্বার্থসিদ্ধি হয় না, তাহাদিগের প্রতি সদ্ব্যবহার করিতে বিশেষ মহত্ত্বের প্রয়োজন। পরিজনবর্গের সহিত প্রাণে প্রাণে গ্রথিত হইয়া পরস্পরের উন্নতি বিধানপূর্ব্বক স্বকীয় গৃহকে অনুপম শান্তি-ধামে পরিণত করা সামান্য কার্য্য নহে।

দাস দাসীর প্রতি সদয় ব্যবহার দ্বারা চরিত্রের একটী বিশেষ গুণ প্রকাশ পায়। তাহাদিগকে উপযুক্তরূপে খাটান যেরূপ উচিত, তাহাদিগের প্রতি স্নেহানুগত এবং সদয় ব্যবহার করাও তদ্রূপ একটী কর্ত্তব্য। ভৃত্যগণ গৃহকর্ম্মের প্রধান সহায়। সুমিষ্ট ও সদয় ব্যবহারে তাহাদিগকে রীতিমত চালাইতে সমর্থ না হইলে, পারিবারিক সুখ শান্তির অনেক বিঘ্ন ঘটে। তাহাদিগকে সদ্ব্যবহার দ্বারা পরিচালিত না করিলে, তাহারা কোন কার্য্য উৎকৃষ্টরূপে প্রফুল্লচিত্তে অনুরাগের সহিত সম্পন্ন করে না। কেবল ভয় দ্বারা পরিচালিত হইয়া কোনরূপে কার্য্য সম্পাদন করে; সুতরাং কার্য্যের শৃঙ্খলা থাকে না।

প্রতিবেশীদিগের প্রতি সদ্ব্যবহার করা সুখ শান্তিলাভের একটী প্রধান উপায়। ইহাদিগের উপর সুখ অনেক পরিমাণে নির্ভর করে। ইহারা যদি মাতাল, চোর,

প্রবঞ্চক অথবা কপটাচারী হয়, তবে গৃহস্থের যে কত বিপদ ও অনিষ্টের আশঙ্কা থাকে, তাহা একটু চিন্তা করিলেই সুস্পষ্টরূপে অনুভূত হয়। প্রতিবেশীদিগের মধ্যে যদি কেহ কুপথগামী হয়, তবে তাহাকে সৎপথে প্রবর্ত্তিত করিতে চেষ্টা করা উচিত। যখন তাহারা কোন অভাবে পতিত হন, তৎক্ষণাৎ সে অভাব পূরণার্থ যত্ন করা কর্ত্তব্য। প্রতিবেশীদিগের মধ্যে কাহার কোন্ পীড়া হইল, কে কিরূপ শোচনীয় অবস্থায় আছেন, কাহার কোন জিনিষের প্রয়োজন, সর্ব্বদা এই সকল অনুসন্ধান করিয়া সাধ্যমত তাহাদিগের সাহায্য করা কর্ত্তব্য।

এই সকল কর্ত্তব্যের প্রতি সমভাবে সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখা সহজ ব্যাপার নহে। প্রায়শঃ ইহাই পরিলক্ষিত হয় যে, যিনি একদিকের কর্ত্তব্য আগ্রহ সহকারে সম্পাদন করেন, তিনি অপর দিকের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে কতক পরিমাণে উদাসীন থাকেন। সকল দিকের কর্ত্তব্য সুশৃঙ্খলরূপে সম্পাদন করা অনেকের ভাগ্যেই ঘটিয়া উঠে না। সুতরাং নানাবিধ অনর্থ সংঘটিত হয় এবং প্রকৃত সুখশান্তি লাভ করা অসাধ্য হইয়া পড়ে। আড়ম্বরবিহীন হইয়া কার্য্য সাধন না করিলে কোনও কার্য্য প্রকৃতরূপে সংসাধিত হয় না।

বিপৎকালে কর্ত্তব্য-নিষ্ঠা।

সকলেই ১৮৫৭ সালের ভয়ানক সিপাহিবিদ্রোহের কথা শুনিয়াছেন। এরূপ ভয়ানক রাজবিদ্রোহ ভারতবর্ষে আর কখনও হয় নাই। কিছু সময়ের জন্য ইংরাজদিগের প্রবল শাসন-দণ্ডও কম্পিত হইয়াছিল। ১৮৫৭ সালের ১০ই মে মিরাটে প্রথম বিদ্রোহ উপস্থিত হয়। বিদ্রোহিগণ মিরাট হইতে দিল্লী গমন করে। অনতিকাল মধ্যেই উত্তর পশ্চিম প্রদেশীয় অধিকাংশ স্থানই ইংরাজ-হস্ত হইতে বিচ্যুত হইয়া পড়িল। সেই সকল স্থান পুনরধিকার করিতে ইংরাজদিগকে বিলক্ষণ বেগ পাইতে হইয়াছিল। এই বিষম বিপ্লবের সময় অনেক ইংরাজ ও দেশীয় সৈনিক পুরুষ কর্ত্তব্যপরায়ণতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছিল। এই সময়ের একটী ঘটনা অদ্য বর্ণন করিব।

বিপত্তিকালেই মনুষ্যের ধৈর্য্য, সহিষ্ণুতা, বুদ্ধিমত্তা প্রভৃতি সদ্গুণসমূহ বিশেষ পরিস্ফুট হইয়া থাকে, সুখ ও সম্পদের সময় উহাদিগের অস্তিত্ব জানিতে পারা যায় না। কোমলাঙ্গী ইংরাজ মহিলাগণ ও বিলাসপ্রিয় ইংরাজ রাজকর্ম্মচারিগণ যে বিদ্রোহি-পরিবেষ্টিত হইয়া পানীয় ও খাদ্যের অভাব সহ্য করিয়া মাসাধিক কাল লক্ষ্ণৌ নগরের রেসিডেন্সি-গৃহে আবদ্ধ

থাকিতে পারিবেন এ কথা কে বিশ্বাস করিতে পারিত? অযোধ্যায় বিদ্রোহ উপস্থিত হইলে ঐ প্রদেশের প্রধান নগর লক্ষ্ণৌয়ের রেসিডেন্সি-গৃহে অতি অল্প-সংখ্যক ইংরাজ পুরুষ ও রমণী সমবেত হন; তাঁহারা অতিমাত্র ধৈর্য্য, সাহস ও অধ্যবসায় সহকারে প্রায় মাসাধিক কাল বিদ্রোহী-দিগের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন। সার হেনরি লরেন্স এই সাহসী দৃঢ়চিত্ত ইংরাজ দলের নেতা ছিলেন। তাঁহাকে অধিক দিন অবরুদ্ধ হইয়া থাকিতে হয় নাই। এই রেসিডেন্সি-গৃহেই বিদ্রোহীদিগের বিষম গোলাঘাতে তাঁহার মৃত্যু হয়। ইংরাজগণ এই ভগ্নপ্রায় রেসিডেন্সি-গৃহ আজিও অতি যত্নপূর্ব্বক রক্ষা করিতেছেন। যে গৃহে সার হেনরির মৃত্যু হয়, সেই গৃহ এখনও বর্ত্তমান। সার হেনরির ন্যায় কর্ত্তব্যপরায়ণ ব্যক্তি অতি বিরল। প্রাণান্ত সময়েও তিনি স্বীয় কর্ত্তব্য বিস্মৃত হন নাই। তাঁহার কবরের উপর লেখা আছে যে "এই খানে সার হেনরি লরেন্স শয়ান আছেন—যিনি নিজের কর্ত্তব্য কর্ম্ম করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন।" "Here lies Sir Henry Lawrence, who tried to do his duty." সার কলিন ক্যাম্বেল লক্ষ্ণৌ নগরস্থ এই ইংরাজ দলের উদ্ধারার্থ প্রেরিত হন। সার কলিন লক্ষ্ণৌ নগরে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন যে, রেসিডেন্সীতে যাইতে হইলে সিকান্দ্রাবাগ নামক প্রাচীর-বেষ্টিত স্থান হস্তগত করা আবশ্যক। সিকান্দ্রাবাগের মধ্যে দুই সহস্রেরও অধিক বিদ্রোহী ইংরাজদিগের আক্রমণ প্রতিরোধ করিবার জন্য সমবেত হইয়াছে। সিকান্দ্রা-বাগ স্থানটী বর্গক্ষেত্রাকার অর্থাৎ উহা দৈর্ঘ্য প্রস্থে সমান। দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে স্থানটী ৩০০ হাত হইবে এবং চতুর্দ্দিকে ২০ ফুট উচ্চ সুদৃঢ় প্রাচীরে বেষ্টিত। ইহার অভ্যন্তরস্থ বিদ্রোহিগণের নিকট বহু-সংখ্যক কামান ছিল। ঐ সকল কামানের অনর্গল অনলবৃষ্টিতে সিকান্দ্রাবাগের সম্মুখীন হওয়া একরূপ অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছিল। কিন্তু স্থানটী অধিকার না করিলেই নয়, সুতরাং সার কলিন ঐ সুদৃঢ় প্রাচীরের উপর গোলা বৃষ্টি করিতে হুকুম দিলেন। আজ্ঞা প্রাপ্তিমাত্র ইংরাজ-দিগের কামান সকল সিকান্দ্রাবাগের সম্মুখে স্থাপিত হইল এবং গভীর গর্জ্জনে দিগ্বিদিক্ কম্পিত করিয়া প্রাচীরের উপর অগ্নিবৃষ্টি করিতে লাগিল।

অনেক ক্ষণ ধরিয়া দুই পক্ষে গোলাবৃষ্টি চলিল। বিদ্রোহিগণও পাশ্চাত্য সামরিক প্রথা অনুসারে সুশিক্ষিত, কামান বন্দুক প্রভৃতি চালাইতে তাহারাও প্রায় ইংরাজ সৈনিকদিগের ন্যায় ক্ষিপ্রহস্ত। বিদ্রোহি-নিক্ষিপ্ত গোলার আঘাতে অনেক ইংরাজ যোদ্ধা হত হইলেন। এই যুদ্ধে সার কলিন ক্যাম্বেল একটী বন্দুকের গুলিদ্বারা উরুদেশে আহত হইয়াছিলেন। আঘাত অতি সামান্যই হইয়াছিল, কিন্তু অল্পক্ষণের জন্য তিনি অচেতনপ্রায় হইয়া পড়িয়াছিলেন। অবশেষে সিকান্দ্রাবাগের দৃঢ় প্রাচীরে ছিদ্র হইল। ক্রমশঃ ছিদ্র

বড় হইল। এক দল হাইল্যাণ্ডদেশবাসী গোরা ও এক দল পঞ্জাবদেশীয় পদাতিক সৈন্য সেই ছিদ্র দিয়া সিকান্দ্রাবাগের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিবার জন্য ছুটিল। এই দুই সৈন্যদলের প্রত্যেক সৈনিকই অগ্রে প্রবেশ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। প্রথম প্রবেশকারীর মৃত্যু অবধারিত জানিয়াও কেহ পশ্চাৎপদ হইল না। সর্ব্বপ্রথমে এক জন হাইল্যাণ্ড দেশবাসী গোরা সেই রন্ধ্র পথে প্রবেশ করিল, প্রবেশমাত্র শত্রুনিক্ষিপ্ত এক গুলির আঘাতে হত হইল। তদনন্তর একজন শিখ সর্দ্দার পরিখার নিকটে উপস্থিত হইলেন এবং স্বীয় অসীম সাহস ও বিক্রমের উপর নির্ভর করিয়া প্রাচীরমধ্যস্থ রন্ধ্রটী অধিকার করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু এক জনের পক্ষে শত শত বিদ্রোহীর সহিত যুদ্ধ কখনই সম্ভব নহে। তিনিও বহুসংখ্যক বিদ্রোহীকে শমনভবনে প্রেরণ করিয়া নিজে হত হইলেন। ইতিমধ্যে অন্যান্য সৈনিক পুরুষ ঐ রন্ধ্রমুখে আসিয়া উপস্থিত হইল এবং ঐ পথও বিজিত হইল।

সিকান্দ্রাবাগের উত্তরভাগে একটী সুদৃঢ় গৃহ ছিল। এই গৃহ লৌহময় সুদৃঢ় কবাট দ্বারা রক্ষিত এবং উহার ভিত্তিতে বহুসংখ্যক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছিদ্র থাকাতে উহার মধ্য হইতে বহির্ভাগস্থ আক্রমণকারী শত্রুসৈন্যের উপর গুলি চালাইবার বিলক্ষণ সুবিধা ছিল। বিদ্রোহিগণ যখন দেখিল যে, সিকান্দ্রাবাগের সুদৃঢ় প্রাচীর ভেদ করিয়া ইংরাজ সৈন্য প্রবেশ করিতেছে, তখন তাহারা অনন্যোপায় হইয়া পূর্ব্বোক্ত গৃহের মধ্যে পলায়ন করিল এবং উহার মধ্য হইতে যুদ্ধ চালাইতে মনস্থ করিল। যখন প্রায় সমস্ত বিদ্রোহী ঐ গৃহের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে এবং লৌহদ্বার ভিতর হইতে অর্গল দ্বারা বন্ধ করিবার জন্য একটী কবাট বন্ধ করিয়াছে, তখন মোকারাব খাঁ নামক একজন পঞ্জাবী মুসলমান সৈনিক ঐ গৃহের নিকট উপস্থিত হইলেন; এবং মুহূর্ত্তমধ্যে বুঝিতে পারিলেন যে বিদ্রোহীরা যদি ঐ দ্বার একবার বন্ধ করিতে পারে, তাহাহইলে ঐ গৃহঅধিকার করা সহজ হইবে না। বিদ্রোহিগণ অনায়াসে ঐ গৃহের ভিতর হইতে ইংরাজ সৈন্যের উপর গুলি চালাইতে পারিবে, কিন্তু ইংরাজ সৈনিকদিগের গুলি বিদ্রোহীদিগকে স্পর্শও করিতে পারিবে না। আবার গৃহের দৃঢ় ভিত্তি ভগ্ন করাও বহ্বায়াস-সাধ্য। মুহূর্ত্তমধ্যে এইরূপ চিন্তা করিয়া মোকারেব খাঁ ঢাল সমেত তাঁহার দক্ষিণ হস্ত দ্বারের মধ্যে প্রবিষ্ট করিয়া দিলেন। বিদ্রোহিগণ দেখিল দ্বার বন্ধ করা তাহাদের পক্ষে অতীব আবশ্যক, সুতরাং তাহারা মুহূর্ত্তমধ্যে তরবারির আঘাতে মোকারাব খাঁর বাম হস্ত ছিন্ন করিয়া ফেলিল। হস্ত ছিন্ন হইল দেখিয়াও সাহসী যোদ্ধা কর্ত্তব্য হইতে বিচলিত হইলেন না। অম্লানবদনে দক্ষিণ হস্ত দ্বারের মধ্যে

প্রবিষ্ট করিয়া দিলেন। বিদ্রোহীরা তৎক্ষণাৎ সেই হস্তও কাটিয়া ফেলিল। এইরূপে তিনি দুইটী হস্তই হারাইলেন। মোকারাব খাঁ নিশ্চিত জানিতেন যে, প্রবিষ্ট করিয়া দিবামাত্রই তাঁহার হস্ত কাটিয়া দিবে, তথাপি কর্ত্তব্য-প্রণোদিত হইয়া জন্মের মত হস্তদ্বয় হারাইলেন। যদি মোকারাব খাঁ এইরূপে স্বার্থত্যাগ না করিতেন, তাহা হইলে সম্ভবতঃ সিকান্দ্রাবাগ বিজিত হইত না। কর্ত্তব্যের অনুরোধে এইরূপ স্বার্থত্যাগের দৃষ্টান্ত অতীব বিরল।

বিদ্রোহিগণ মোকারাব খাঁর দুইটী হস্তই কাটিয়া দিল বটে, কিন্তু দ্বার বন্ধ করিতে পারিল না। অন্যান্য সৈন্য আসিয়া জোর করিয়া দরজা খুলিয়া ফেলিল এবং তুমুল সংগ্রামের পর ঐ গৃহ অধিকার করিল। এই যুদ্ধে আমাদিগের ভূতপূর্ব্ব প্রধান সেনাপতি লর্ড রবার্টস উপস্থিত ছিলেন। তিনি উপরিলিখিত ঘটনাটী স্বয়ং আত্মজীবন-বৃত্তান্তে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। ইংরাজ গবর্ণমেণ্টও উপরি-উক্ত কার্য্যের জন্য মোকারাব খাঁকে বিশেষরূপে পুরস্কৃত করিয়াছিলেন। বারান্তরে কর্ত্তব্যের অনুরোধে স্বার্থত্যাগের আরও দুই একটী দৃষ্টান্ত পাঠক-পাঠিকাগণকে উপহার দিবার ইচ্ছা রহিল।

উচ্ছ্বাস।

সখা তুমি কি বুঝিবে প্রাণের আবেগ মোর,
কি মোহে মজেছে মন কিসে সদা আছি ভোর।
কত ভাবি বসি বসি, কি ভাবিয়া হই সারা,
কি লাগিয়া প্রাণ কাঁদে কেন বা আপনা-হারা;
বুঝিতে চেয়েছি কত বুঝিয়াও বুঝি নাই,
পরাণ ডুবিয়া যায় বুঝিতে গিয়াছি যাই।
[illegible]ব না মনে মনে কতবার করেছি,
দেখিব না চেয়ে চেয়ে কতবার ভেবেছি,
হাসিব না হাসি দেখে মুখ ফিরে চলে যাব,
ও ছবিটী প্রাণ হ'তে তুলে দিয়ে সুখ পাব—
যখনই ভাবিয়াছি তখনি অতীত কথা
স্মৃতির দুয়ারে আসি পরাণে দিয়াছে ব্যথা;
ধীরে ধীরে মনে আসে সেই হাসি সেই খেলা,
সেই অশ্রু সে বিষাদ সেই আনন্দের মেলা,
সেই কত অপরাধ, রাগিয়া অধীর হওয়া,
তখনই ক্ষমা দান তখনি তা ভুলে যাওয়া;
হেসে হেসে গলা ধ'রে কথা কওয়া মধুমাখা,
অভিমানভরে কভু অনিমেষে চেয়ে থাকা,
সেই কত প্রেমাবেশে বাহুপাশে জড়াইয়া
প্রেমের লহরীমাঝে দুয়ে মিশি এক-হিয়া।
সেই সব আরো কত কত [illegible] পড়ে মনে,
তাই ভাবি সদা ম্লান ভাসি সদা [illegible]ন।
প্রাণের আবেগ মোর আমি ছাড়া কে বুঝিবে?
বুঝিবে না কেন শুধু "বল" বলে কাঁদাইবে।

পাকবিদ্যা।

পেরাগি প্রস্তুত করিবার নিয়ম।

উপাদান—ময়দা, ঘৃত, ভাজা তিল, চিনি দোবারা, মিছরিচূর্ণ (বুকনি), বাদাম-চূর্ণ, কিশমিশ, জাফরাণচূর্ণ, গোলমরিচ (গোটা)।

যে প্রকার লুচির ময়দা প্রস্তুত করিতে হয়, সেই পরিমাণে ময়ান দিয়া উত্তমরূপে ঠাসিয়া পরিমাণ-মত, বা ইচ্ছামত লেচি প্রস্তুত কর, কিন্তু সাধারণতঃ বড় আমড়ার ধরণে লেচিগুলি হওয়াই প্রসিদ্ধ। লেচি প্রস্তুত হইলে, তাহা পাত্রে রাখিয়া দাও। সুপক্ক নিখুত গলন ঝুনা নারিকেল কুরিয়া তাহাতে উপরি-উক্ত দ্রব্য সকল মিশাইয়া দোবারা চিনির এক বন্দ তার রসে পাক কর, ক্রমে 'পূর' দিবার মত হইলে তাহা পাত্রে রাখ। পরে ঐ ময়দার লেচিগুলি পাতলা করিয়া লুচির ধরণে বেলনা দিয়া বেলিয়া তাহার মধ্যে ঐ "পূর" দিয়া অর্দ্ধ-গোলাকার গঠন করিয়া, চারি পাশ মুড়িয়া দাও, এখন জ্বালে ঘৃত চড়াইয়া যখন দেখিবে যে পাকিয়া আসিয়াছে, তখন ঐ সকল গঠিত পেরাগি বেশ কড়া ধরণে ভাজিয়া লইলেই পেরাগি প্রস্তুত হইল। পেরাগি অতি উত্তম মিষ্টান্ন।

ময়দা ঠাসিবার সময় ইচ্ছামত অল্প ভাজা তিল মিশাইয়া দিলে আরও সুতার হয়।

শ্রীমতী দেববালা সেন।

নূতন কলের সৃষ্টি।

১৮৪১ সালে কেম্ব্রিজ নগরে হলিস হাউ শিলাইয়ের কল প্রথম উদ্ভাবন করেন।

১৮০৩ সালে বৈদ্যুতিক বাতির প্রথম সৃষ্টি হয়। সার হাম্ফ্রি ডেভি ইহার প্রথম উদ্ভাবনকর্ত্তা। এডিসন এবং ব্রস ইহার উন্নতি সাধন করিয়া ইহাকে সাধারণের ব্যবহারোপযোগী করিয়াছে।

১৮৩৭ সালে চার্লসটাউনের সামুয়েল মর্স টেলিগ্রাফের (তারের খবরের) উদ্ভাবন করেন। ১৮৪৩ সালে ইহার উন্নতি সাধন দ্বারা কংগ্রেসের প্রায় লক্ষ টাকা লাভ হয়।

১৭৬৩ সালে গ্লাসগো বিশ্ববিদ্যালয়ের যন্ত্রনির্ম্মাতা জেমস ওয়াট ষ্টীম এন্‌জিনের সৃষ্টি করেন। ১৭৮৪ সালে তিনি ইহাকে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করিয়া গঠন ক[illegible] অদ্যাপি তাহা ব্যবহৃত হইতেছে।

১৬৭২ সালে কাঠের রেলের উপর রেলরোড প্রথম প্রস্তুত হয়। ১৭৩৮ সালে লৌহবর্ত্ম প্রস্তুত হয়। ১৭৮৯ সালে প্রচলিত লোহ রেলরোড তৈয়ার হয়। ১৭৬৯

সালে জেম্‌স ওয়াট লোকোমোটিবের প্রথম আদর্শ বাহির করেন। ১৮২৯ সালে জর্জ ষ্টিফেন্‌সন বর্ত্তমান আকারের লোকোমোটিভ উদ্ভাবন করেন, ইহাই রেলওয়ের পরিচালক।

১৭৯৩ সালে আমেরিকাবাসী রবার্ট ফল্টনের মনে বাষ্পীয়-পোতের ভাব প্রথম উদয় হয়। ১৮০৭ সালে ক্লারমণ্ট নামে প্রথম ষ্টীম-বোট তিনিই নির্ম্মাণ করেন এবং হড্‌সন নদী বাহিয়া নিউইয়র্ক হইতে আলবানীতে উপনীত হন। এখন বাষ্পীয় পোত সমুদ্রে, হ্রদে নদীতে অসংখ্য অসংখ্য চলিতেছে।

টেলিফোঁ বা দূরশ্বন যন্ত্র যাহা দ্বারা তাড়িতযোগে মনুষ্যের কণ্ঠস্বর বহুদূরে চালিত হয়, তাহা চিকাগোনিবাসী ইলাইসা গ্রে উদ্ভাবন করেন। আরও কোন কোন ব্যক্তি তাঁহার সহায়তা করিয়াছিলেন। টরপিডো ১৭৭৭ সালে বুসনেল কর্ত্তৃক সৃষ্ট।

ট্যেঁক ঘড়ি	১৪৭৭,	পিটার হিলি	"
তাপমান	১৬০৯,	ড্রাবেল্	"
দূরবীক্ষণ	১৬০৮,	লিপারহিম	"
মুদ্রাযন্ত্র	১৪৩৮,	গ্রাম্পফ্লিস	"
অণুবীক্ষণ	১৫৯০,	জেনসন	"
লিথোগ্রাফি	১৭৯৮,	সেনিফেলডার	"
বৈদ্যুতিক সিক	১৭৫২,	ফ্রাঙ্কলিন্	"
বারুদ	১৩২০,	সোয়ার	"
বেলুন	১৭৮৩,	মণ্টগল্‌ফিয়ার	"
বায়ুমান	১৬৪০,	টরিসেলি	"
বায়ুযন্ত্র (এয়ার-ব্রেক)	১৮৭৪	ওয়েষ্টিংহাউস	"

কার্ত্তিকের হেঁয়ালী।

অঙ্গে নই, বঙ্গে নই, কলিঙ্গেতে ঘর,
চারি ভাই মধ্যে আমি কনিষ্ঠ সোদর।
জগৎ যুড়িয়া পাইয়াছি অধিকার,
সত্য মিথ্যা, মিথ্যা সত্য প্রভাবে আমার।১

তিন অক্ষরে নামে কল জগতে বিদিত,
প্রথম ছাড়িলে শব বুঝাবে নিশ্চিত,
দ্বিতীয় ছাড়িলে কাঠ ঘর বাঁধিবার,
ছাড়িলে তৃতীয় বর্ণ থাইতে সুতার। ২

পরশপাথর আমি দুর্ল্লভ ভূতলে,
ছুঁলে লোহা সোণা হয় শীলা যায় গলে,
এক ফোঁটা জল মম যে করয়ে পান,
কাঁদিয়া উঠায় সেই অনন্ত তুফান। ৩

নূতন সংবাদ।

১। ভূমিকম্পে বর্ণিওর নিকটস্থ সমুদ্র-ভাগে একটী দ্বীপ উৎপন্ন হইয়াছে।

২। হরিদ্বারের নিকট কংথলে মড়কের প্রাদুর্ভাব দেখিয়া গবর্ণমেণ্ট এবার হরিদ্বারের মেলায় লোক সমাগম বন্ধ করিয়াছেন।

৩। চট্টগ্রামের ঝড়ে অন্যূন ৪ হাজার

লোক মৃত, এবং ৪০ হাজার গৃহ ভূমিসাৎ হইয়াছে। গবর্ণমেন্ট বিপন্নদিগের সাহায্যার্থ বিশেষ ব্যবস্থা করিতেছেন।

৪। সীমান্ত যুদ্ধের সমাধা হইতে বিলম্ব হওয়াতে বড় লাটের ব্রহ্ম-ভ্রমণ আপাততঃ স্থগিত রহিল। তিনি এলাহাবাদ হইতে দার্জিলিঙ দর্শন করিয়া ১১ই ডিসেম্বর কলিকাতায় আসিবেন।

৫। পারিসে এক সংবাদপত্র মুদ্রিত হইতেছে, তাহার সম্পাদক, লেখক, মুদ্রাকর প্রভৃতি সকলেই স্ত্রীলোক।

৬। সীমান্ত যুদ্ধে সেনাপতি লকহার্ট গিরিপথ সকল জয় করিতে করিতে টিরাতে উপস্থিত হইয়াছেন। শত্রুপক্ষ ভীত হইয়া সন্ধির প্রস্তাব করিতেছে। কাবুলের আমীর ইংরাজ-পক্ষপাতিতা দেখাইতেছেন। হাদা মোল্লা সকল গোল-যোগের মূল। তাহাকে ধৃত করিবার চেষ্টা হইতেছে।

৭। ফালক নামক এক জ্যোতিষী গণনা করিয়াছেন, ১৮৯৯ সালের ১৩ই নবেম্বর বেলা ৩টা তিন মিনিটের সময় পৃথিবীর ধ্বংস হইবে। জ্যোতির্বিদ্ কবি গর্টন ইহাঁর পৃষ্ঠপোষক। ইহাঁদের আশঙ্কা সূর্য্য হইতে এক গ্রহ সবেগে পৃথিবীর উপর আসিয়া পড়িবে, তাহাতেই মহাপ্রলয় হইবে। এরূপ অনেক ভবিষ্যদ্বাণী ভূত-গত, পৃথিবী অদ্যাপি অক্ষত আছে।

৮। প্লেগ নিবারণার্থ ডাক্তার হাফকিন ঐ পীড়ার টীকা দিতেছেন। ঘোড়া ও গাধার শরীরে প্লেগের কীটাণু প্রবিষ্ট করিয়া তাহার রসে এই টীকা দেওয়া হইতেছে।

৮। কাশিমবাজারের নূতন মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী চট্টগ্রামের বাত্যাপীড়িত-দিগের জন্য ৫০০৲ টাকা দান করিয়াছেন।

৯। ভূকৈলাসের রাণী শ্রীমতী তারা-সুন্দরী দেবী নবদ্বীপ হাঁসপাতালে ৮০০ টাকা দিয়াছেন।

১০। মহারাণী বিক্টোরিয়ার পিতৃব্য-পত্নী ও যুবরাজ জর্জ্জের শাশুড়ী টেকের ডচেস পরলোকগত হইয়াছেন।

১১। দার্জিলিঙ রেলনির্ম্মাতা ফ্রাঙ্কলিন প্রেষ্টেজ সাহেবের মৃত্যু হইয়াছে।

১২। বাবু রামনাথ সিংহ গয়ায় বিশুদ্ধ পানীয় জলের ব্যবস্থার জন্য ২৫ হাজার টাকা দান করিয়াছেন।

১৩। মেঃ চন্দ্রশেখর সেন একজন বাঙ্গালী ব্যারিষ্টার। তিনি সমগ্র পৃথিবী প্রদক্ষিণ করিয়া তাঁহার ভ্রমণবৃত্তান্ত পুস্তকাকারে মুদ্রিত করিয়াছেন।

১৪। ছোট লাট মেকেঞ্জী সুস্থ হইয়াছেন, ডিসেম্বরের শেষে শীঘ্র পদ পুনর্গ্রহণ করিবেন।

১৫। প্রতিনিধি ছোট লাট ষ্টিবেন্স সাহেব রাজ্যের মঙ্গলের জন্য ব্যস্ত হইয়া বেড়াইতে-ছেন। তিনি সম্প্রতি চট্টগ্রামের বিপন্ন লোকদিগের অবস্থা দেখিতে গিয়াছেন।

১৬। আফ্রিদি যুদ্ধে ইংরাজের জয় হইয়াছে। কুচবিহারের মহারাজা সুস্থ-শরীরে রণক্ষেত্র হইতে ফিরিয়া আসিয়াছেন শুনিয়া আমরা আনন্দিত হইলাম।

সমালোচনা।

১। বঙ্গের শেষ বীর—(ঐতিহাসিক উপন্যাস) শ্রীযুক্ত হারাণচন্দ্র রক্ষিত প্রণীত। তিন শত পৃষ্ঠা। মূল্য ৸০ আনা মাত্র। কলিকাতা ২৮নং দর্জ্জিপাড়া ষ্ট্রীটে গ্রন্থকারের নিকট ও ২০১নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীটে, বেঙ্গল মেডিকেল লাইব্রেরীতে শ্রীযুক্ত গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের নিকট প্রাপ্তব্য।

উপন্যাস-বর্ণিত পাত্রগুলির চরিত্র অতি মনোহর হইয়াছে। পুস্তকের নায়ক প্রতাপের প্রতাপ পাঠ করিতে করিতে পাঠক পদে পদে পুলকিত হইবেন। এতদিন প্রতাপ একজন বিদ্রোহী দস্যু বলিয়া পরিচিত ছিলেন, এখন দেখিতেছি তিনি একজন বরণীয় দেশহিতৈষী মহা বীরপুরুষ। আর তাঁহার রাণী পদ্মিনী প্রকৃত প্রস্তাবে বীরপত্নী; সুতরাং সে চরিত্র পাঠেও মুগ্ধ হইতে হয়।

বঙ্গের শেষ বীরের ভাষা, ভাব, সৌন্দর্য্য, বর্ণনাপারিপাট্য ইত্যাদি প্রথম শ্রেণীর উপন্যাসেরই উপযুক্ত হইয়াছে। ইহার মুদ্রাঙ্কনাদিও পরিপাটীরূপে সম্পন্ন হইয়াছে। বামাবোধিনীর প্রত্যেক পাঠক পঠিকাকে ইহা পাঠার্থ অনুরোধ করি।

২। বীণাবাদিনী—(মাসিক পত্রিকা) শ্রীজ্যোতিরিন্দ্র নাথ ঠাকুর সম্পাদিত। ইহাতে পরমার্থিক ও অন্যান্য প্রকার সঙ্গীত স্বরলিপি সহকারে প্রচারিত হইতেছে। গানগুলি সুনির্ব্বাচিত হইলে এরূপ পত্রিকা একটী মহৎ অভাব পূর্ণ করিবে।

৩। সামুদ্রিক ও অদৃষ্ট—শ্রীযুক্ত বাবু রমণকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় যেরূপ অসাধারণ পরিশ্রম, অধ্যবসায় ও সমূহ অর্থব্যয় স্বীকার পূর্ব্বক ফলিত-জ্যোতিষের পুনরুদ্ধার ও প্রচার জন্য চেষ্টা করিতেছেন, তাহাতে তিনি সাধারণের বিশেষ কৃতজ্ঞতা-ভাজন। ইহা যে বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত, এ সত্য যদি তিনি প্রতিষ্ঠিত করিতে পারেন, বৈজ্ঞানিক জগতে পরম সমাদর লাভ করিবেন। তাঁহার সামুদ্রিকের এবং 'অদৃষ্ট' নামক পত্রের কয়েকখণ্ড দর্শনে আমরা আশান্বিত হইয়াছি। গুণগ্রাহীদিগের নিকট তিনি উৎসাহলাভের সম্পূর্ণ যোগ্য।

বামারচনা।

স্মৃতি! ফিরে চাও।

কেন স্মৃতি, কেন খো'ল আর
জীবনের সুখের দুয়ার।
যে আঁধার অমানিশা, নিভায়েছে সুখ-আশা,
যে আঁধারে ডুবে গেছে
চির সুখ অভাগার।
সেই সে আঁধার নিয়ে অভাগা ভগন হিয়ে,

পড়ে আছে একপাশে
অনাথা কাঙ্গালি বেশে।
কেন স্মৃতি আশা সাথে, আ'স গো গভীর রাতে,
মুছিতে আঁখির জল,
জ্বালিতে আশার আলো।
কেন আ'স আর ?
ভুলেছি অনেক বার স্মৃতি! কাজ নাই আর,
আশার ছলনে তোর
ডুবেছে জীবন মোর,
কত নব আশা ফুটি অনন্ত অম্বরে ছুটি,
চাঁদের জোছনা আনি
ফুলময় হৃদি খানি।
সোহাগ আদর মাখি হৃদয়ে যতনে রাখি।
এমন শ্মশান প্রায়
জীবন যাতনাময়,
কোথা দিন সে সুখের কোথা আশা জীবনের ?
সকলি গিয়েছে হায়!
জীবন যাতনাময়।
কোথা সে জোছনা-ভরা, প্রফুল্লতা-মাখা ধরা,
কোথা কোন উপবনে
শান্তিরূপ হৃদিধনে
লুকায়ে রাখিলি তুই, পিশাচী রাক্ষসী ?
বলি স্মৃতি পায়ে ধরে
আর না জাগাস ওরে,
আঁধার জীবন তার, আঁধারে যাউক মিশি।
নিভেছে প্রনয় তরে
থাক সে আঁধার ঘরে,
আশার প্রদীপ তার সেত চাহে নাক আর,
চাহে না সে, শরতের
জোছনায় হাসি।
হারায়েছে হিয়া তার সেত চাহে নাক আর
যৌবনের সুখপূর্ণ
ভালবাসা-বাসি।
তবে কেন স্মৃতি আর নিভাইতে অভাগার
অন্তিম জীবনদীপ
সুখে নাহি দাও ?
শেষের নিঃশ্বাসে তার, মাখাও না বিষ আর,
সুখীদের কাছে, স্মৃতি!
যাও ফিরে যাও।

শ্রীসরলা দত্ত, মেদিনীপুর।

ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার আশীর্ব্বাদ।

ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার উষা তিমির নাশিল,
তপন কনক-কান্তি জগৎ ভাতিল।
ফুটিয়ে কুসুম কলি,
হাসিয়ে পড়িছে ঢলি
সুরভি সমীর বহি চৌদিক্ মাতিল।
ভ্রাতার উৎসব আজি
সুগন্ধি পুষ্পেতে সাজি
পরিপূর্ণ করি, ভগ্নী গেহেতে ফিরিল।
সোদরে পূজিবে বলে
আদরে স্নেহেতে গলে
নিজ মনোমত মালা যতনে গাঁথিল।
অতি সন্তর্পণ করি,
মাঠের নীহার ধরি
সুগন্ধি চন্দন সহ ঘসিয়া আনিল।

মিষ্টান্ন, বসন লয়ে
অতি কুতূহলী হয়ে
ভাইপাশে যত বোন ছুটিয়া আসিল।
ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার দিনে
আমরাও ভাই বোনে
মিলিত হয়েছি সবে আজি এক মনে।
ধান, দূর্ব্বা, লয়ে করে
শুধু আশীর্ব্বাদ তরে
আসিয়াছি দুই বোনে আনন্দিত মনে।
মাতা, পিতা, দারা, সুত,
ভাই, বন্ধু আছে যত
সবাই প্রাণের বস্তু সুখের কারণ,
শুধু ভগ্নী বিনা আর
কা'র নাহি অধিকার
ভাই ফোঁটা ধরাতলে মধুর বন্ধন!
ভাই-ভালে দিয়ে ফোঁটা
ঘুচাব "যমের কাঁটা",
মঙ্গল আশীষ যত হৃদয়-নিহিত।
আয়ু, মান, ধন, জন,
লভি প্রিয় ভ্রাতৃগণ,
ক্রমশঃ হউন সবে জগতে বিদিত।
ভ্রাতার গৌরব শুনি
ভগ্নী মনে ধন্য গণি,
তাঁহার সুখেতে সুখী, সদা পুলকিত।
সুচরিত্র যশো-বায়
দেহ পরশিয়া যায়,
গুণের গরিমা সবে গাবে অবিরত।

২

পুণ্যের প্রভাবে ধরা হবে আলোকিত।
দুঃখী ভারত-মাতার
হয়ে শ্রেষ্ঠ অলঙ্কার
ভারত-হিতৈষি-গুণে হও গুণান্বিত।
স্বদেশ-বৎসল যত
হয়ে তাঁহাদের মত
ভারত-মুকুট রূপে হও পরিণত।
এ শস্যশ্যামলা ধরা
আজি হায়! অন্নহারা
অন্নাভাবে জীর্ণ শীর্ণ নরনারী যত।
অস্থির কঙ্কাল সার,
দুর্ব্বহ জীবনভার,
স্মরিলেও মনে হয় আতঙ্ক উদিত।
দয়ার মুরতি হয়ে,
দুঃখ দূর কর গিয়ে,
প্রাণপণে সাধ ভাই পরহিত-ব্রত।
এক-ঐক্যতায় ভবে
অসাধ্য সাধন হবে,
ধরাতলে কীর্ত্তি ভাই, রহিবে সতত।
দীর্ঘজীবী হয়ে সবে পাল মহাব্রত,
ভগ্নীর-আশীষ এই স্মরিও নিয়ত।

শ্রীদ—দেবী।

কে তুমি রমণী!*

কে তুমি রমণী বসি
এ বিজন দেশে,
গাহিছ দুখের গীত,
সকরুণ-ভাবে;

* শ্রীমতী বিনোদিনী দাসী প্রণীত "বাসনা" নামক পুস্তক পাঠে লিখিত।

জ্বলন্ত উল্কার সম
হৃদয়-যাতনা
উচ্ছ্বসিত পরাণের
গভীর কল্পনা
ফুটিয়া উঠিছে তব
অক্ষরে অক্ষরে,
তাই পরাণের মাঝে
বিধে স্তরে স্তরে।
জগতে তোমার বুঝি
কেহ আর নাই,
প্রেমমাখা হিয়া খানি
দহিছে সদাই;
অথবা সকলি ছিল
ভুলেছ সকল;
তাই আসিয়াছ হেথা
লয়ে আঁখিজল।
কাতরে সান্ত্বনা-বাণী
হেথা নাহি পাবে;
তোমা পানে কেহ আর
ফিরে নাহি চাবে।
কেটেছ মমতা পাশ,
দলেছ দু পায়,
এসেছ চলিয়া হেথা
ভুলে সমুদায়—
না ভাবিয়া পরিণাম
ভেসেছ অকূলে,
কূল নাহি পাবে আর
এ বিশ্ব খুঁজিলে;
অকূল-কাণ্ডারী হরি
সেই প্রেমাধার,
পতিত-পাবন তিনি
উপাস্য সবার,
কর তাঁর উপাসনা
পাসরি সকল;
পাবে মোক্ষ ফল—পাবে
সান্ত্বনার স্থল।

শ্রীমতী ক্ষীরোদবাসিনী রায়।

নিরুপমা।

সুকোমল প্রেমময়ী তুমি গো রমণী,
বিধির অপূর্ব্ব সৃষ্টি-মন্দার কলিকা!
পতিগত-প্রাণা সতী পূর্ণিত বিকাশ,
প্রণয়ের প্রীতিময়ী কুসুম-মালিকা।
ভালবাসা, যে না বাসে নাই বা বাসিল,
আমিত তাঁহার দাসী তাঁহার চরণে,
আজন্ম লুন্ঠিত রব সেই মুখ চাহি—
ত্যজিব জীবন ওই চরণ সদনে।
সদ্ভাব পূরিত মন যেমতি তোমার,
পাতার মর্ম্মর শব্দে উঠে চমকিয়া,—
স্বভাবের পুরস্কার লভিলা অশেষ—
বিধাতা দিলেন শেষে প্রণয় আনিয়া।
পাইয়া শক্তির শক্তি—হৃদয়ের ধন
বড় সুখে কেটে গেল সমস্ত জীবন।

শ্রীকুসুমকুমারী রায়।

No. 395. December, 1897.

বামাবোধিনী পত্রিকা।

BAMABODHINI PATRIKA.

"कन्याप्येवं पालनीया शिक्षणीयातियत्नतः।"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

৩৫ বর্ষ। ৩৯৫ সংখ্যা। | অগ্রহায়ণ ১৩০৪—ডিসেম্বর, ১৮৯৭। | ৬ষ্ঠ-কল্প। ২য় ভাগ।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

সীমান্ত যুদ্ধ—ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, আফ্রিদিদিগের সহিত যুদ্ধ এক প্রকার শেষ হইয়াছে এবং ইংরাজ সেনাপতি টেরা অধিকার করিয়া বিপক্ষদিগের দর্প চূর্ণ করিয়াছেন। ভারতের সীমা পশ্চিমে আরও বৃদ্ধি হইবার সম্ভাবনা।

বাঙ্গালীর বীরত্ব-গৌরব—কুচবিহারের মহারাজা প্রায় দুই মাস কাল নানা বিপদ্ ক্লেশের মধ্যে সীমান্ত সৈনিক-শিবিরে যাপন করিয়া যেরূপ রাজভক্তির পরিচয় দিয়াছেন, সেইরূপ আপনার বীর্য্য ও সাহসের পরিচয় দিয়া জাতীয় গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছেন।

তিলকের অদৃষ্টদোষ—তিলক মোকদ্দমার যে বিলাত আপিল হইয়াছিল, প্রিভি কৌন্সিল তাহা অগ্রাহ্য করিয়াছেন। বিলাতে এরূপ বিষয়ের বিচার হইলে ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের উপর ভারতবাসীদের শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস বাড়িত।

প্রয়াগে রাজ-সমাগম—লর্ড এল্গিন সস্ত্রীক ও সদল প্রয়াগে পৌছিয়া একটী দরবার করেন। তাহাতে উত্তর পশ্চিমের ছোট লাটকে জি, সি, এস, আই উপাধিতে ভূষিত করা হয়। দুর্ভিক্ষ উপলক্ষে সার মাক্ডোনাল্ড যেরূপ অসাধারণ পরিশ্রম ও ত্যাগস্বীকার করিয়াছেন, তাহাতে ইনি অতি উচ্চ গৌরবের উপযুক্ত।

চিনে জর্ম্মাণ সৈন্য—চিনের কাইচোতে জর্ম্মণ সৈন্যদল উপস্থিত হওয়াতে তত্রত্য দুর্গরক্ষক ৫০০ সৈন্য পলায়ন করিয়াছে।

কেম্ব্রিজে ব্রহ্মোপাসনা—মাননীয় বাবু আনন্দমোহন বসু তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্রদ্বয়কে বিদ্যাশিক্ষার্থ ইংলণ্ডে লইয়া গিয়াছেন। কেম্ব্রিজে বাঙ্গালী ছাত্রগণ তাঁহার গমন উপলক্ষে তথায় একটী ব্রাহ্মসমাজ স্থাপন করিয়াছেন।

মার্কিন প্রেসিডেণ্ট—প্রেসিডেণ্ট

গারফিল্ড কাঠুরিয়ার ছেলে ছিলেন এবং তজ্জন্য গৌরব করিতেন। যুক্ত-রাজ্যের বর্ত্তমান প্রেসিডেন্ট ম্যাক্‌কিন্‌লী গৌরব করিয়া বলিয়াছেন, তাঁহার পিতা স্কটলণ্ডের একজন গরিব শিক্ষক ছিলেন। তিনি স্বহস্তে আপনার গৃহ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন।

স্ত্রী-ডাক্তার—স্থইজর্লণ্ডে স্ত্রী-ডাক্তারের সংখ্যা ৪০টী। তাঁহারা সকলে সমবেত হইয়া একটী "স্ত্রী-ডাক্তার সভা" স্থাপন করিয়াছেন। ইউরোপে এরূপ সভা এই প্রথম।

মহারাণী পুরস্কৃতা—ইংলণ্ডে যে রাজকীয় ফলপ্রদর্শনী হয়, তাহাতে ইংলণ্ডেশ্বরীর ফল সংগ্রহ সর্ব্বোৎকৃষ্ট হওয়াতে তিনি এক রৌপ্য-পদক পুরস্কার পাইয়াছেন!

আশ্চর্য্য দৃষ্টান্ত—আমেরিকার এক কৃষক আপনার পরিশ্রমে প্রভূত অর্থ সঞ্চয় করিয়া ইলিনইস প্রদেশে এক বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনার্থ ৩ লক্ষ পাউণ্ড দান করিয়াছেন। ইহাঁর নাম করিংটন। ইহাঁর পাঠানুরাগের জন্য ইনি 'দার্শনিক' বলিয়া আখ্যাত।

নূতন রেলওয়ে—হাবড়া-আমতা ও সিয়াখালা রেলওয়ে খোলার উৎসব গত ২৭এ নবেম্বর সম্পন্ন হইয়াছে। প্রতিনিধি ছোট লাট এই কার্য্য সম্পন্ন করেন। এ রেলওয়েটী এদেশীয়দিগের গৌরবের আর একটী পরিচায়ক।

বীরাঙ্গনাদিগের পুরস্কার—"Royal Humane Society"—"রাজকীয় দয়া-নিদর্শনী" সভা নামে এক সভা জলমজ্জন হইতে একটী ভদ্রলোক, একটী বালিকা ও একটী বালকের প্রাণ রক্ষার জন্য ৩টী স্ত্রীলোককে রৌপ্য ও পিত্তল পদক পুরস্কার দিয়াছেন। রমণীরা আপনাদের প্রাণের মায়া ত্যাগ করিয়া বিপন্নদিগকে উদ্ধারের চেষ্টা করেন। ইহাঁদের নাম কুমারী ফুলার্টন, কুমারী জোয়ান হারিস ও কুমারী লাউসা ব্রাইট।

হত্যাকারী ধৃত—লাহোরের আর্য্য-ধর্ম্ম-প্রচারক পণ্ডিত লেখরামকে যে মুসলমান হত্যা করে, সে পুলিস কর্ত্তৃক ধৃত হইয়াছে। অবিলম্বে ইহার বিচার হইবে।

দেবহূতির প্রতি কপিলের উপদেশ।

প্রকৃতিপুরুষের তত্ত্বকথন।

(৩৯৪ সংখ্যা—২৭১ পৃষ্ঠার পর)

হে জননি! ঈশ্বরের প্রভাবে প্রেরিত হইয়া তামসাহঙ্কার বিকার প্রাপ্ত হইলেই শব্দতন্মাত্র উদ্ভূত হয়, তাহা হইতে শব্দ ও বোধকারী শ্রবণেন্দ্রিয় জন্ম গ্রহণ করে, আকাশের যে সূক্ষ্ম বিচরণ গুণ, তাহাই শব্দের বিশেষ লক্ষণ। সেই শব্দ অর্থের বাচক ও দৃশ্যাদৃশ্য যত বক্তার জ্ঞাপক। জননি! কালক্রমে আকাশের বিকৃতি

স্পর্শতন্মাত্রের উদ্ভব হইল, তাহা হইতে বায়ু আর ত্বক্ জন্মিল। ত্বকের সাহায্যে স্পর্শবোধ উৎপন্ন হইল, স্পর্শত্ব হইতে শীতল, উষ্ণ ও কঠিন প্রভৃতি সমীচীন বোধ হইল। চালন, মেলন, শব্দ, গন্ধ প্রবহণ আর শীত উষ্ণাদি যাহা অনুভূত হয়, তাহা বায়ুর সাহায্যে নিশ্চয় জানিবে। বায়ু ইন্দ্রিয় সকলকে সঞ্চালন করে, রাগাদির স্ফূর্ত্তি যাহা, তাহাও বায়ুবলে জানিবে। ঈশ্বরের ইচ্ছায় সেই বায়ু হইতে তেজের উৎপত্তি হয়, রূপগ্রাহক চক্ষু তাহা হইতে উৎপন্ন হইল। তাহার বিশেষ লক্ষণ বলিতেছি শ্রবণ কর। আকার, বিকার, দান, বস্তুর বিকাশ, বিস্ফুরণ, বিলোড়ন, প্রাশস্ত্য, প্রকাশ, ক্ষুধা, তৃষ্ণা, পরিপাক, শোষণ ও সরণ ইহারা তেজের বৃত্তি। রূপতন্মাত্র বিকৃত হইয়া রসতন্মাত্রের উৎপত্তি হইল। জিহ্বা আর জল তেজের বিকারে জন্মে, এই জিহ্বাই সর্ব্ব রস গ্রহণের স্থল। কটু, তিক্ত, কষায়, অম্ল, মধুর ও লবণ ইত্যাদি রস জিহ্বাতেই আস্বাদন হইয়া থাকে। শুষ্ক বস্তু আর্দ্র ও একত্রীকরণ, তৃষ্ণাজনিত ক্লেশকে প্রশমন, কাঠিন্যকে মৃদু ও সন্তোষ্চ সংস্থান করা জলের বৃত্তি। সেই রসতন্মাত্র বিকৃত হইয়া গন্ধতন্মাত্র উৎপন্ন হয়। গন্ধগ্রাহী ঘ্রাণেন্দ্রিয় ও বসুমতী একত্রে উদ্ভূত হইল। পৃথিবীর গুণ গন্ধ, উহা নাসিকার বিষয়; সেই গন্ধ ভিন্ন ভিন্ন প্রকার হইয়া থাকে। সুখদ সুগন্ধ, ঘৃণার্হ দুর্গন্ধাদি সংসর্গভেদে এরূপ ভাল মন্দ যে হয়, ইহা পৃথিবীর বৃত্তি। আকাশের গুণ শব্দ, শ্রবণের বিষয়। যাহা ত্বকে বোধ হয়, তাহা বায়ুর গুণ—স্পর্শ। তেজের গুণ—রূপ, উহা নয়নের বিষয়। সলিলের গুণ রস, উহা রসনার বিষয়। এই সকল গুণাদির পরস্পর সম্বন্ধ থাকার জন্য পরপর ভূতেতে তাহাদের স্থিতি জানা যায়। আকাশে একমাত্র শব্দগুণ আছে; বাতাসে শব্দ ও স্পর্শ; তেজে শব্দ, স্পর্শ ও রূপ; জলে শব্দ, স্পর্শ, রূপ ও রস আছে; আর শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধ এই পঞ্চ গুণ পৃথিবীতে জড়িত আছে।

মহত্তত্ত্ব আদি সপ্ততত্ত্বগণ যখন পরস্পর সম্মিলিত হইল, তখন আদিম অচ্যুত জগদীশ্বর সেই সকল তত্ত্বের ভিতর প্রবেশ করিয়া তত্ত্ব সকলকে পরস্পর যুক্ত করিয়া দিলেন। তাহাতে এক অচেতন অণ্ডের উৎপত্তি হইল। সেই অণ্ড হইতে বিরাট পুরুষের উদ্ভব হইল। তাহা বহির্ভাগে দশগুণ বর্দ্ধিত হইল এবং জলাদি আবরণ পদার্থ দ্বারা বেষ্টিত এই অণ্ডে ভগবানের মূর্ত্তির স্বরূপ লোক সকল বিস্তৃত রহিয়াছে। অনন্তর সেই দেবের প্রধান মহান্ দেব হিরণ্ময় অণ্ড হইতে উত্থিত হইয়া তাহাতে অধিষ্ঠানপূর্ব্বক নানা ছিদ্র প্রকটিত করিলেন। তাহাতে প্রথমে তাঁহার মুখ উদ্ভূত হইল। তৎপরে সেই মুখ হইতে বাক্য জন্মিল, বাক্যের সহিত অগ্নি উৎপন্ন হইল, অনন্তর নাসাদ্বয় নির্ভিন্ন হইল, পরে সেই নাসিকা হইতে প্রাণ-বায়ু-বিশিষ্ট ঘ্রাণেন্দ্রিয়

জন্মিল। তাহার পর চক্ষুর্দ্বয় জন্মিল, চক্ষুর্দ্বয় হইতে দীপ্তিমান্ সূর্য্য উৎপন্ন হইল। তৎপরে কর্ণেন্দ্রিয় ও দিক্‌দশ একে একে প্রকাশ পাইল। তৎপরে বিরাট পুরুষ আবির্ভূত হইলেন। অনন্তর ত্বক্, লোম, শ্মশ্রু ও কেশ উৎপন্ন হইল। পরে ওষধি সকল জন্মিল * * *। তার পর জল, অনন্তর পায়ু নির্ভিন্ন হইল, পায়ু হইতে অপান বায়ু এবং অপান হইতে মৃত্যু প্রকাশ পাইল। অনন্তর দুই হস্ত উদ্ভূত হইল, হস্ত হইতে ক্রিয়াক্ষম বল জন্মিল। তার পর বলের অধিষ্ঠাতা ইন্দ্রিয়ের আবির্ভাব হইল। অনন্তর গতি-শক্তি-সমন্বিত পদদ্বয় উৎপন্ন হইল। চরণের অধিষ্ঠাতা বিষ্ণু তৎপরে আবিষ্ট হইয়া জীবকে গতিযুক্ত করিলেন। তার পর নাড়ী সকল জন্মিল। নাড়ী হইতে রক্ত, রক্ত হইতে নদী জন্মিল, পরে উদর উৎপন্ন হইল। তাহা হইতে ক্ষুধা তৃষ্ণা জন্মিল। সেই ক্ষুধা তৃষ্ণা হইতে রসের আধার সমুদ্র উদ্ভূত হইল। অবশেষে হৃদয় জন্মিল। হৃদয় হইতে মন, মন হইতে চন্দ্র, চন্দ্র হইতে বুদ্ধি, বুদ্ধি হইতে হৃদয়ের শুদ্ধি ব্রহ্মা জন্মিলেন। জননি! তৎপরে অহঙ্কার জন্মিল। অহঙ্কার হইতে রুদ্র, রুদ্র হইতে ধ্যানের আধান চিত্ত, চিত্ত হইতে জ্ঞানের আধান ক্ষেত্রজ্ঞ জন্মিল। একে একে ইন্দ্রিয়াদি দেবদল আবির্ভূত হইলেও বিরাট পুরুষের উত্থান হইল না। অনন্তর ঐ সকল দেবতা পরাভব মানিয়া যাহার যে ইন্দ্রিয়-দ্বারে অধিকৃত ছিল, তিনি তাহার ভিতরে প্রবেশ করিলেন—অগ্নি বাগিন্দ্রিয় দিয়া মুখমধ্যে প্রবেশ করিয়া নিজ শক্তি প্রয়োগ করিলেন, তবু সে প্রকাণ্ড ব্রহ্মাণ্ডের আধার অচল রহিলেন। পরে বেগময় বায়ু ঘ্রাণেন্দ্রিয় আশ্রয় করিয়া নাসারন্ধ্রে প্রবেশ করিলেন, তাহাতেও বিরাটের বৃহৎকায় উত্থিত হইল না। অপান আশ্রয় করিয়া মৃত্যু পায়ুপথে প্রবেশ করিলেন, পুরন্দর হস্তদ্বয়ে ও বিষ্ণু পদ-দ্বয়ে প্রবেশ করিলেন, তথাপি সেই বিরাট-শরীর সলিল-আশ্রয়ে অচলপ্রায় স্থির হইয়া রহিলেন। রক্ত দিয়া নদী-সমূহ নাড়ীতে গত হইল, তবু বিরাট দেহ উত্থিত হইল না। সমুদ্রও ক্ষুধা তৃষ্ণা লইয়া উদরে প্রবেশ করিল, তাহাতেও বিরাট দেহ উত্থিত হইল না। তার পর সুধাকর শরীরে প্রবেশ করিলেন, তাহাতেও বিরাট দেহ উত্থিত হইল না। অনন্তর বুদ্ধি দ্বারা প্রজাপতি ও রুদ্র অভিমানভরে হৃদয়ে প্রবেশ করিলেন, তথাপি বিরাট দেহ জলময়ী শয্যার উপরে অচলপ্রায় রহিল। অবশেষে চৈত্য অর্থাৎ আত্মা নিজবলে যেমন হৃদয়মধ্যে প্রবেশ করিলেন, অমনি বিরাট দেহ সবিক্রমে সচেতন হইয়া উঠিল। এই ক্ষেত্রজ্ঞ চিত্ত ব্যতীত প্রাণ, মন, বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয় প্রসুপ্ত পুরুষকে উঠাইতে সমর্থ হইলেন না। এই হেতু যোগ-প্রবৃত্তা বুদ্ধি, ভক্তি, বৈরাগ্য ও জ্ঞান ইত্যাদি দ্বারা এই আত্মাতে বিবেচনা পূর্ব্বক চিন্তা করিবে। শ্রীকুমুদিনী রায়।

সেফালি।

পুনঃ আসিলাম বোন
তোমারি শীতল কোলে।

আজ বিজয়ার পূর্ব্ব রাত্রি। অদূরে সুমধুর তানলয়যুক্ত ঐকতান বাদ্যধ্বনি নিশীথকালে এই চন্দ্রনক্ষত্রশালী শারদ নীলাকাশ ভেদ করিয়া ঊর্দ্ধে উঠিতেছে। শোকসন্তপ্ত বিষাদের ঘোর মেঘাচ্ছন্ন হৃদয়ে কে যেন আশার জ্যোতি জ্বালিয়া দিল। আমি কোথায়, আমার প্রাণ-প্রতিম কোথায়, এই চিন্তায় ঘোর প্লাবন-বারির ন্যায় নয়নে অশ্রু বহিতেছিল, হঠাৎ সেই প্রবাহ রুদ্ধ হইয়া গেল। ভাবিতেছি এ কি মায়ার খেলা, না আশার সুমধুর গীতধ্বনি? ঘোর বিষাদের ঝটিকা হৃদয়ে বহিতেছিল। এই ভীষণ উর্ম্মি-মালাপূর্ণ সাগরে কর্ণধারবিহীন তরির ন্যায় এ ভগ্ন জীবন-তরি বুঝি আর বাঁচে না। প্রতি মুহূর্ত্তেইত সেই ভাবে মন আন্দোলিত হইতেছিল, এমন সময় ভগ্নি সেফালি! তোমার ভুবনমোহন সৌরভ-রাশি নাসারন্ধ্রে প্রবেশ করিয়া সুদূর শৈশবের মধুর ক্রীড়াকাননে লইয়া চলিল। বোন! তুমি আজও এই ভ্রূকুটী-পূর্ণ সংসারে স্নেহভরা কুসুম-কোমল শুভ্র হৃদয়খানি আমার জন্য তেমনি করিয়া প্রসারিত করিয়া রাখিয়াছ। তোমার শাখাতে আজ রোগ-শোক-দগ্ধা জীর্ণ শীর্ণ তরণী কি বাঁধিতে দিবে না?

"সুসময়ে অনেকেই বন্ধু বটে হয়,
অসময়ে হায় হায় কেহ কিছু নয়!"

শৈশবের অধীত এই কবিতাটী স্মৃতিপটে জাগিয়া উঠিয়াছিল। তোমার সুগন্ধে সকল বিষাদ ভুলিয়া গেলাম। এক মুহূর্ত্ত পূর্ব্বে পাপিয়া চাতকের মোহন-গীতি কাণে গরল ঢালিতেছিল; সেফালি, তোমার শীতল ছায়াতে আসিয়া তাপিত প্রাণ শীতল হইল। ভাবিতেছি জীবনত উদ্দেশ্যবিহীন নয়। আশা কুহকিনী নয়, রক্ষয়িত্রী দেবীরূপে এ মলিন আত্মার সম্মুখে আবির্ভূতা। মানস-কানন হইতে কত সুরভি কুসুম চয়ন করিয়া তাহার চরণে উপহার দিলাম। এই ভগ্ন তরণী ভীষণ সংসার-সাগরের ঝটিকাঘাতে কেমন করিয়া চূর্ণবিচূর্ণ হইতেছে, রাক্ষসগণ ঘোর বিজন অরণ্যানীর অন্তরাল হইতে তাহাই দেখিয়া অট্টহাস্যে দিগ্‌দিগন্ত পূর্ণ করিতেছে, কেবল ক্ষুদ্রকায় খদ্যোতটী লতা-বিতান ভেদ করিয়া যে স্নিগ্ধ জ্যোতি দেখাইল, তাহাকে আমার বিষাদপূর্ণ হৃদয়ের ধ্রুব-তারারূপে মানিয়া লইলাম। এ পথ-ভ্রান্ত পথিককে ঐ শারদ-কৌমুদী-বিধৌতা মধুর যামিনী—নীলাকাশের ছুটী তারা, মধুর ঝিল্লিরব, সকলেই একতানে বলিতেছে

"ধর ধৈর্য্য ধর, ক্রন্দন সম্বর,
আশা কর, নিরাশ হয়োনা হয়োনা;
পাপীর ক্রন্দন শুনি, আসিবেন জননী,
চির দিন দুঃখ রবে না রবে না।"

এই স্বর্গের সঙ্গীতধ্বনি বধির কর্ণে প্রবেশ করিবামাত্র সখি! এ নির্ব্বাণোন্মুখ

জীবন-দীপটা লইয়া ; তোমার তলায় আসিয়া পড়িলাম। এ শারদীয়া নিশীথের গভীর যামিনীযোগে তোমার শীতল ছায়ায় উপবিষ্ট হইয়া সুখ দুঃখের কত জীবন্ত ছবি এ উষর হৃদয়ে ভাসিয়া উঠিতেছে, কোন্ ভাষায় তাহা বলিব? নীরব প্রকৃতি নীরব ভাষায় আমার দুঃখ দেখিতেছে, শুনিতেছে। সেফালি বোন, তুমিও নীরব ভাষাতেই আমার তাপিত বক্ষে সমবেদনার সুশীতল ধারা বর্ষণ করিতেছ। সেফালি! আজ সুদূর অতীতের শৈশবচ্ছবি জীবন্ত অবস্থায় নয়ন সম্মুখে মায়াপটের ন্যায় বিদ্যমান। দেখ বোন, এমনই চন্দ্রমাশালিনী মধুর শারদীয়া কত যামিনীতে তোমার তলায় সুখ দুঃখের স্রোতে ভাসিতাম, তাহা তুমি জান। সেই স্নেহের প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তর অস্ফুট কোরকটী যখন ঘুমন্ত অবস্থায় বিধাতার উদ্যানে প্রস্ফুটিত হইবার আশায় এ হৃদয়কে শোকের ঘন মেঘে ঢাকিয়া চলিয়া গেল, তখন বোন সেফালি, তুমিত এ মলিন আত্মাকে বাঁধিয়া রাখিয়াছিলে। সেই অবিনাশী আত্মা যখন দেব দেবেশের গৃহে মহাযাত্রা করিল, তখন তাহার সুন্দর দেবশরীর তোমার শুভ্র কুসুমে ভূষিত হইয়া আপনার পবিত্রতা যে শতগুণে বর্দ্ধিত করিয়াছিল, তাই তোমার পূজা ও পিতৃপুজা একই বলিয়া জানিয়াছি। তাই তোমার নাম আমার কর্ণে এত মধুর।

প্রকৃত জীবন।

জীবনধারণের আকাঙ্ক্ষা মানবের পক্ষে স্বাভাবিক। জীবনধারণের জন্য যাহা কিছু প্রয়োজন, তাহা সংগ্রহ করিতে মানুষ সর্ব্বদাই ব্যস্ত। মানুষের প্রায় সকল কার্য্যের মুল এখানে—এই জন্যই যত চেষ্টা যত্ন পরিশ্রম। অবশ্য আমরা যে কেবল স্ব স্ব জীবনের জন্যই খাটিতেছি, তাহা নহে; আত্মীয় স্বজন সকলের জন্যও খাটিতেছি। তবে মোটের উপর বলিতে গেলে ইহাই বলিতে হয় যে আমরা জীবনের জন্যই সব কাজ করিতেছি। জীবনের জন্যই এত আশা, আকাঙ্ক্ষা, চেষ্টা, যত্ন, উৎসাহ, উদ্যম সত্তা; কিন্তু যে জীবন না হইলে আমাদের গুরুতর কর্ত্তব্য সকল সম্পন্ন হইতে পারে না, যাহার অভাবে আমরা মনুষ্য-নামেরই যোগ্য হইতে পারি না, আমাদের এত চেষ্টা যত্ন কি তাহারই জন্য? সেই প্রকৃত জীবনের জন্য? প্রভাত হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত নিজের এবং স্বামী পুত্র কন্যা, ভাই ভগিনী আত্মীয় স্বজনের জন্য যে এত ব্যস্ত, এত চিন্তিত, এত নিবিষ্টচিত্ত এবং এত যে পরিশ্রান্ত, তাহা কি সেই জীবনের জন্য? প্রভাতে কি এই অমর জীবনের উন্নতির আকাঙ্ক্ষা

লইয়াই শয্যা ত্যাগ করি এবং সায়ংকালে ইহার উদ্দেশ্য কত দূর সম্পন্ন হইল চিন্তা করি? হায়! এ সকল প্রশ্নের কি উত্তর প্রদান করিব? যদি এই জীবনের জন্য এত আকাঙ্ক্ষা, উৎসাহ, যত্ন ও চেষ্টা থাকিত, তবে জীবন আজও এত মৃত, এত হীন থাকিত না। যে জন্য এই পৃথিবীতে আসিয়াছি, যে জন্য জীবনের সকল শক্তি পাইয়াছি, তাহা আজও এত অসম্পন্ন রহিয়াছে যে, তাহা দেখিয়া কেহ ভাবিতে পারে না যে, আমরা জীবনের জন্য ভাবি বা খাটি। পার্থিব জীবনের জন্য আমরা লালায়িত, পার্থিব ভোগ ও সুখ সমৃদ্ধি বৃদ্ধির জন্য যথেষ্ট আয়োজন, বহু ব্যবস্থা, বহুতর চিন্তা সর্ব্বদাই আমাদিগকে ব্যস্ত রাখিয়াছে। কিন্তু এ আয়োজন, ব্যবস্থা ও চিন্তা প্রকৃত জীবনের কিছুই পুষ্টি ও বিকাশ সাধন করিতে পারে না। ইহাতে আমার বা অপর কাহারও অনন্ত জীবনের উন্নতি সাধনের সহায়তা হয় না।

আমরা সকলেই জীবন ধারণ করিতেছি, কিন্তু আমাদের জীবন প্রকৃত জীবন নহে। এই যে আমরা চলিতেছি, ফিরিতেছি, খাইতেছি, সংসারের নানা কাজ কর্ম্ম করিয়া বেড়াইতেছি, নিজের স্বার্থ পৃথিবীর নিকট হইতে কড়ায় গণ্ডায় বুঝিয়া লইতেছি, ইহা কখনও আমাদের প্রকৃত জীবন নয়; বরং ইহা অনেকটা জীবনের বিকৃতি। একটু চিন্তা করিলেই এ কথার প্রমাণ পাইব। পশু পক্ষী তরু লতার জীবনে দেখিতে পাই তাহারা বর্দ্ধিত হয়, আর শোভা সৌন্দর্য্য বিকাশ করে। বৃক্ষ ফল ফুল প্রদান করে, পশু পক্ষী স্বভাবের নির্দ্দেশ অনুসারে নানা কার্য্য সাধন করে। আমাদেরও শরীর বর্দ্ধিত হইতেছে, বলবান্ হইতেছে, সুন্দর ও কার্য্যক্ষম হইতেছে, কিন্তু ইহাই কি আমাদের সমস্ত? আমরাত কেবল শরীর নই, শারীরিক এ জীবন ছাড়াও ত আমাদের জীবন আছে! সেই জীবন আত্মার জীবন, তাহার অধীন শরীর মন সমস্ত। আত্মার জীবন সঞ্চারিত ও বর্দ্ধিত না হইয়া কেবল শরীর পুষ্ট হইলে কি হইবে? তাই আত্মার পুষ্টি চাই, আমাদের জীবনে জ্ঞান প্রেম পবিত্রতা বর্দ্ধিত হওয়া চাই—আর বিশেষ ভাবে সেই হৃদয়ের শোভা সৌন্দর্য্য বিকশিত হওয়া চাই—যে জন্য জগতে রমণী-নাম প্রসিদ্ধ। মহাত্মা লুথার বলিয়াছেন "দয়ার আবাসভূমি রমণীহৃদয় অপেক্ষা কোমলতর সুন্দরতর পদার্থ পৃথিবীতে আর নাই।" বাস্তবিক রমণীর বিশেষত্ব তাঁহার হৃদয়ের কার্য্যে, স্নেহ মমতা দয়া দাক্ষিণ্যাদি গুণে। সর্ব্বপ্রথমে একটী রমণীহৃদয় হইতেই "হস্পিটাল" বা দাতব্য চিকিৎসালয়ের ভাব উত্থিত হয়, —সর্ব্বপ্রথমে একটী মহিলা ইহা প্রতিষ্ঠিত করেন এবং রোগীদিগের সুন্দররূপ চিকিৎসা ও শুশ্রূষার ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য প্রচুর অর্থ প্রদান করিয়া যান। সেবা শুশ্রূষা দ্বারা অপরের দুঃখ মোচন করিতে রমণীহৃদয়ই সর্ব্বাগ্রে অগ্রসর। জনৈক

মহাত্মা বলিয়াছেন "নারী ভালবাসিবার জন্য জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন ; যে কার্য্যে দয়া, স্নেহ ও প্রেমের উদ্দীপনা হয় না, সে কার্য্যে কখনও তিনি সুখ ও সুসিদ্ধি লাভ করিতে পারিবেন না।"

জীবনের অর্থ উন্নতি, ঊর্দ্ধদিকে অবিরাম গতি, চারিদিকে অবিশ্রান্ত সম্প্রসারণ, চতুর্দ্দিকের বস্তুর সহিত অনন্ত যোগ। কিন্তু এই উন্নতি শুধু শরীর সম্বন্ধে নয় ; পার্থিব বস্তুর সহিত যোগে নয়। পৃথিবীর যাবতীয় পদার্থের অতীত যে মহান্ ঈশ্বর, তাঁহার সহিত আত্মার সম্বন্ধ রহিয়াছে। সেই সম্বন্ধে—সেই যোগেই আত্মার জীবন। বৃক্ষাদির জীবন যেমন তাপ, আলোক, রস ও বায়ুর উপর, পশু পক্ষীর জীবন যেমন তাহাদের আহারের উপর নির্ভর করে, আমাদের জীবনও তেমনি জ্ঞান প্রেম পবিত্রতার পরম আধার সেই প্রাণের প্রাণ পরমেশ্বরের উপর নির্ভর করে। তাঁহা হইতে যোগ বিচ্ছিন্ন হইলে আত্মা মৃত হইয়া পড়ে, উহার উন্নতি রুদ্ধ হইয়া যায়। তাই পৃথিবীর অতুল ধনরত্ন, শরীরের অমিত তেজোবল, কিছুতেই প্রাণের ভিতরের গভীর হাহাকার—ভীষণ দুর্ভিক্ষ নিবারণ করিতে পারে না, আত্মার অনাহার-জনিত মৃত্যু নিবারণ করিতে পারে না।

পরম দেবতা পরমেশ্বরই আমাদের জীবন-তরুর রস। সলিলপার্শ্বে রোপিত বৃক্ষ লতা যেমন তাহার শ্যামল শোভায় ও সতেজ ভাবে এবং সুরসাল সুন্দর ফল ফুল ভরে অবনত হইয়া নয়ন মন মোহিত করিয়া থাকে, সেইরূপ যে জীবন সেই প্রেমময় প্রভুর প্রেম সলিলের নিকটে থাকিয়া সেই রস দ্বারা পরিপুষ্ট হয়, তাহার সৌন্দর্য্য, তাহার জ্ঞান, প্রেম, পবিত্রতা, তাহার তেজ, স্ফূর্ত্তি, শক্তি, তাহার কার্য্যোৎসাহ ও জীবন্ত মধুর ভাব সকলকেই মুগ্ধ করিয়া থাকে। সেই দেবাত্মপ্রাণিত জীবনের এমনই তেজ যে, তাহা মৃত প্রাণেও জীবন সঞ্চার করে। তাহার সংস্পর্শে যে আসে, সেই জীবন লাভ করিয়া যায়।

কোথায় জীবন, আর কোথায় মৃত্যু, তাহা অতি সহজেই বুঝা যায়। যদি আমাদের জীবনের উন্নতি না দেখি, তবেই জানিব মৃত্যু আমাদিগকে ধরিয়াছে। যেখানে জ্ঞান, প্রেম, পবিত্রতার অভাব, সেইখানেই মৃত্যু। যেখানে নীচতা, ক্ষুদ্রতা, স্বার্থ, সেখানেই মৃত্যু। যদি দেখি আমার প্রাণের সংকীর্ণতা, অপ্রেম ও স্বার্থপরতাতে আমার প্রেম স্ফূর্ত্তি পাইতেছে না, কাহারও নিকট হইতে নিজের দোষের কথা শুনিয়া আমি উগ্রমূর্ত্তি ধারণ করিতেছি, অন্যের কুব্যবহারে মর্ম্মে মর্ম্মে বিরক্ত হইয়া প্রতিশোধ লইতে ইচ্ছা করিতেছি, তাহা হইলে বুঝিব আমি মরিয়াছি। যখন কাণ্ডজ্ঞানহীন হইয়া চিন্তাবিহীন মূর্খের ন্যায় অবস্থার স্রোতে ভাসিয়া চলিয়াছি, বুঝিতে হইবে তখন আমরা মৃত। যেখানে পাপ প্রলোভনের সহিত সংগ্রাম না করিয়া সন্ধি স্থাপনের

প্রমাণ পাইব, জানিব সেখানে মৃত্যুরই রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত। যে জীবনে তেজ নাই, উৎসাহ নাই, উদ্যম নাই, জীবনপথে অগ্রসর হইবার জন্য প্রবল আকাজ্ক্ষা নাই, ঘোর শীতলতায় হৃদয়, মন, প্রাণ অবসন্ন, সে জীবন নিশ্চয়ই মৃত। যেখানে দেখিব অন্যের দোষ দেখিয়া আমার হৃদয়ে কোমলতা ও প্রেমের পরিবর্ত্তে ঘৃণা আসিতেছে, নিজেরে দোষ সত্ত্বেও তীব্র যন্ত্রণা হইতেছে না—আপনার প্রতি ঘৃণা জন্মিতেছে না, সেখানে বুঝিতে হইবে মৃত্যুর ঘোর আক্রমণে আক্রান্ত হইয়াছি। যেখানে অন্যের.সুখ অপেক্ষা আপনার সুখ বেশী মনে করিতেছি, সেখানে আমার মৃত্যু। যেখানে রোগে, শোকে, ঘোর দুর্দ্দিনে সেই দয়াময় ঈশ্বরের শরণাপন্ন হইয়া নিশ্চিন্ত হইতে পারিতেছি না, সেখানে আমার মৃত্যু। আত্মার অভ্যন্তরে সেই পরমাত্মা পরম প্রভুর সহিত যোগের অনেক প্রতিবন্ধক সত্ত্বেও যে আমরা উদাসীন ও নিশ্চেষ্ট, ইহাই আমাদের ঘোর মৃত্যুর সর্ব্বপ্রধান লক্ষণ। একটী সামান্য বীজের যতক্ষণ জীবন থাকে, ততক্ষণ সহস্র বাধাসত্ত্বেও তাহা অঙ্কুরিত ও বর্দ্ধিত হইবার জন্য চেষ্টা করে, কোন বাধাই তাহার সে চেষ্টা নিবারণ করিতে পারে না। সংগ্রামহীনতাই মৃত্যুর সর্ব্বপ্রধান লক্ষণ। আমাদের জীবনের ভাব যদি এরূপ হয় যে, সংসারের সহস্র বাধা আসুক, নিজ-জীবনের উন্নতি করিবই করিব, কোন বাধাই সে উন্নতির গতি রোধ করিতে পারিবে না, সেই জীবনাধার দেবতার সহিত যোগ বিচ্ছিন্ন করিতে পারিবে না, ইহাই জীবনের শ্রেষ্ঠতম লক্ষণ।

আমরা দেখিয়াছি, এই জীবন ভিন্ন আনন্দ নাই, তৃপ্তি নাই—জীবনের সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতি নাই। জীবনের গতি রুদ্ধ রাখিয়া হয় ত সংসারের দশটা স্বার্থ-বাসনা পূর্ণ করিতে পারি, সাংসারিক সুখের উপকরণ সংগ্রহ ও তাহা ভোগ করিতেও পারি, কিন্তু তাহাতে চিরকাল তৃপ্তি পাইব না। ক্ষণিক শারীরিক তৃপ্তি, এবং জীবনের অসাড়তা ও মৃতভাব হেতু হয়ত আত্মার অতৃপ্তি কিছুদিন প্রকাশ পাইবে না, কিন্তু তাহা অধিক দিন অপ্রকাশিতও থাকিবে না। সব বিলাসিতা, সব স্বার্থ, সব আমিত্ব, পাপের দাসত্ব, ক্ষণিক সুখভোগ ভেদ করিয়া, আত্মার গভীর অতৃপ্তি প্রকাশিত হইবেই, সেই অতৃপ্তি প্রাণকে ব্যাকুল করিবেই। ইহাই জীবনের নিয়ম। আমরা স্বেচ্ছাচারী হইয়াও এই নিয়ম ভঙ্গ করিতে পারি না। ইহা সেই জীবন-দাতারই বিধান। জীবনের উন্নতিতেই আনন্দ ও তৃপ্তি, অভাবেই নিরানন্দ ও অতৃপ্তি।

আবার দেখিয়াছি, আমাদের শিশু সন্তান, আত্মীয় স্বজন এবং জনসমাজ উন্নত, পবিত্র ও সুস্থ করিবার ভার রমণীর উপর। জনৈক ফরাসী মহাপুরুষ (লামার্টিন) বলিয়াছেন, "পৃথিবীতে যত মহৎ কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছে, তাহার মূলে স্ত্রীলোকের প্রভাবময় কোমল হস্ত দেখিতে পাইবে।" কিন্তু আমরা ইহাও দেখিয়াছি

যে, "যেমন তেমন" স্ত্রীলোকের শক্তিতে তাহা হয় নাই। আমাদের ন্যায় বিকৃত জীবন দ্বারা এরূপ মহৎ কার্য্য হয় নাই, হইবেও না। যাঁহারা প্রকৃত জীবন লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের দ্বারাই এই সকল মহৎ কার্য্য সম্পাদিত হইয়াছে এবং ভবিষ্যতেও হইবে। নিজের জীবন না থাকিলে অপরের জীবন লাভের সাহায্য করা অসম্ভব। সুতরাং আমাদের প্রত্যেককে প্রকৃত জীবন লাভ করিতে হইবে—জ্ঞান, প্রেম ও পবিত্রতায় উন্নত হইতে হইবে। প্রখর রবিতাপে উপযুক্ত সলিলাভাবে গাছগুলি যেমন শুষ্ক হইয়া যায় এবং জীবিত থাকিলেও তাহা যেমন অকর্ম্মণ্য হইয়া থাকে, তাহাতে ফল ফুল ধরে না; তেমনি আমাদের প্রকৃত জীবনের অভাবে আমাদের শিশু সন্তান বালক বালিকাগণ এক একটী বিকলাঙ্গ জীব হইবে—আমাদের পরিবার সুখ, শান্তি, পবিত্রতা হারাইয়া মরুভূমি সদৃশ হইবে, তাহাতে আর সুন্দর ফল ফলিবে না। আমরা নিজের উন্নতির জন্য দায়ী, অপর সকলের উন্নতির জন্যও দায়ী। আমাদের উপর অতি গুরুতর কর্ত্তব্যভার সকল ন্যস্ত রহিয়াছে, অথচ প্রকৃত জীবন লাভ না হইলে তাহার কোনটীই সম্পন্ন হইতে পারে না। জীবনের বিকাশ সাধন ভিন্ন নিজের কি অপরের—কাহারও কল্যাণ সাধিত হয় না। যদি জীবন উন্নত ও উপযুক্ত করিতে না পারি, তবে যতই কেন পরিবারস্থ সকলের জন্য ভাবি না, কাঁদি না, বা খাটি না, তাহাতে তাহাদের কোন কল্যাণই হইবে না। প্রভাত হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত যত চিন্তা ও পরিশ্রম করিয়া শ্রান্ত ও ক্লান্ত হই না কেন, জীবনের উন্নতির অভাবে সবই বৃথা, কিছুতেই আমার বা অপর কাহারও শক্তি ও সুখ সমৃদ্ধি বৃদ্ধি হইবে না। তাই আমাদের দায়িত্ব অতি গুরুতর। জীবনের বিকাশ সাধন জন্য প্রবল আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত হওয়াই সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজন। এই আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত হইলে—এই অমূল্য জীবনের মূল্য বুঝিলে জীবনলাভের উপায় জানিতে কষ্ট হইবে না। এই এক আকাঙ্ক্ষা থাকিলেই তাহা হইতে আর সব হইবে। "যেখানে ইচ্ছা আছে, সেখানে পথও আছে।" কিন্তু আকাঙ্ক্ষার অভাব হইলে চেষ্টা অসম্ভব হইয়া পড়ে, আবার যত্ন ও চেষ্টা ভিন্ন জীবনলাভের আশাই বা কোথায়? বিশেষতঃ এই উন্নতির আকাঙ্ক্ষাই জীবনের প্রধান লক্ষণ। আকাঙ্ক্ষাহীন জীবনই প্রকৃতপক্ষে মৃত। তাই সর্ব্বপ্রযত্নে আমাদিগকে এই আকাঙ্ক্ষা বৃদ্ধির জন্য প্রাণপণ যত্ন করিতে হইবে।

জীবনদাতা দয়া করুন, আমরা প্রকৃত জীবন লাভ করিয়া পরিবারে ও জনসমাজে জীবনের অগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া কৃতার্থ হই। তিনি মহিলা জাতিকে আশীর্ব্বাদ করুন, মহিলা জাতি জীবন্ত জীবন লাভ করিয়া ধন্য হউক।

শ্রীসু।

গার্হস্থ্য-প্রবন্ধ।

একান্নবর্ত্তী পরিবার।

একান্নবর্ত্তী পরিবার ভারতবর্ষের প্রায় সর্ব্বত্র দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। ভারতবর্ষ ব্যতীত অপর কোন দেশে ঠিক্ এরূপ ব্যবস্থা আছে বলিয়া বোধ হয় না। যদিও বর্ত্তমান সময়ে, পাশ্চাত্য সভ্যতা বিস্তৃতির সঙ্গে সঙ্গে এই প্রথা চতুর্দ্দিকেই প্রচণ্ড আঘাত পাইতেছে, তথাচ ইহা এখনও এতদ্দেশে বহুল পরিমাণে প্রচলিত আছে। হিন্দুদিগের মধ্যেই এই প্রথার আধিক্য দৃষ্ট হয়।

একান্নবর্ত্তিতার অনেকানেক শুভ ফল পরিলক্ষিত হইয়া থাকে এবং দুই চারিটী দোষও নেত্রগোচর হয়। নিম্নলিখিত গুণগুলি একান্নবর্ত্তী পরিবারে উত্তমরূপে অভ্যস্ত হইয়া থাকে।

১। অভিভাবকের বাধ্যতা।

২। গুরুজনের প্রতি সমুচিত শ্রদ্ধা ও ভক্তি প্রদর্শন।

৩। সমদর্শিতা।

৪। স্বার্থ-ত্যাগ।

৫। একতা।

৬। চরিত্রোন্নতি।

১। অভিভাবকের বাধ্যতা। অন্ধকে হস্তধারণপূর্ব্বক চালাইয়া লইয়া গেলে, সে যেরূপ নির্ব্বিঘ্নে দুর্গম পথেও গমন করিতে সমর্থ হয়; তদ্রূপ যাহাদিগের জ্ঞানচক্ষু সম্যক্‌রূপে প্রস্ফুটিত হয় নাই, তাহারা পরিবারস্থ পূজ্যার্হ, জ্ঞানী ও বৃদ্ধদিগের আদেশানুসারে চলিলে সঙ্কটময় সংসারপথে নির্ব্বিঘ্নে অগ্রসর হইতে সক্ষম হয়। বৃদ্ধগণ বহুদর্শী; তাঁহারা এক দিকে কপটাচারী, প্রতারক, স্বার্থ-পর, দুর্নীতি-পরায়ণ, অহংকারী, নিষ্ঠুর, নীচাশয়, ধর্ম্মদ্বেষী এবং অপর দিকে ধার্ম্মিক, উদারচেতা, সরল, সাধু ইত্যাদি নানা প্রকার মনুষ্যের সঙ্গে বাস করিয়া ও ইহাদের আচার ব্যবহার দর্শন করিয়া অনেক পরিমাণে অভিজ্ঞতা লাভ করেন। সংসারপথে কিরূপ ভাবে বিচরণ করিলে কীদৃশ ফল উৎপন্ন হয়, তাহা তাঁহারা সম্যক্‌রূপে অবগত আছেন। এতাদৃশ বহুদর্শী ও অভিজ্ঞ ব্যক্তিদিগের আদেশানুসারে চলিলে চরিত্রে কোনও দোষ প্রবেশ লাভ করিতে পারে না। আদেশ প্রতিপালনের ক্ষমতা দ্বারাই ভাবী জীবনে কৃতকার্য্যতা লাভ করিতে সমর্থ হওয়া যায়। সাধারণ ব্যক্তিদিগের এই সংস্কার যে, শাসনকার্য্য অতিশয় সুখজনক এবং আজ্ঞাবহন অতিশয় কষ্টসাধ্য ও দুঃখকর ব্যাপার। কিন্তু আমরা যদি মনুষ্যের কার্য্যকলাপ বিশেষরূপে অনুসন্ধান করি, তবে ইহা সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক বলিয়া অনুমিত হইবে; কারণ শাসনকর্ত্তাকে সর্ব্বদা বহুচিন্তায় অভিভূত থাকিতে হয়। গুরুজনের আজ্ঞাপালন

করিলে হৃদয়ে আনন্দের সঞ্চার হয় এবং নানা প্রকার বিঘ্ন বিপত্তি হইতে সুরক্ষিত থাকা যায়।

যে পরিবারে সকলেই এইরূপে সম্মানার্হ এবং প্রাজ্ঞ ব্যক্তির আজ্ঞানুবর্ত্তী হইয়া সর্ব্বপ্রকার কর্ত্তব্য সম্পাদন করে, সে পরিবারে কলহ, অশান্তি, ঈর্ষ্যা, কুটিলতা প্রভৃতি দোষ স্থান প্রাপ্ত হয় না; এবং সকলেই স্বীয় স্বীয় উন্নতির সঙ্গে পরস্পরেরও উন্নতি সাধন করিতে থাকে।

২। গুরুজনের প্রতি সমুচিত শ্রদ্ধা ও ভক্তি প্রদর্শন। জনক, জননী বা শ্বশুর শ্বশ্রূ প্রভৃতি গুরুজনের প্রতি ভক্তি প্রদর্শন, সবিনয়ে আলাপ, নতশীর্ষে আজ্ঞাবহন, উপদেশ অনুসরণে তৎপরতা, তাঁহাদিগের সুখ সাধনার্থ সর্ব্বপ্রকার ক্লেশ স্বীকার, এই সকল গুণে ভূষিত হওয়া প্রত্যেকেরই কর্ত্তব্য। ইহাঁদিগের প্রতি শ্রদ্ধা ভক্তি প্রদর্শনে বিমুখ হইলে, চরিত্র নানা দোষে কলঙ্কিত হইয়া পড়ে। ইহাঁরা নিঃস্বার্থ স্নেহাধার। সন্তানের জন্য ইহাঁরা সর্ব্বপ্রকার ক্লেশ স্বীকার করিতে পারেন। ইহাঁদিগের ন্যায় সুখে সুখী ও দুঃখে দুঃখী জগতে আর কেহই নাই। ইহাঁরা আমাদিগের অমঙ্গল নিবারণ এবং মঙ্গল ও উন্নতি সাধনের নিমিত্ত সর্ব্বদা ব্যস্ত থাকেন। এমন হিতাকাঙ্ক্ষী স্নেহশীল গুরুজনের প্রতি অনুরাগ ও ভক্তি প্রদর্শনে যে ব্যক্তি পরাঙ্মুখ হয়, তাহার ন্যায় হতভাগ্য জগতে নাই। আর যে ব্যক্তি ইহাঁদিগকে প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ভক্তি সহকারে পূজা করিতে সমর্থ হয়, সেই ধন্য—তাহারই জীবন সার্থক হয়। স্ত্রীলোকমাত্রেই বিদিত আছেন যে, একটী সন্তান মানুষ করিতে কত ক্লেশ ও কিরূপ আত্মত্যাগ স্বীকার করিতে হয়। শরীরের রক্ত জল না করিলে একটী সন্তানও পালন করা সম্ভব নয়। যাঁহারা এত কষ্ট করিয়া লালন পালন করেন, তাঁহাদিগের প্রতি শ্রদ্ধা ভক্তির অভাব অপেক্ষা জীবনের অধিকতর শোচনীয় অবস্থা আর কি হইতে পারে?

৩। সমদর্শিতা। হঠাৎ একটী মহৎ কার্য্যে উদারতা প্রকাশ পায় না, কিন্তু ধারাবাহিকরূপে সর্ব্বপ্রকার কার্য্যে শুভকামনার চিহ্ন পরিদৃষ্ট হইলে, হৃদয়ের উচ্চতা সম্বন্ধে আর কোন সন্দেহ থাকে না। আত্মপর-ভেদাভেদ-জ্ঞানশূন্য হইয়া পরিবারের সকলকে অনুরাগের চক্ষে দেখা কর্ত্তব্য, নতুবা সুখ শান্তি লাভ অসম্ভব। সদাশয় না হইলে, সকলের প্রতি সমদর্শিতা কখনই সম্ভব নয়। সমদর্শী ব্যক্তি সকলেরই ভক্তি এবং অনুরাগ ভাজন হন। তাঁহার নিকট ধার্ম্মিক, অধার্ম্মিক, উচ্চ, নীচ জ্ঞান নাই। তিনি সমভাবে সকলকে স্নেহ করেন ও তাঁহাদের মঙ্গলের জন্য সর্ব্বদা যত্ন করেন। এই জন্যই সকলে তাঁহাকে ভক্তিশ্রদ্ধা সহকারে পূজা করিয়া থাকে। তাঁহার শত্রু বিরল, কারণ তিনি নিজে সকলের প্রতি সুহৃদ্‌ভাব অবলম্বনপূর্ব্বক সরল ব্যবহার করেন। যে পরিবারে সমদর্শিতা নাই,

সেই পরিবারে সুখশান্তির আশা বৃথা। সমদর্শিতা স্বকীয় এবং অপরাপর পরিবার-বর্গের সুখশান্তি বর্দ্ধনের একটী প্রধান উপায়।

৪। স্বার্থত্যাগ। তিনিই সৌভাগ্যবান্ এবং ধন্য, যিনি অপরের সুখ সাধনের জন্য আত্মসুখ বিসর্জ্জন করিতে পারেন; যিনি নিজের ক্ষণস্থায়ী জীবন দ্বারা অপরের সুখ বিধান করেন। তিনি পরিবারের সকলের অভাব অনুসন্ধান করিয়া, তাহা মোচনার্থ স্বীয় সর্ব্বস্ব দান করিতে কুণ্ঠিত হন না। পরিবারের মধ্যে কেহ কোনও বিপদে পড়িলে, তিনি বদ্ধপরিকর হইয়া তাহাকে বিমুক্ত করেন; কেহ পীড়িত হইলে, তিনি নিজের সুখ বিসর্জ্জন করিয়া সেবা শুশ্রূষা দ্বারা তাহার আরোগ্যের জন্য প্রাণপণে ক্লেশ স্বীকার করেন। যাহার ধনের সচ্ছলতা নাই, তিনি তাহাকে স্বোপার্জ্জিত ধনের কিয়দংশ দান করেন। এই গুণটী উপার্জ্জনের জন্যই অধিক ক্লেশ স্বীকার করিতে হয়। স্বার্থ-ত্যাগ সমধিক কষ্টসাধ্য ব্যাপার বলিয়াই ইহা এত বড় মহদ্‌গুণ ও সকলের এত সুখবর্দ্ধক। পরিবারের মধ্যে স্বজনবর্গের প্রতি যতই এই গভীর অনুরাগ, ততই তাহার মূলে স্বার্থ-ত্যাগ নেত্রগোচর হইয়া থাকে। মাতৃস্নেহ এত আদরণীয় কেন? কারণ মাতা সন্তানের জন্য সর্ব্বপ্রকার স্বার্থত্যাগ করিতে সতত প্রস্তুত।

৫। একতা। একতাবিহীন পরিবার বিশৃঙ্খলাপূর্ণ। একতা থাকিলে সর্ব্বপ্রকার কার্য্যই সুশৃঙ্খলরূপে নিষ্পাদিত হয় এবং সর্ব্বপ্রকার অভাব সুন্দররূপে পূর্ণ হয়, সুতরাং সৌভাগ্য আপনা হইতেই আগমন করে। একতা-সমন্বিত পরিবার যদ্রূপ অনায়াসে সৌভাগ্য-শিখরে আরোহণ করিতে সমর্থ হয়, একতা-সমন্বিত জাতিও তদ্রূপ ক্রমশঃ মহোন্নতি লাভ করিতে থাকে। যে জাতির পরিবারসমূহ একতাপূর্ণ, সে জাতির উন্নতি অবশ্যম্ভাবী। একতা দ্বারা পৃথিবীতে কত প্রকার অত্যদ্ভুত মহৎ কার্য্য সম্পন্ন হইতেছে, তাহা গণনা করা অসাধ্য।

৬। নির্ম্মল চরিত্র। জগতে সর্ব্বাপেক্ষা সুখকর ও রমণীয় পদার্থ নির্ম্মল চরিত্র। বিদ্বান্ এবং ধনবান্ ব্যক্তি গভীর বিদ্যাবত্তা প্রদর্শন করিয়া ও প্রচুর অর্থব্যয় করিয়া যে সম্মানলাভে বিফলকাম হন, চরিত্রবান্ ব্যক্তিকে লোকে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া সেই সম্মান প্রদান করে। চরিত্র ব্যতীত শুধু বিদ্যা অথবা ধন দ্বারা মনুষ্যের শ্রদ্ধা, ভক্তি ও আন্তরিক বিশ্বাসভাজন হওয়া অসম্ভব। বিদ্বান্ ব্যক্তিকে লোকমণ্ডলী প্রশংসা করিতে পারে, কিন্তু আন্তরিক শ্রদ্ধা ভক্তি সহকারে পূজা করে না। ধনবান্ ব্যক্তি সৎকার্য্যে প্রচুর অর্থ ব্যয় করিয়া যশোলাভ করিতে পারেন, কিন্তু মনুষ্যমণ্ডলীর আন্তরিক অনুরাগ ও বিশ্বাসের পাত্র হইতে পারেন না। চরিত্রবান্ ব্যতীত অপর কেহই মানবমণ্ডলীর আন্তরিক শ্রদ্ধা

ও বিশ্বাসভাজন হইতে সমর্থ হন না। সাধুতা, গুরুজনে শ্রদ্ধা ভক্তি, সমদর্শিতা, স্বার্থত্যাগ, বিনয়, কর্ত্তব্যানুরাগ প্রভৃতি সদ্‌গুণ অভ্যস্ত হইলে, চরিত্রের উন্নতি-লাভ অবশ্যম্ভাবী। এইরূপে আমরা দেখিতে পাই যে, শৃঙ্খলাপূর্ণ একান্নবর্ত্তী পরিবারের অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিদিগের হৃদয়ে আত্মদৃষ্টি জাগরূক থাকে; বিনীত হইবার জন্য পদে পদে শিক্ষালাভ হয়; অসৎপথে হৃদয় আকৃষ্ট হইতে পারে না, কারণ সর্ব্বদাই অভিভাবকদিগের শাসনে বাস করিতে হয়। বহু-পরিবার-বেষ্টিত হইয়া বাস হেতু বহুদর্শিতা জন্মে এবং চরিত্র ক্রমশঃ পরিমার্জ্জিত হইতে থাকে। ভাবী জীবনে উন্নতি-শৈলে আরোহণ করিবার উপযোগী গুণাবলী একান্নভুক্ত পরিবারেই সংক্রামিত হইয়া থাকে। যিনি পরিবারের মধ্যে সমস্ত আত্মীয়মণ্ডলীর অদৃষ্টপূর্ব্ব সুখদ্বারসমূহ উদ্‌ঘাটিত করিতে পারেন, তিনি উন্নত জীবন লাভ করিয়া, স্বদেশীয়দিগের সুখশান্তির পথ প্রসারিত করিতে সমর্থ, তাহার সন্দেহ নাই।

একান্নভুক্ত পরিবারের অভিভাবক যদি সদাশয়, জ্ঞানবৃদ্ধ, সরল, সমদর্শী ও নির্ম্মলচরিত্র হন এবং সুনিয়মানুসারে সকলকে পরিচালিত করিতে পারেন, তবে সেই পরিবারের অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিগণ সর্ব্বপ্রকার উন্নতি ও সুখশান্তি উপভোগে সমর্থ হন; নতুবা বিপরীত ফল ফলে এবং বহুলোকের একত্র বাস নানা প্রকার অনর্থকের হেতু হইয়া উঠে।

(ক্রমশঃ)

সদুপদেশ।

(৩৯৪ সংখ্যা—২৪৮ পৃষ্ঠার পর।)

১১। যদি তোমার বন্ধুর সহিত মনান্তর হয়, তাহা হইলে তাঁহার নিকট গমন কর এবং তোমার বিরক্তি বা বিরাগের কারণ তাঁহাকে খুলিয়া বল। এই উপায় অবলম্বন করিলে দেখিবে যে, যে মনান্তর চির-বিচ্ছেদে পরিণত হইত, তাহা গাঢ়তর প্রণয় ও বন্ধুত্বের কারণ হইবে।

বন্ধুর নিন্দা শুনিলে কর্ণে অঙ্গুলী দিও, শত্রুর নিন্দা-বাদেও উৎসাহ বা প্রশ্রয় দিও না।

১২। কখনও এরূপ ভাব দেখাইও না যাহাতে লোকে তোমাকে যাহা তুমি নহ, তাহা মনে করে।

১৩। যৌবন হইতে বার্দ্ধক্য পর্য্যন্ত যে দীর্ঘ পথ, সে পথের একমাত্র সম্বল জ্ঞান ও ধর্ম্মানুরাগ।

১৪। প্রকৃত ধর্ম্মভাব থাকিলে দুঃখ

দারিদ্র্যের সময় প্রসন্নতা থাকে, অতুল সম্পদের সময় মদমত্ত হইতে পারি না, এবং মৃত্যুকালেও প্রাণ হইতে আশা ও আনন্দ অন্তর্হিত হয় না।

১৫। তোমার অন্তরঙ্গ, আত্মীয় ও বন্ধু তোমার প্রতি এমন কিছু অন্যায়াচরণ করিতে পারেন না, যাহা অপরিমার্জ্জনীয় ও ক্ষমার অতীত।

১৬। যদি দুঃখের সময় অধীর হও, তাহা হইলে তোমার দুঃখের তীব্রতা দ্বিগুণিত হইবে। অতএব দুঃখের সময় ধৈর্য্য অবলম্বন করিবে।

১৭। বিদ্যা ও জ্ঞান যৌবনের অলঙ্কার, এবং বার্দ্ধক্যের আনন্দ, সুখ ও শান্তি। সুতরাং জ্ঞানার্জ্জনে ও বিদ্যালাভে সর্ব্বদাই তৎপর থাকিবে।

১৮। স্বাধীনতার সহিত কার্য্য করায় যে সাহসের প্রয়োজন, স্বাধীনতার সহিত চিন্তা করায় তদপেক্ষা অধিক সাহস আবশ্যক। দেখিও স্বাধীন চিন্তা হইতে বিমুখ হইও না।

১৯। অন্য কোন উদ্দেশ্যে না হউক, অন্ততঃ তোমার নিজের সুখ ও শান্তির জন্য হৃদয়ে ঘৃণাকে স্থান দিও না। যখন বিদ্বেষপূর্ণ ঘৃণা তোমার মনের আকাশকে আচ্ছন্ন করে, তখন কি তোমার মনোরাজ্যে ঘোর অশান্তির ঝটিকা প্রবাহিত হইতে থাকে না?

২০। লোকের বাক্য অপেক্ষা কার্য্য ও জীবন দ্বারা যে সত্য প্রতিপাদিত হয়, তাহাই শিক্ষা করিবে। ঈশ্বর, ধর্ম্ম ও অনন্ত কালের সুখ শান্তির উপর বিশ্বাস স্থাপন করিয়া জীবনপথে স্খলিতপদ না হইয়া অগ্রসর হইতে থাক, তাহা হইলে দেখিবে তোমার অপেক্ষা সুখী ও সৌভাগ্যশালী ব্যক্তি আর কেহ নাই।

২১। তোমার যাহা দোষ বা দুর্ব্বলতা আছে, তাহা গোপন রাখিবার চেষ্টা না করিয়া, স্পষ্টভাবে তাহা ব্যক্ত করিও; দেখিবে ইহাতে তোমার হৃদয় ভারশূন্য হইবে এবং তোমার চিরাভ্যস্ত দোষ ও ক্ষীণতা পরিবর্জ্জনের প্রতি চেষ্টা নিয়োগ করিতে তুমি অধিকতর উৎসাহী হইবে।

এক বর্ষ।

(২৮শে কার্ত্তিক—১৩০৪ সাল)

আজ নবে এক বর্ষ
ছাড়িয়া নন্দন বন,
আমাদের দেশে, তুমি
আসিয়াছ যাদুধন!
এখনো মন্দার-গন্ধ
মাখা আছে কচি গায়,
স্বরগ-শিশির-জলে
ভিজা ভিজা আছে কায়;
আননে জাগিছে নব
ত্রিদিবের শশধর,
দুনয়নে শোভে দু'টি
মানসের ইন্দীবর;

দেবতারা যত চুমা
দিয়াছিল স্নেহ-ভরে,
রয়েছে গোলাপী গালে
সেই চিহ্ন থরে থরে!
স্বরগ কাকলী মুখে
অস্ফুট আধেক ভাষা,
মধু-মাখা, সুধা-মাখা
শুনিলে মিটে না আশা!
তাড়াতাড়ি হামাগুড়ি,
ধীরে ধীরে আলগুচি,
মোহিনী ভঙ্গিমা হেরি
শত ব্যথা যায় ঘুচি!
নিবা'তে এ মরমের
নিদারুণ হুতাশন,
দয়াময় বিধি বুঝি
গড়িলা ও চন্দ্রানন!
তাই
পরশি অমৃত-কণা
জুড়াইল তপ্ত বুক,
সোণালী করেছে ধরা
তোর অই সোণা মুখ!
নিখিল জগতখানি
প্রাণের সোহাগ তার
"অর্ঘ্য" রূপে দেয় নিতি
তব শিরে উপহার!
ভাঙা মেঘে রাঙা শশী
তোমা পানে চেয়ে হাসে,
ঊষা রাণী ফুল-মালা
তোমারে পরা'তে আসে!
তোমারে শুনা'তে, পাখী
গাহে সুললিত গান,
আমরা রাখিতে তোমা
খুঁজিয়া না পাই স্থান!—
(যবে) চাঙ্গিটী মুকুতা-মাঝে
সোণা হাসি উঠে ফুটি,
প্রকৃতি উল্লাস-ভরে
হেসে হয় কুটি কুটি!
"দাদায়! দাদায়!" বলি
কচি হাত ঘুরাইয়া
ডাক যবে চাঁদে, ধরা
সুখে যায় বিগলিয়া!
পরাণে অমিয় তুমি,
মরমে আশার আলো,
তরুণ অরুণ সম
মনোরম জ্যোতিঃ ঢালো।
চিরজীবী হয়ে থা'ক
জগত-নাথের বরে,
ভূতলে দেখুক স্বর্গ
তোমারে পরশি নরে!
পিতৃকুল মাতৃকুল
তো'হতে উজল হোক,
হোন্ দৃপ্ত পরিতৃপ্ত
পরলোক-বাসী লোক;
বিদ্বান্ যশস্বী কৃতী
দেবতার ভক্ত হও,
আর কিবা দিব? মম
এই শুভাশীষ লও;
শুভ জন্মদিনে তোরে
কবিতায় গাঁথি হার
পরাইনু দীন আমি,
কি কোথা পাইব আর?
কনকাঞ্জলি-রচয়িত্রী।

পাঁচন ও মুষ্টিযোগ।

জ্বরের বিষয়।

সাধারণ জ্বরের লক্ষণ।

শরীরে উত্তাপ, মনে বিরক্তি ভাবের উদয়, চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা প্রভৃতি হইতে অগ্নিশিখার ন্যায় উত্তাপ নির্গমন, এই সকল চিহ্ন প্রকাশ হইলে জ্বর বলে।

সপ্ত রাত্রি পর্য্যন্ত জ্বরের তরুণাবস্থা, অষ্টাহ হইতে দ্বাদশ রাত্রি পর্য্যন্ত জ্বরের মধ্যাবস্থা, ত্রয়োদশ দিন হইতে পুরাতন অবস্থা বলিয়া কথিত হইয়াছে। কিন্তু বাত-শ্লেষ্মা জ্বরে বা সান্নিপাতিক জ্বরে এ প্রকার নিয়ম নহে। তৎপক্ষে সময়ে সময়ে এক-চল্লিশ দিন পর্য্যন্তও তরুণাবস্থা বলিয়া গণ্য হইতে পারে।

জ্বর নানা প্রকার, তন্মধ্যে কয়েকটীর লক্ষণ ও পাঁচন নিম্নে প্রকাশিত হইল।

নবসহ জ্বরে বমন ও লঙ্ঘনাদি মহৎ পথ্য। অসহ্য ক্ষুধা হইলে শাস্ত্রোক্ত যবের মণ্ড, অথবা তাহার পরিবর্ত্তে সাগু, এরারুট, এই প্রকার অতিলঘু, এমন কি লঙ্ঘনের মধ্যেই যেন গণ্য হয়, এরূপ পথ্যই বিধি। ঔষধ ব্যতিরেকে কেবল পথ্য দ্বারা সকল রোগেরই নিবৃত্তি হয়।

যখন যে দোষ (বায়ু, পিত্ত, কফ) প্রবল দেখিবে, তখন সেই দোষঘ্ন পথ্য প্রয়োগ করিবে। যখন যে দোষের হ্রাস দেখিবে, তখন সেই দোষবর্দ্ধক পথ্য প্রয়োগ করিবে।

পিত্তজ্বর।

লক্ষণ—নাড়ীর তীক্ষ্ণ বেগ, হরিদ্রা-বর্ণ তরল মল নির্গমন, অনিদ্রা, বমি বা বমির বেগ, কণ্ঠে, ওষ্ঠে, মুখে ও নাসিকায় পক্ক ব্রণ তুল্য বেদনা, ঘর্ম্ম, প্রলাপ, মুখ তিক্ত ও পচা দুর্গন্ধে পরিপূর্ণ, মূর্চ্ছা, দাহ, অস্থিরতা, তৃষ্ণা, হরিদ্রাবর্ণ চক্ষু, এই সকলের মধ্যে অধিক চিহ্ন যে জ্বরে দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাকে পৈত্তিক জ্বর কহে।

পর্পটাদি পাঁচন।

ক্ষেত পাপড়া, রক্ত চন্দন, বালা ও শুঁঠ এই সমুদায়ের পরিমাণ মিলিত ২ তোলা। এই দুই তোলা ছেঁচিয়া ৩২ তোলা জল দিয়া মৃদু পাকে সিদ্ধ করিয়া ৮ তোলা থাকিতে নামাইয়া এক বা দুই বারে সেবন করিলে পিত্তজ্বর নষ্ট হয়।

কলিঙ্গাদি পাঁচন।

ইন্দ্রযব, কটফল, মুথা, আকনাদি, কটকী এই সকল দ্রব্যের কাথে চিনি প্রক্ষেপ দিয়া পিত্ত-জ্বরে পান করিবে।

ধন্যা পটোল।

ধনে ১ তোলা, পলতা ১ তোলা একত্র কুটিয়া ৩২ তোলা জলে সিদ্ধ করিয়া ৮ তোলা থাকিতে নামাইয়া শীতল হইলে পান বিধি। সামান্য সামান্য জ্বরে ইহা দ্বারা উপকার দর্শে।

ধন্যা শর্করা।

পিত্তজ্বরে গাত্রদাহ থাকিলে বা অত্যন্ত পিপাসা উপস্থিত হইলে ধনে রাত্রিতে জলে ভিজাইয়া রাখিবে। পরদিন সেই জলে কিঞ্চিৎ চিনি যোগ করিয়া অল্প অল্প পান করিলে দাহাদির নিবৃত্তি হইয়া থাকে।

বাতিক-জ্বর।

লক্ষণ—কম্পন, নাড়ীর দ্রুত গতি, কণ্ঠ ও মুখের শুষ্কতা, অনিদ্রা, হাঁচি না হওয়া, মাথা কামড়ানি, বক্ষোবেদনা, গাত্র-বেদনা, খাদ্য ভোজনে মুখের বিরুদ্ধ আস্বাদ, মলের কঠিনতা, হাই তোলা, এই সকল লক্ষণের মধ্যে অধিক চিহ্ন যে জ্বরে দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাকে বাতজ জ্বর বলে।

কিরাতাদি পাঁচন।

চিরাতা, মুথা, গুলঞ্চ, বালা, বৃহতী, কণ্টকারী, গোক্ষুর, শালপাণি, চাকুলে, শুণ্ঠী। ইহার ক্বাথ (পাঁচন) সেবনে বাতিকজ্বর নষ্ট হয়।

দাস্যাদি পাঁচন।

নীল ঝিণ্টী, দেবদারু, ইন্দ্রযব, মঞ্জিষ্ঠা, শ্যামলতা, আকনাদি, শুঁঠ, বেণার মূল, চিরতা, গজপিপুল, বলাডুমুর, পদ্মকাষ্ঠ, হাড়যোড়া, ধনে, মুথা, সরলকাষ্ঠ, সজিনার ছাল, বালা, কণ্ঠকারী, ক্ষেত-পাপড়া, কুশমূল, কটকী, অনন্তমূল, গুলঞ্চ, কুড়। ইহা সর্ব্বপ্রকার জ্বরঘ্ন।

গব্য ঘৃত গরম করিয়া ভোজন করিলে বাতিক জ্বরে অনেক উপকার দর্শে।

লবঙ্গ, ওকড়ার রস, বড় এলাচি, বেল পাতার রস, মুথা, প্রত্যেকের এক কাঁচ্চা, এবং মরিচ অর্দ্ধ কাঁচ্চা, এই কয়েক দ্রব্য এক সের জলে সিদ্ধ করিয়া এক পোয়া থাকিতে নামাইয়া অর্দ্ধ পোয়া করিয়া খাইলে বাতিক-জ্বর সারে।

কফ জ্বর।

লক্ষণ—গাত্রে কাঁটা বাহির হওয়া ও লোমাঞ্চিত-শরীর হওয়া, গুরুতর শীত, আলস্য, নাড়ী মৃদুগতি, মুখে মধুর আস্বাদ, মল ও মূত্র ঈষৎ শুক্লবর্ণ, দেহ ভারী, লালা বমন, অতিশয় নিদ্রা, মুখ নাসিকা দিয়া জলস্রাব, অরুচি, কাশ, চক্ষু শ্বেতবর্ণ, এই সকল লক্ষণের মধ্যে অধিক লক্ষণ যে জ্বরে দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাকে কফজ জ্বর বলে।

নিমছাল, শুঁঠ, গুলঞ্চ, দেবদারু, শঠী, চিরতা, কুড়, পিপুল, গজপিপুল, বৃহতী, এই নিম্বাদি পাচন পানে কফজ্বর নষ্ট হয়।

কষায়োত্তম।

ধনে ১ তোলা, চিরতা ২ তোলা, যোয়ান ।॰ সিকি তোলা, ক্ষেতপাপড়া ২ তোলা, গাঁটবাদ গুলঞ্চ ২ তোলা, সিনকোনা বার্ক ১ তোলা, মুথা ॥॰ আধ তোলা, শুঁঠ ।॰ চারি আনা, নিমছাল ॥॰ অর্দ্ধ তোলা, মল পরিষ্কার না থাকিলে সোণামুখীর পাতা ৶॰ দুই আনা, নচেৎ অল্প চিরতা, কটুকী ॥॰ অর্দ্ধ তোলা, এই ১০৶ দশ তোলা দুই আনাকে কুটিয়া

১৬০ তোলা জলে সিদ্ধ করিয়া ।৴০ দেড় পোয়া আন্দাজ জল থাকিতে নামাইবে। পরে সমস্ত বকাল চট্‌কাইয়া ছাঁকিয়া ফেলিবে। তৎপরে সেই কাথ রোগীকে ২।৩ বারে পান করিতে দিবে। ইহা সাধারণ জ্বরে আশুফলপ্রদ মুষ্টিযোগ।

সন্নিপাত জ্বর।

লক্ষণ—কখন দাহ, কখন শীত, সন্ধিস্থানে বেদনা, শিরোবেদনা, চক্ষু ছল ছল করা, চক্ষু রক্তবর্ণ হওয়া, কর্ণে নানাবিধ শব্দ বোধ, কর্ণের ভিতর বা মূলে বেদনা, কণ্ঠে কাঁটা বাহির হওয়া, তন্দ্রা, মোহ, প্রলাপ, কাশ, দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ, অরুচি, ভ্রম, জিহ্বা কৃষ্ণবর্ণ হওয়া, এবং খুস্‌খুসে কাশি, থুথু উঠা, মাথা চালা, তৃষ্ণা, নিদ্রার অভাব, বক্ষঃস্থলে বেদনা, ঘর্ম্ম, মূত্র এবং মল অল্প ও বারবার নির্গত হওয়া, রোগীর দেহ কৃশ না হওয়া, কৃষ্ণ' পীত মিশ্র বর্ণের গোলাকার চিহ্ন গাত্রে বহির্গত হওয়া, উদর ভারী; এই সকল চিহ্নের মধ্যে অধিক চিহ্ন যে রোগে দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাকেই সান্নিপাতিক জ্বর বলে।

বিল্ব, সোণা, গাম্ভারী, পারুল, গণিয়ারি, শালপাণি, চাকুলে, বৃহতী, কণ্টকারী, গোক্ষুর, ইহাদের মূলের ছাল। ইহাকে দশমূল পাঁচন বলে। ইহার কাথে সন্নিপাত জ্বর, কাশ, শ্বাস, তন্দ্রা, ও পার্শ্ববেদনা নষ্ট করে। ইহা পিপুল চূর্ণের সহিত সেবনে কণ্ঠ ও হৃদয়ের বেদনা উপশমিত হয়।

অষ্টাদশাঙ্গ পাঁচন।

বিল্বছাল প্রভৃতি দশমূলের দশখানা, শঠী, কাঁকড়া শৃঙ্গী, কুড়, দুরালভা, বামনহাটী, ইন্দ্রযব, পটোলপত্র, কটুকী, এই সমুদয়ে মিলিত দুই তোলা। ইহা সেবনে সন্নিপাত জ্বর, হৃদয়ের বেদনা, পার্শ্ববেদনা, কাশ, শ্বাস, হিক্কা, এবং বমি নষ্ট হয়।

বাতপিত্ত জ্বর।

লক্ষণ—তৃষ্ণা, মূর্চ্ছা, ভ্রম, দাহ, অল্প নিদ্রা, মস্তক ব্যথা, কণ্ঠ ও মুখের শুষ্কতা, বমন, লোমাঞ্চিত দেহ, অরুচি, :অন্ধকার দেখা, হাইতোলা, অধিক বকুনি, এই সকল লক্ষণের মধ্যে অধিক লক্ষণ যে জ্বরে দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাকেই বাতপিত্ত জ্বর কহে।

মুস্তকাদি পাঁচন।

মুথা, ক্ষেতপাপড়া, শুঁদি ফুল, চিরতা, বেণামূল, রক্ত চন্দন, ইহার পাঁচন অল্প মাত্রায় চিনি যোগপূর্ব্বক সেব্য। ইহা সেবনে বাতপিত্ত জ্বর সত্বর নষ্ট হয়।

চন্দনাদি পাঁচন।

মুথা, রক্তচন্দন, ক্ষেতপাপড়া, কটকী, বেণার মূল, পল্‌তা ও বালা, ইহার পাঁচন কিঞ্চিৎ চিনি যোগ করিয়া পেয়। ইহাতে বাতপিত্ত জ্বর, বমি, পিত্ত, দাহ, তৃষ্ণা, অরুচি নিবারণ হয়।

বিষম জ্বর।

লক্ষণ—জ্বর সহসা নিবৃত্ত হইয়া পুনর্ব্বার প্রকাশ পাইলে তাহাকে বিষম জ্বর কহে।

ভার্গ্যাদি পাঁচন।

বামনহাটী, মুথা, ক্ষেতপাপড়া, কুড়,

শুঁঠ, হরীতকী, পিপুল, এবং দশমূলের দশখানা। ইহাদের কাথে বিষম জ্বর, জীর্ণ জ্বর, সোথ এবং অগ্নিমান্দ্য নষ্ট হয়।

নিদিগ্ধিকাদি পাঁচন।

কণ্টকারী, শুণ্ঠি, গুলঞ্চ ইহার কাথ অবতরণ করিয়া ॥৹ তোলা পিপ্পলী চূর্ণ যোগ করিয়া পান করিলে বিষম জ্বরাদিতে বিশেষ উপকার দর্শে।

আগন্তু জ্বর।

লক্ষণ—গুরুতর আঘাতবশতঃ, অভিশাপবশতঃ, অধিক শ্রমবশতঃ, কামবশতঃ, ক্রোধবশতঃ, ভয় ও শোকবশতঃ যে জ্বরের উৎপত্তি হয়, তাহাকে আগন্তু জ্বর কহে।

প্রহারোত্থব আগন্তু জ্বরে ঈষদুষ্ণ গব্য-ঘৃত পান ও মৰ্দ্দন বিধি।

সঙ্গীত।

সুরট মল্লার একতালা।

(মন) কেন ভ্রম অন্ধকারে।
(কর) ভ্রমণে বিরাম, ভাব অবিরাম,
ভবারাধ্য সারাৎসারে॥
(ওরে) অতি ভয়ঙ্কর সংসার কানন,
পদে পদে হয় পদের স্খলন,
মায়াময় রাজ্যে রিপুদস্যুগণ,
সদা পথিকে সংহারে॥
কুমতি কণ্টক লতাতে বেষ্টিত,
অভ্রভেদী পাপ বৃক্ষ আছে কত,
তার মাঝে মাঝে কূপ শতশত,
পূর্ণিত কাল ভুজঙ্গে,—
(আবার) বিশ্বাস করিয়ে যাহাদের সঙ্গে,
ভ্রমিছ বিপিনে প্রণয়প্রসঙ্গে,
তারা তোমার নয়, জানিবে নিশ্চয়,
মিত্রভাবে শত্রু ফিরে॥
সময় পাইলে, সেই রিপু (শত্রু) ছয়জন,
করিয়ে তোমার সর্ব্বস্ব হরণ,
শেষেতে অবশ্য বধিবে জীবন,
কে রাখিবে সে সময়ে?
এখনও দেহেতে আছে তব বল,
বশীভূত আছে ইন্দ্রিয় সকল,
এই বেলা মন হরি হরি বল,
অন্তিমে সম্বল হবে।—
যমযুদ্ধে যদি জয়ী হবি মন,
নাম ব্রহ্ম অস্ত্র কর রে ধারণ,
অস্ত্রের প্রভাবে, পরাজিত হবে,
রবিসুত তখন রে॥
সম্মুখেতে তব ভীষণ আঁধার,
ঘোর ভবসিন্ধু তাহাতে আবার,
শ্রীহরি কাণ্ডারী, হরি-নামের তরী,
ধৰ্ম্মধন রাখ গোপনেতে ভরি,—
নবীন বলে মন ত্যজ কুসঙ্গ,
জ্ঞানালোক পাবে কর সাধু সঙ্গ,
বৈরাগ্য অসিতে কর শত্রু ভঙ্গ,
যদি হেরিবে সে পরাৎপরে॥

রত্ন।

(৩৮৫সংখ্যা—৩২১পৃষ্ঠার পর)

পুষ্পরাগ।

ইহাকে পদ্মরাগও বলা যায়। ইহা লোহিত, পীত, নীল ও ধূম্র এই চতুর্ব্বিধ বর্ণের হইয়া থাকে। তন্মধ্যে পীতবর্ণ পুষ্পরাগ বৃহস্পতির প্রীতি ও বুধের শান্তির নিমিত্ত ব্যবহৃত হয়। এই মণি হীরক অপেক্ষা অল্প কঠিন এবং কেবল হীরক দ্বারা অঙ্কিত হইতে পারে। ইহার গুণ অম্লত্ব, শীতত্ব, বাতনাশিত্ব, দীপনত্ব এবং কান্তিপ্রজ্ঞাকারিত্ব। যে সকল পুষ্পরাগ উত্তম পীতবর্ণ, উজ্জ্বল স্নিগ্ধ ঘনকান্তিবিশিষ্ট ও নির্ম্মল, তাহারাই ব্যবহারোপযোগী। শোণ পুষ্পসদৃশ-সুন্দর, স্বচ্ছ ও চিক্কণ হইলে তাহা পরম হিতকর। যে পুষ্পরাগ কৃষ্ণবিন্দু-অঙ্কিত, রুক্ষ, শ্বেত, মলিন, লঘু, দীপ্তিহীন ও কর্কর-যুক্ত, তাহা ব্যবহার করিলে অনিষ্ট ঘটিয়া থাকে। পুষ্পরাগ অনেক দেশে জন্মিয়া থাকে, তন্মধ্যে ভারতবর্ষ ও সিংহলদ্বীপ জাত পুষ্পরাগ মণিই সর্ব্বোৎকৃষ্ট।

পরীক্ষা।—জাত্য পুষ্পরাগ হইলে তদ্দ্বারা স্ফটিক বিদীর্ণ করা যায় এবং কষ্টি প্রস্তরে ঘর্ষিত হইলে উহা অধিকতর দীপ্তিমান্ হয়।

হীরক।

ইহা সমস্ত রত্ন অপেক্ষা কঠিন এবং তন্নিমিত্ত ইহার অপর নাম বজ্র। ইহা শ্বেত, লোহিত, হরিত, পীত, নীল, কৃষ্ণ ইত্যাদি নানা বর্ণের হইয়া থাকে, এবং স্বভাবের রসায়নক্রিয়ার একটী অনুপম দৃষ্টান্ত; যেহেতু যে উপাদানে অঙ্গার প্রস্তুত হয়, সেই উপাদানে হীরকও নির্ম্মিত হইয়া থাকে। ইহা এত কঠিন যে, কোন তীক্ষ্ণ অস্ত্র দ্বারা বিদ্ধ হয় না। হীরক কেবল হীরক দ্বারা বিদীর্ণ হইতে পারে। গুরুত্ব অন্য রত্নের একটী প্রধান গুণ, কিন্তু লঘুত্ব হীরকেরই শুভ লক্ষণ। সূর্য্যরশ্মি অন্যান্য রত্ন ভেদ করে, কিন্তু উৎকৃষ্ট হীরকে কেবল মাত্র প্রতিবিম্বিত হয়। বোধ হয় পার্থিব পদার্থের মধ্যে ইহার সদৃশ সুন্দর ও চাক্‌চিক্যশালী আর কিছুই নাই। ইহা শুক্রের প্রীতি ও শান্তি উভয়ের নিমিত্ত প্রশস্ত।

(ক্রমশঃ)

হিমালয় দর্শন।

হিমালয় পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বোচ্চ পর্ব্বত এবং প্রকৃতির অসীম লীলাক্ষেত্র। দূর দেশ হইতে বিদেশীয় পর্য্যটকগণও আসিয়া হিমালয় দর্শনে আপনাদিগের নয়ন সফল করিতেছেন। ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণ করিয়া যিনি হিমালয় ও ইহার স্বর্ণোজ্জ্বল

মুকুট কাঞ্চনজঙ্ঘা না দেখিলেন, যথার্থই তাঁহার চক্ষু ধারণ করা বৃথা। হিমালয়ের দৃশ্য অতি আশ্চর্য্য ও বর্ণনার অতীত। চিরদিন কবিগণ ইহার সৌন্দর্য্য শতমুখে কীর্ত্তন করিয়াছেন এবং সাধকগণ ইহার কন্দরে যোগ তপস্যা করিয়া ইহার মাহাত্ম্য অনুভব করিয়াছেন। সম্প্রতি কবিবর পণ্ডিত তারাকুমার কবিরত্ন মহাশয় দার্জ্জিলিং ভ্রমণে গিয়াছিলেন। হিমালয়ের অলৌকিক শোভা সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া তিনি তাঁহার কবিহৃদয়ের উচ্ছ্বাস স্বরূপ "হিমালয় দর্শন" নামে সংস্কৃত একখানি ক্ষুদ্র কাব্য রচনা করিয়াছেন, তৎপাঠে আমরা অত্যন্ত আনন্দ লাভ করিয়াছি। তাঁহার রচিত সংস্কৃত কবিতা সকলের বাঙ্গালা অনুবাদও দিয়াছেন। আমরা পাঠক পাঠিকাগণের চিত্তবিনোদনার্থ কয়েকটী সানুবাদ কবিতা নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম।

কবি হিমালয়ের নমস্কার সূত্রে ইহার মাহাত্ম্য এইরূপে বর্ণনা করিতেছেন :—

ব্যাপ্য স্থিতঃ স্বশিরসা শশিসূর্য্যলোকং
পাদেন নাগভুবনং বপুষা দিশো যঃ।
আশ্চর্য্যজাতমখিলং মিলিতঞ্চ যত্র
বন্দে বিরাড়্ বপুষমীশমহং গিরীণাং॥

যিনি মস্তকদ্বারা চন্দ্রসূর্য্যলোক, পদদ্বারা নাগলোক এবং দেহায়তনে দশ দিক্ ব্যাপিয়া দণ্ডায়মান; জগতের সমস্ত আশ্চর্য্য বস্তু যে স্থানে সম্মিলিত, সেই বিরাট্‌মূর্ত্তি গিরিরাজ হিমালয়কে নমস্কার।

ঝঙ্কারিনির্ঝরশতানি যদীয়মুচ্চৈ
রুদ্‌ঘোষয়ন্তি জয়শব্দমনন্তবিশ্বে।
যঃ শ্বেতচামরশতৈরিব শারদাভ্রৈঃ
সংবীজ্যতে তমহমদ্রিপতিং নমামি॥

গগনভেদী ঝঙ্কাররবে শত শত নির্ঝরমালা অনন্ত বিশ্বমধ্যে যাঁহার জয় বিঘোষিত করিতেছে, শরদের শুভ্র মেঘ খণ্ড সকল শত শত শ্বেত চামরের ন্যায় যাঁহাকে বীজন করিতেছে, সেই গিরিনাথ হিমালয়কে নমস্কার।

যৎ কীর্ত্তিতোঽয়ং কিল 'দেবতাত্মা'
সত্যং হি তন্নাত্র বিকল্পলেশঃ।
পাপং মনো মে কথমন্যথেমং
দৃষ্ট্বৈব জাতং বিরজঃ প্রফুল্লম্॥

কবিরা এই হিমালয়কে যে দেবতাত্মা বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন, সে কথা সত্য; সে বিষয়ে বিন্দুমাত্র সংশয় নাই। ইনি যদি দেবতা না হইবেন, তবে ইঁহাকে দেখিবা মাত্র আমার পাপকলুষিত চিত্ত এরূপ নির্ম্মল ও প্রফুল্ল হইল কেন?

হিমালয় মেঘের রাজা। এখানে মেঘে মস্তকের উপর আকাশ রচনা করে, আবার পদনিম্নে আকাশের ভ্রম জন্মায়। মেঘ সকল চারি দিক্ হইতে আসিয়া গাত্র স্পর্শ করে এবং গৃহের মধ্যে ধূম্রের ন্যায় প্রবেশ করে। কবি তাহার সুন্দর বর্ণনা করিতেছেন।

অসৌ গিরির্বারিদজন্মভূমিঃ
অনন্তমেঘালিবিহারভূমিঃ।

মেঘপ্রবেশস্য নিবারণায়
রুদ্ধেষু গেহেষু জনা বসন্তি ॥

এই হিমালয় মেঘের জন্মভূমি এবং অনন্ত মেঘমালার লীলাক্ষেত্র। মেঘ প্রবেশ নিবারণ করিবার জন্য এ স্থানের লোকেরা ঘরের জানালা দরজা বন্ধ করিয়া বাস করে।

অধস্তলং শারদবারিবাহৈঃ
শুক্লীকৃতং ভাতি নভো যথৈব।
গৌরীগুরোর্ভক্তিভরেণ মন্যে
পদস্য মূলে পতিতং নভোঽস্য ॥

ইহার অধোদেশ শারদীয় মেঘমালায় শুভ্রবর্ণ হইয়া ঠিক্ আকাশের ন্যায় দেখাইতেছে; যেন আকাশ ভক্তিভরে এই গৌরীপিতা হিমালয়ের পদতলে পতিত হইয়াছে।

অস্মিন্ গিরৌ কুজ্ঝটিভিঃ সমন্তাৎ
সমাবৃতে তির্য্যগধস্তথোর্দ্ধং।
একার্ণবে ভাতি যথা নিমগ্নং
সাকাশপাতালমশেষবিশ্বং ॥

এই ভূধরের অধোভাগ, উর্দ্ধভাগ ও তির্য্যক্ সমস্তই যখন কুজ্ঝটিকায় আবৃত হয়, তখন জ্ঞান হয়,—সমস্ত বিশ্ব একার্ণবে ডুবিয়াছে, আকাশ পাতাল সকলি একাকার।

হিমালয়প্রদেশবাসী লোকদিগের স্বাস্থ্য, বল ও সুখসচ্ছন্দ সম্বন্ধে কবি বলিতেছেন—

অস্মিন্ হিমাদ্রৌ বসতাং শরীরং
হৃষ্টঞ্চ পুষ্টঞ্চ নিরাময়ঞ্চ।
সুশিক্ষিতাদ্রুগ্নবিশীর্ণদেহাৎ
বরং হি মূর্খা অপি পার্ব্বতীয়াঃ ॥

এস্থানের অধিবাসীরা সদাই নীরোগ, হৃষ্ট পুষ্ট ও প্রফুল্লচিত্ত। এই সকল পার্ব্বত্যজাতি অশিক্ষিত হইলেও, রুগ্ন ও ভগ্নদেহ সুশিক্ষিত সভ্যগণ অপেক্ষা সুখী।

দৃঢ়া বলিষ্ঠাঃ পুরুষাঃ স্ত্রিয়শ্চ
নিধায় পৃষ্ঠে বৃষবাহ্যভারান্।
নতোন্নতান্ দুর্গমশৈলমার্গান
ক্রামন্তি দূরানবলীলয়ৈব ॥

স্ত্রীলোক ও পুরুষেরা এক এক জন এক একটী বলদের বোঝা পৃষ্ঠে করিয়া, বন্ধুর, দুর্গম, সুদূর পার্ব্বত্য পথ সকল অবলীলাক্রমে অতিক্রম করিতেছে।

যেষাং সকৃদ্দর্শনমাত্রমেব
শিরো বিঘূর্ণত্যতিভীষণত্বাৎ।
অহো সহেলং গিরিসঙ্কটানি
তীর্য্যন্তি বালা অপি পার্ব্বতীয়াঃ ॥

যে সকল ভীষণ গিরিসঙ্কটের দিকে একবার চাহিয়া দেখিলেও মাথা ঘুরিয়া যায়, পার্ব্বত্য শিশুরাও সে সকল গিরিসঙ্কট অনায়াসে পার হইতেছে।

হিমালয়ে উদ্ভিদরাজি ও জলস্রোতের কেমন আশ্চর্য্য শোভা বর্ণিত হইতেছে:—

অস্মিন্ গিরৌ নিত্যফলপ্রসূনাঃ
বৃক্ষলতা নিত্যনবীনপত্রাঃ।
বহন্তি নিত্যং শতনির্ঝরীণাং
ধারা দ্রবাণামিব রাজতানাং ॥

এ স্থানে বৃক্ষ ও লতার নিত্যই ফল

পুষ্পের শোভা, নব পল্লবের শোভা নিত্য নিত্য, দ্রবীভূত রজতধারার ন্যায় শত শত নির্ঝরধারা এ স্থানে নিত্যই প্রবহমাণ।

যুগান্তরাণামপি সাক্ষিণোঽস্মিন্
শালা বিশালাঃ সুরদারবশ্চ।
উদ্বাহবো যোগিজনা যথৈব
প্রসার্য্য শাখা ইব যোগমগ্নাঃ॥

এই পর্ব্বতে প্রকাণ্ড শালবৃক্ষ ও দেবদারু দৃষ্ট হয়; এই সকল বৃক্ষ বহুকালের পুরাতন যুগযুগান্তরের সাক্ষিস্বরূপ; ইহারা ঊর্দ্ধে শাখা-বিস্তার করিয়া যেন ঊর্দ্ধবাহু যোগিগণের ন্যায় মহাযোগে মগ্ন হইয়া আছে।

হিমালয়ে এক সময়ে কত প্রকার বিচিত্র দৃশ্য, তাহা এখানে চিত্রিত হইয়াছে :—

ক্বচিৎ তুষারৈশ্চিরদুর্গমোঽয়ং
সুখেন গম্যঃ ক্বচিদেষ জীবৈঃ।
অহো বিচিত্রং! সমমেব ধত্তে
ঘনান্ধকারাতপবর্ষণানি॥

কোন স্থান চিরতুষার-রাশি-সমাবৃত, প্রাণিমাত্রেরই অগম্য; কোনও স্থানে জীবগণ সুখে বিচরণ করিতেছে। একই সময়ে দেখিতে পাইবে,—কোনও স্থানে ঘোর মেঘান্ধকার, কোথাও রৌদ্র, কোথাও বৃষ্টি, অহো কি আশ্চর্য্য!

ন চোচ্চতায়াঃ নচ নিম্নতায়াঃ
বিচিত্রতায়াশ্চ ন যত্র সীমা।
একত্র বৈচিত্র্যমশেষরূপং
দ্রষ্টুং বিধাত্রা কিমু নির্ম্মিতোঽয়ং॥

এই হিমালয়ের উচ্চতারও সীমা নাই, নিম্নতারও সীমা নাই, বিচিত্রতারও সীমা নাই। আহা! বিধাতা সকল প্রকার বৈচিত্র্য এক সঙ্গে মিলিত দেখিবার জন্যই কি ইহাকে নির্ম্মাণ করিয়াছেন?

কাঞ্চনজঙ্ঘা কবির তুলিকায় এইরূপ লোকাতীত সৌন্দর্য্যে চিত্রিত :—

উদীয়মানারুণরাগরক্তঃ
কর্পূরগৌরো ধবলাচলোঽয়ম্।
বিশ্বেশ্বরী-ব্রহ্মময়ী-জনন্যাঃ
ভাতি জ্বলৎ স্বর্ণময়ীব মূর্ত্তিঃ॥

কর্পূরের ন্যায় বিশুভ্র এই ধবলাচল যখন নবোদিত অরুণালোকে রঞ্জিত হয়, তখন মনে হয়, যেন বিশ্বেশ্বরী ব্রহ্মময়ী মার জলন্ত স্বর্ণময়ী প্রতিমা শোভা পাইতেছে।

বিদ্যোতিতশ্চন্দ্রমরীচীজালৈঃ
আভাতি রাত্রৌ ধবলাচলোঽয়ং।
পুঞ্জীকৃতানন্তনিরঙ্কচন্দ্রা
সৃষ্টির্বিধেঃ স্বপ্নময়ীব কাপি॥

রাত্রিকালে এই ধবলাচল যখন নির্ম্মল চন্দ্রালোকে উদ্ভাসিত হয়, তখন দেখিলে জ্ঞান হয়, যেন অনন্ত কোটী নিষ্কলঙ্ক চন্দ্র স্তরে স্তরে পর্ব্বতাকারে রাশীকৃত!!! যেন বিধাতার কি এক অনির্বচনীয় স্বপ্নময়ী সৃষ্টি!

হিমালয় সৃষ্টিকর্ত্তার সৌন্দর্য্য প্রচার এবং ভারতের মহিমা ঘোষণার জন্য দণ্ডায়মান, কবি এই ভাবে বলিতেছেন:—

অকথ্যসৌন্দর্য্যলবং যদঙ্গাৎ
ত্বং মোহনং রূপমিদং বিভর্ষি।
অনন্তসৌন্দর্য্যমহানিধিং তং
জগৎপতিং দর্শয় শৈল! মহ্যম্॥

হে ভূধর! তুমি যাঁহার অঙ্গের কণামাত্র সৌন্দর্য্য লাভ করিয়া এই ভুবনমোহন রূপ ধারণ করিয়াছ, সেই অনন্ত সৌন্দর্য্যের মহানিধি ব্রহ্মাণ্ডপতিকে আমায় দেখাও।

শৈলেশ কিং ভারতভূমিমাতুঃ
মহামহিম্নো ধ্রুবলোকমধ্যে।
বিঘোষণার্থং শির এবমুচ্চৈঃ
কৃতং ত্বয়া দারিতসপ্তলোকং॥

হে শৈলরাজ হিমালয়! জননী ভারতভূমির মহান্ মহিমা ধ্রুবলোকমধ্যে ঘোষণা করিবার জন্যই কি তুমি মস্তক এত উচ্চ করিয়াছ? তোমার মস্তক কি তাই সপ্ত লোক ভেদ করিয়া উত্থিত হইতেছে?

হিমালয়-দর্শন কবিরত্ন মহাশয়ের কবিত্ব শক্তির অন্যতম নিদর্শন। যিনি ইহা পাঠ করিবেন, তাঁহার হৃদয় প্রশস্ত এবং অন্তঃকরণ সদ্ভাবে পূর্ণ হইবে, সন্দেহ নাই।

কলালাপ।

(৩৮৮ সংখ্যা,—২৫ পৃষ্ঠার পর)

১৬। তকুর্কর্ম্ম,—টেকো দ্বারা সূত্র প্রস্তুত করার নাম তকুর্কর্ম্ম। পূর্ব্বকালে কি ভদ্র, কি ইতরবংশীয়া প্রাচীনা স্ত্রীগণ টেকো দ্বারা অতি সূক্ষ্ম সূত্র প্রস্তুত করিতেন। সেই সূত্র দ্বারা চিক্কণ বস্ত্র নির্ম্মিত হইত এবং ব্রাহ্মণজাতীয়া প্রাচীনাগণ স্বহস্ত-নির্ম্মিত সূত্র দ্বারা ব্রাহ্মণদিগের জন্য উপবীতও প্রস্তুত করিতেন। এককালে ঢাকা অঞ্চলে এই তকুর্কর্ম্মের অসাধারণ শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছিল। মলমল খাস্, জগন্নাথ মস্‌লিন্ প্রভৃতি সূক্ষ্ম বস্ত্র যে সূত্রে নির্ম্মিত হইত, সেই সূত্র বালিকা ও কিশোরীগণ ভিন্ন অন্যে প্রস্তুত করিতে পারিত না। সমস্ত দিবসের মধ্যে পূর্ব্বাহ্লের কয়েক দণ্ড মাত্র ঐরূপ সূত্র নির্ম্মাণের সময় নির্দ্দিষ্ট ছিল। ঐ সকল বস্ত্রের সূক্ষ্মতার বিবরণ শ্রবণ করিলে বিস্মিত হইতে হয়। এক থান কাপড় একটী অঙ্গুরীর মধ্য দিয়া যাইতে পারিত এবং রাত্রে ঐ বস্ত্র অনাবৃত স্থানে রক্ষা করিলে প্রাতে উহা শিশিরে অদৃশ্য হইয়া যাইত। উহার এক একটী থান সহস্রাধিক মুদ্রায় বিক্রয় হইত। কোন সময়ে সপ্তস্তরে তাদৃশ বস্ত্র পরিধান করিয়া আরঙ্গজেবের পুত্রী রোসিনারা পিতার সম্মুখীন হইলে পিতা তাঁহাকে নগ্না বলিয়া তিরস্কার করিয়াছিলেন। সে অপূর্ব্ব সূত্রশিল্প ভারতে অনেক দিন হইল লোপ পাইয়াছে।

অর্দ্ধ শতাব্দী পূর্ব্বেও যাহা ছিল, বিলাতী সূত্র ও বস্ত্রের আমদানীতে তাহাও গিয়াছে। এখন ব্রাহ্মণের উপবীত পর্য্যন্তও বিলাতী বাণ্ডিলের সূতায় প্রস্তুত হইতেছে। পূর্ব্বে গোবরডাঙ্গা ইছাপুর অঞ্চলের ব্রাহ্মণবংশীয়া রমণীদিগের উপবীত প্রস্তুত করায় বড়ই আমোদ ছিল। নিজে নিজে সূতা কাটিতেন এবং সেই সূতায় উপবীত নির্ম্মাণ করিয়া বিক্রয় করিতেন। কখন কখন শতাধিকহস্তমিত একটী একটী উপবীত বড় এলাচির খোসার মধ্যে স্থাপন করিয়া আত্মীয় স্বজনগণকে উপহার প্রদান করিতেন। এখন তকুর্-সূত্র দ্বারা দেশের বস্ত্রাভাব দূর করা অসম্ভব। কিন্তু যাঁহারা ভারতে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্ম রক্ষায় মহা ব্যস্ত, তাঁহাদের অন্ততঃ উপবীতগুলি দেশীয় তকুর্ সূত্র দ্বারা নির্ম্মাণ করাইবার চেষ্টা করা উচিত।

১৭। তক্ষণ,—এই শব্দের প্রকৃত অর্থ রেঁদা দ্বারা কাষ্ঠ পরিষ্কার করা। রেঁদা সূত্রধরের অস্ত্র, এই জন্য তক্ষণ-শব্দে এক্ষণে সূত্রধরের সমস্ত কার্য্যই বুঝাইয়া থাকে। মনুষ্যসমাজে তক্ষণ প্রধান ও প্রয়োজনীয় শিল্প। মানব-সমাজের শ্রীবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গেই তক্ষণ কার্য্যের শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে। কি দরিদ্রের পর্ণকুটীর, কি সম্রাটের ইন্দ্রভবন, তক্ষণ-কার্য্যের কিছু না কিছু নিদর্শন না আছে, এমন গৃহই নাই। তদ্‌ব্যতিরেকে পথে, ঘাটে, জলে, স্থলে সর্ব্বত্রই তক্ষণ দেদীপ্যমান। অতএব সূত্রধর জাতি জনসমাজের বিশেষ আদরণীয় ও প্রয়োজনীয়। কিন্তু দেশীয় সূত্রধরের বড়ই দুরবস্থা। কলিকাতাবাসী ২।৪ ঘর সূত্রধর ব্যতীত মফঃসলে ঐ জাতির গৃহে লেখা পড়ার চর্চ্চা আদৌ নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। বিশেষতঃ ঐ জাতির অমিতব্যয়িতা চিরপ্রসিদ্ধ। অন্যজাতীয় গৃহস্থের গৃহে অপব্যয়ের লক্ষণ দেখিলে, লোকে ছুতরের ঘরের সঙ্গে তাহার তুলনা করে। ঘরে একদিনের উপযুক্ত চাউল নাই, অথচ সূত্রধর একদিনের সমস্ত উপার্জ্জন এবং তাহার উপর আরও কিছু কর্জ্জ করিয়া প্রকাণ্ড রোহিত মৎস্য ক্রয় পূর্ব্বক মধ্যাহ্নকালে গৃহে ফিরিল। সূত্রধর-গৃহিণী কাঠা পালি হাতে করিয়া চাউল ধার করিতে বাহির হইল। এরূপ ঘটনা প্রায়ই শুনা যায়। সহর অঞ্চলের সূত্রধরদিগের ঐরূপ অপব্যয়ের উপর পানদোষ ও আনুষঙ্গিক অপরাপর দোষ আছে। “হুতোম প্যাঁচার নক্‌সা” প্রভৃতি গ্রন্থে তাহারও নিদর্শন পাওয়া যায়। আমরা ভরসা করি, দেশীয় মেলা মহোৎসবের অধ্যক্ষগণ ঐ জাতির নৈতিক উৎকর্ষ সাধন পক্ষেও দৃষ্টি রাখিবেন।

১৮। বাস্তুবিদ্যা,—ভদ্রাসন ভূমির শুভাশুভ নির্ণায়ক শাস্ত্র। যে কারণে দেশীয় জ্যোতিষ মুমূর্ষু, সেই কারণেই বাস্তুবিদ্যা লুপ্তপ্রায়। পূর্ব্বকালে কোন স্থানে ভদ্রাসন গৃহ নির্ম্মাণ করিতে হইলে, বাস্তুবিদ্যাবিৎ পণ্ডিতগণ দ্বারা অগ্রে ভূমির

পরীক্ষা করান হইত। এরূপ শুনা যায়, ভূমির নিম্নে কৃষ্ণমার্জ্জার, কৃষ্ণাশ্ব, পেচক প্রভৃতি প্রাণীর অস্থি নিহিত থাকিলে ঐ ভূমির উপর গৃহাদি নির্ম্মাণ করা হইত না। কখন বা ঐ সকল অস্থি উদ্ধার করিয়া ভূমিকে পরিশুদ্ধ করা হইত। গৃহস্থের গৃহে নিরন্তর বিবিধ উৎপাত ও অমঙ্গল সংঘটিত হইতে থাকিলে, গৃহ-ভূমির নিম্নে ঐরূপ কোন অশুভজনক পদার্থ আছে, এরূপ অনুমান করা হইত। বাস্তবিৎ পণ্ডিতগণ, ঐ পদার্থ বাটীর কোন্ দিকে কত মাটীর নীচে আছে, তাহাও বলিয়া দিতে পারিতেন। এতদ্ব্যতীত বাস্তুভূমি সম্বন্ধীয় নানাপ্রকার তত্ত্ব ঐ শাস্ত্রে বিবৃত আছে। পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবে ঐ শাস্ত্র কুসংস্কার-মূলক প্রতিপন্ন হওয়ায় এখন আর উহার নামও শুনা যায় না। হিন্দু জ্যোতিষ এইরূপে অশ্রদ্ধাস্পদীভূত হইয়াও পুনরায় অল্প অল্প জ্যোতিঃ বিস্তার করিতে আরম্ভ করিয়াছে! তাহার কারণ, হিন্দু জ্যোতিষশাস্ত্রে ইংরাজের কিয়ৎ পরিমাণে বিশ্বাস হইয়াছে। ঐরূপে বাস্তবিদ্যাতেও যে দিন ইংরাজের বিশ্বাস জন্মিবে, সেই দিন আমরাও আবার শ্মশান হইতে বাস্তবিদ্যার শব টানিয়া গৃহে আনিব এবং পরম যত্নে তাহাতে জীবনসঞ্চারের চেষ্টা করিব। শ্রীপঞ্চমী মেলার অনুষ্ঠাতৃগণ এ বিষয়ে কিঞ্চিৎ অগ্রসর হউন না কেন?

১৯। রূপ্যরত্ন পরীক্ষা, ধাতুবাদ, মণিরাগ জ্ঞান এবং আকর জ্ঞান—এই চতুর্ব্বিধ কলাই এক শ্রেণীর বিদ্যা। প্রথমোক্ত তিনটী বিদ্যা এ দেশীয় স্বর্ণকার ও সুবর্ণ বণিক্‌দিগের হস্তেই ন্যস্ত রহিয়াছে। অধুনা অন্যান্য জাতীয় অল্প-সংখ্যক ব্যক্তিও ঐ বিদ্যা অল্প স্বল্প শিক্ষা করিয়া স্বর্ণ রৌপ্যাদির ব্যবসায় করিতেছেন। দেশীয় স্বর্ণ-রৌপ্য-রত্ন-ব্যবসায়ি-গণের তত্ত্ববিষয়ক জ্ঞানের সীমা যতদূর,—ঐ সকল দ্রব্যের ব্যবসায়ও সেই সীমার মধ্যেই চলিতেছে—কদাচ তাহা অতি-ক্রম করিতে পারে না। অর্থাৎ তাঁহারা যদি ২০৲ টাকা মূল্যের স্বর্ণকে ২৫৲ বা ১৫৲ টাকার বলিয়া বুঝেন, আমাদিগকেও তাহা সেই সেই মূল্যে ক্রয়, বা বিক্রয় করিতে হইবে। এজন্য সর্ব্বসাধারণেরই ঐ সকল বিদ্যায় এক প্রকার জ্ঞান থাকা উচিত; কেননা গৃহস্থমাত্রেরই ঐ সকল বস্তুর সহিত অল্প বিস্তর সম্বন্ধ আছে। "আকর জ্ঞান"—এই বিদ্যাটী এ দেশে লোপ পাইয়াও এখন ইউরোপ আমে-রিকার সভ্যদেশ সকলে একটী প্রধান বিদ্যারূপে আদৃত হইয়াছে। অনেকে ঐ বিদ্যায় পণ্ডিত হইয়া প্রচুর পরিমাণে অর্থ ও খ্যাতি প্রতিপত্তি উপার্জ্জন করিতেছেন। স্বর্ণ, রৌপ্য, লৌহ, মৃদঙ্গার, পারদ, হরি-তাল, লবণ, তাম্র, অভ্র, হীরক, অয়স্কান্ত, স্ফটিকাদি মণিগণ, চূর্ণপ্রস্তর, শ্লেট্ প্রস্তর ইত্যাদি বহুবিধ পদার্থ ভারতের ভূগর্ভে জন্মিয়া থাকে। বিদেশীয়েরা এ দেশের খনি হইতে ঐ সকল পদার্থ

উত্তোলন করিয়া প্রচুর অর্থ লাভ করে; —কিন্তু আকরজ্ঞান না থাকায় ভারতবাসিগণ "ভ্যাভ্যা গঙ্গারামের" ন্যায় তাহা কেবল চাহিয়া দেখেন। কেহ কেহ বা খনিজসংগ্রাহক কোম্পানীর দপ্তরে কেরাণিগিরি করিয়া উদর পোষণ করেন। বরাকরের কল কারখানা কিরূপ কাণ্ড এবং তথায় কি হইতেছে, কেহ তাহার সংবাদ রাখেন কি? ইউরোপীয় খনিজ বিদ্যারূপ "হাড়গিলে" পক্ষীর চঞ্চুর আঘাতে তত্রত্য পাহাড় পর্ব্বত বিদীর্ণ হইয়া মিশ্র ধাতুপিণ্ড প্রদান করিতেছে এবং সেই ধাতুপিণ্ড সকল ঐ কারখানায় গালাই হইয়া বিভিন্ন ধাতুরূপে পরিণত হইতেছে! বর্ত্তমান কালে বিলাতই লক্ষ্মী সরস্বতীর বিলাসক্ষেত্র,—তথায় ঐ সকল বিদ্যারই বিলক্ষণ চর্চ্চা আছে। সিবিলিয়ান্ হইতে—ব্যারিষ্টার হইতে এ দেশের অনেকেই বিলাত গিয়া থাকেন। কিন্তু কৃষি, শিল্প, ধাতু ও মণিবিদ্যা, খনিজবিদ্যাদি শিক্ষা করিতে এদেশের কয়জন বিলাত গিয়া থাকেন? যে কয় জন কৃষিবিদ্যা শিক্ষা করিয়া আসিয়াছেন,—দেশের দুর্ভাগ্য বশতঃ তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ গুরুমহাশয়গিরি—কেহ কেহ কেরাণিগিরি করিতেছেন। একজন বুঝি জমীন্দারের ম্যানেজার হইয়াছেন। যত দিন এ দেশীয়গণের বিলাতগমন আরম্ভ হইয়াছে, ততদিনের মধ্যে শুনিতে পাই, একজন মাত্র জমীন্দারপুত্র খনিজবিদ্যা শিক্ষা করিয়া আসিয়াছেন। কিন্তু শিখিলে কি হয়, দেশে আসিয়া যে জমীন্দার,—সেই জমীন্দার! যেমন এঁকের পোষাক অন্যের শরীরে খাটে না, তেমনি বোধ হয়, বিলাতের বিদ্যা এ দেশে ফলবতী হইবে না। যখন এককালে এ দেশে ঐ সকল বিদ্যার সৃষ্টি হইয়াছিল, তখন এদেশীয়গণ অবশ্যই উহার ফল ভোগ করিয়াছিলেন। অতএব শ্রীপঞ্চমী মেলার নেতৃগণ ঐ সকল মরা বিদ্যাকে আর একবার বাঁচাইবার চেষ্টা করুন। যাঁহারা দেশের প্রকৃত হিত সাধন করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা বিদেশীয় রাজনীতির মরীচিকাময় মরুভূমি পরিত্যাগ করিয়া এই দিকে আসুন।

২০। বৃক্ষায়ুর্ব্বেদ,—যে শাস্ত্র দ্বারা তরু-গুল্ম-লতার রোগ নির্ণয় ও তৎপ্রতীকার করা যায়, তাহার নাম বৃক্ষায়ুর্ব্বেদ। ইহা কৃষিবিজ্ঞানের শাখা বিজ্ঞান বিশেষ। কৃষিকার্য্য ও উদ্যানকার্য্যের উন্নতিকল্পে উহা যে কিরূপ প্রয়োজনীয় শাস্ত্র, তাহা উহার নাম দ্বারাই প্রতিপন্ন হইতেছে। ভারতীয় লোক সমাজ এককালে যে কি আশ্চর্য্য উন্নতি লাভ করিয়াছিল, পূর্ব্বোক্ত শাস্ত্রাদির নামগুলিই তাহার জলন্ত সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। এক্ষণে দেশীয় কৃষির উন্নতি সাধন বিষয়ে বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্টের এবং কতিপয় শিক্ষিত বঙ্গবাসীর দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছে। রাজনৈতিক দৃষ্টি সহকারে দেশের বর্ত্তমান ও ভাবী অবস্থার পর্য্যালোচনা করিলে বেশ বুঝা যায় যে, বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে দেশীয়

কৃষির উন্নতি সাধন নিতান্ত আবশ্যক হইয়া উঠিয়াছে। অতএব আমাদের বিশেষ অনুরোধ যে, শ্রীপঞ্চমী মেলার নেতৃগণ প্রাচীন কৃষিবিজ্ঞান, বৃক্ষায়ুর্ব্বেদ প্রভৃতি প্রয়োজনীয় শাস্ত্রগুলির আবিষ্কার ও প্রচার বিষয়ে বিধিমত চেষ্টা করিবেন।

(ক্রমশঃ)

রত্নমালা।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

এক দিন অপরাহ্ণে গঙ্গার বালুকাময় পুলিন-প্রদেশে তেজকুমার নামক এক বয়স্ক যুবা ধীরে ধীরে বেড়াইতেছিল। গঙ্গার তটস্থ ভূমির চারি পাশে বিবিধ কুসুমতরু ও রমণীয় উদ্যান-বৃক্ষ রোপিত। তটস্থ কুসুমোদ্যানে ভ্রমরা-গুঞ্জনের সঙ্গে মৃদু-সমীর-সঞ্চালিত লতিকা-দামের মৃদু নিনাদ উত্থিত হইতেছিল। কপোতাক্ষি গঙ্গাবাণের জলে পূর্ণ-যৌবনার ন্যায় উচ্ছ্বসিত হইয়া কূলে কূলে বহিয়া যাইতেছিল।

তেজকুমারের মনে আজ একটি বহু-দিনকার পুরাণ স্মৃতি জাগরিত—আজ তাঁহার মন একটি সুখের ভাবনায় নিমগ্ন। তেজকুমার সুখের আতিশয্য বশতঃ কখন দ্রুত-পাদক্ষেপে, কখন বা মৃদু পাদসঞ্চালনে চলিতেছে, কখন বা কুসুম তুলিতে গিয়া রোরুদ্যমান প্রজাপতিকে ধরিয়া ফেলিতেছে, কখন বা ভ্রমরকে উড়াইতে গিয়া নবপল্লবিত শাখা ভাঙ্গিয়া আনিতেছে। তখন তাহার ক্ষুদ্র ওষ্ঠাধর ঈষৎ বিভিন্ন ও উজ্জ্বল চক্ষুদ্বয় ঈষৎ বিস্ফারিত ছিল, সহসা কুসুমসন্নিভ একটি বিষাদময়ী বালিকামূর্ত্তি তাহার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। তেজকুমার বালিকার মুখে আজ এক নূতনতর দুঃখের উচ্ছ্বাস দেখিতে পাইয়া করুণ স্নেহের কণ্ঠে কহিল "সেফালি! তুই কি আর কখনও হাস্‌বি না?" বালিকা হাসিয়া উঠিল, কিন্তু সে হাসি বিদ্যুতের ন্যায় একবার জ্বলিয়াই নিবিয়া গেল। বালিকা চোখের জল সামলাইতে গিয়া মুখ ফিরাইয়া কহিল "দাদা! তুমি শীঘ্র এস, বাবা তোমাকে ডাকছেন।"

তেজকুমার বালিকার সঙ্গে গৃহে প্রত্যাগত হইয়া যাহা দেখিল, তাহাতে তাহার প্রাণ ভবিষ্যৎ বিপদাশঙ্কায় ব্যাকুল হইয়া উঠিল। তাহার কম্পিত অধর কারণ জিজ্ঞাসা করার অগ্রেই তাহার পিতা পিনাকী কহিলেন "অদৃষ্টের লিপি কেহ কোন দিন খণ্ডন করিতে পারে না, অতএব শীঘ্র জন্মভূমির নিকট হইতে চিরবিদায় লইয়া অন্যত্র গমনের জন্য প্রস্তুত হও।"

তেজকুমারের বুঝিতে অধিকক্ষণ বিলম্ব হইল না। সে ক্ষণকাল মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় স্তম্ভিত রহিয়া কহিল, "আমি প্রস্তুত আছি।"

সেফালিও এতক্ষণ হেম-প্রতিমার ন্যায় দণ্ডায়মান ছিল, তাহার বিষাদক্লিষ্ট পাণ্ডু মুখের উপর সন্ধ্যার কিরণ খেলা করিতেছিল, সন্ধ্যার বাতাসে তাহার শিথিল অঞ্চল দুলিতেছিল, চুলের ঝাপটা নড়িতেছিল। পিতা তাহার দিকে চাহিয়া সস্নেহে কহিলেন "কি দেখিতেছ, প্রস্তুত হইয়া আইস।" গৃহের চারি দিকে বন্য পাদপাবলি নূতন কিশলয়ে সজ্জিত হইয়াছিল, রসাল তরুনিচয় সুরভি মুকুলাঙ্কুর প্রসব করিতেছিল, বালিকা তাহাদের প্রতি একবার সস্নেহে দৃষ্টিপাত করিয়া কহিল "চলুন, আমি পূর্ব্ব হইতেই প্রস্তুত হইয়া আছি।"

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

আজ আকাশ বড় মেঘাচ্ছন্ন, সন্ধ্যাতারা একবার জ্বলিয়াই নিভিয়া গেল। প্রবলবেগে ঝটিকা বহিতেছে, মুষলধারে বৃষ্টি পড়িতেছে, ঘন ঘন শিলাঘাত ও বজ্রপাতের ভয়ে প্রাণ সশঙ্কিত। একটি বিস্তৃত অরণ্যভূমির মধ্য দিয়া একটি সঙ্কীর্ণ পথ বক্রভাবে চলিয়া গিয়াছে।

এই ঘোর ভয়াবহ সময়ে এই দুর্গম বনপথে তিন জন মনুষ্য দ্রুতবেগে চলিতেছিল। প্রতিপদে তাহাদের পদস্খলন হইতেছে, দণ্ডে দণ্ডে সর্ব্বশরীর রোমাঞ্চিত হইতেছে, কিন্তু তবুও তাহারা চলিতেছে। হায়! আজ তাহারা আশ্রয়শূন্য পর দেশের অপরিচিত পথিক, এ দুর্দ্দিনে তাহাদিগকে কে আশ্রয় দিবে? সেই সময় বজ্রনাদের সঙ্গে সঙ্গে কয়েকটি বন্দুকের ধ্বনি ধ্বনিত হইল। তাহাদের পার্শ্ব দিয়াই ভীমবেগে বন্দুকের গুলি চলিয়া গেল, অমনি ভয়বিহ্বলা সেফালি বজ্রমুষ্টিতে দাদার হস্ত ধরিয়া কহিল "বড় ভয় করে।" তেজকুমার এক হাতে ভগ্নীর হস্ত, অপর হাতে পিতার হস্ত ধরিয়া কহিল "ভগবান্ সহায় হও, এ ভীষণ দুর্দ্দিনে কি আমাদের কোথাও আশ্রয় নাই?—একটিও বন্ধু নাই?"।

"হাঁ আছে, এই দিকে এস, এখনও একটি ক্ষুদ্র কুটীরের দ্বার তোমাদের জন্যই উন্মুক্ত।"

এই দুর্দ্দিনে দুঃসময়ে দ্বিযাম রজনীতে ঘোর অরণ্যানীর মধ্যে এই কোমল মনুষ্য-কণ্ঠ তাহাদের কর্ণে দেবাদেশের ন্যায় ধ্বনিত হইল। সহসা ঈশ্বরের প্রসাদ-স্বরূপ তাহাদের সম্মুখে বিদ্যুদালোক জ্বলিয়া উঠিল। সেই স্বর্গীয় আলোক একটি কুটীরের মুক্ত দরজা দেখাইয়া দিয়া গেল। তাহারা তন্মুহূর্ত্তেই ঈশ্বরকে ধন্যবাদ প্রদানপূর্ব্বক কৃতজ্ঞহৃদয়ে সানন্দ-চিত্তে কুটীরের ভিতর প্রবেশ করিল। কুটীরের কক্ষে ক্ষীণ দীপালোকে একজন তরুণ-বয়স্ক সন্ন্যাসী দণ্ডায়মান ছিল।

সে রজনী প্রভাত হইল। প্রকৃতি যেন রণরঙ্গে সমস্ত রাত্রি নৃত্য করিতে করিতে এখন প্রভাতের বাতাসে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে, বৃক্ষের একটি লতাও নড়িতেছে না,

একটি পাতাও ঝরিতেছে না, সমস্ত কানন নিস্তব্ধ—নীরব। কুটীরের পার্শ্বস্থ শিলা-খণ্ডে উপবেশন করিয়া তেজকুমার ও তাহার পিতা গভীর চিন্তামগ্ন। সেফালি কেবল শুষ্ক অধরে ঈষৎ হাসিরেখা অঙ্কিত করিয়া নিরতিশয় আনন্দ উৎসাহে চারি দিকে ভ্রমণ করিতেছে। এইরূপ শান্তবদনা প্রকৃতিকে সৌহৃদয়ের সহিত ভালবাসিত। সেই নিবিড় বনস্থলী সুন্দর শৈলমালায় সমলংকৃত। একটি ক্ষুদ্র গিরিবর্ত্মের নিম্ন-দেশে বিষাদিনীর ক্ষীণ আশার ন্যায় একটি ছোট নদী বহিয়া যাইতেছিল। সেই চঞ্চল নদীবক্ষে প্রকৃতির অঙ্গচ্যুত অলঙ্কারের ন্যায় বিকসিত শ্বেত পুষ্পনিচয় নিপতিত হইয়া ভাসিয়া যাতেছিল।

এই গিরিবর্ত্মের নিম্নভূমিতে কি জীবন্ত শান্তি, কি স্বর্গীয় মধুরতা! সেফালি ধীরে ধীরে গিয়া সেই নব-দূর্ব্বাদলশ্যাম সৌন্দর্য্যরাশির উপর উপবেশন করিল, তাহার চারি পাশে ছোট ছোট বৃক্ষগুলি স্ফুটন্ত কুসুমভারে সজ্জিত হইয়া বিন্দু বিন্দু জলভার বহন করিয়া কোন অনির্দ্দিষ্ট দেবতার পূজার জন্য দাঁড়াইয়া আছে। আজ এই শান্ত প্রভাতে সকলি আর্দ্র, সকলি পরিম্লান। দেখিতে দেখিতে বালিকার ম্লান বদনও চক্ষুজলে আর্দ্র হইয়া উঠিল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

তেজকুমার কহিল "পিতঃ! তুমি কি সন্ন্যাসীকে পূর্ব্বে কখনও দেখিয়াছিলে?

পিনাকী। হাঁ, এই সন্ন্যাসীই পূর্ব্বে আমাকে হঠাৎ পলায়নের পরামর্শ দেন।

তেজ। তিনি আরও কি কিছু বলিয়া-ছিলেন?

পিনাকী। এ বনবর্ত্মে প্রবেশ করা তাঁহারই আদেশ।

তেজ। এ কুটীর কি তাঁহারই?

পিনাকী। জানি না।

তেজ। রজনী প্রভাত হইতে না হইতে সন্ন্যাসী কোথায় অন্তর্হিত হইলেন?

পিনাকী। তাহাও বলিতে পারি না।

তেজ। তাঁহাকে পূর্ব্বে কোথায়ও দেখিয়াছ বলিয়া তোমার প্রতীতি হয় না?

পিনাকী। না, তাঁহাকে পূর্ব্বে কোথাও দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না।

তেজ। বন্দুকের গুলি বোধ হয় আমাদিগকেই লক্ষ্য করিয়া আসিয়াছিল।

পিনাকী। শুনিয়াছি সেই দুর্দ্দান্তই আমাদিগের পথরোধ করিবার জন্য স্থানে স্থানে গুপ্তচর প্রেরণ করিয়াছে। কল্যাকার অন্ধকার অরণ্যগর্ভে যদি আমরা অতর্কিতভাবে নিহত হইতাম, তবে আর কে জানিতে পারিত? চক্রীর চক্র এমনি ভয়ানক!

তেজ। কি আশ্চর্য্য! সেফালি স্বর্গের পরী হইয়া সেই বিষম নরককুণ্ডে নিপতিত হইবে? রমণী-মনের কি অপ্রতি-হত বেগ!

উষাকল্প শশীর ন্যায় সেফালির পাণ্ডু মুখের দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া পিনাকী কহিলেন, অমর-বাঞ্ছনীয় আকাশের

উজ্জ্বল নক্ষত্র সংসারের ঘোর আবর্ত্তে নিপতিত হইয়া চিরকাল লাঞ্ছিত হইবে; অদৃষ্টের লিপি কে খণ্ডন করিতে পারে?

তেজ। জ্ঞানবুদ্ধিসমন্বিত মানবের এ সব নৃশংসোচিত কার্য্য কি দুঃখাবহ! ভগবান্ ইহার নিরাকরণ করুন। এইখানেই কথাবর্ত্তা শেষ করিয়া কন্যা পুত্রের সহ পিনাকী তথা হইতে দ্বিগুণতর একটী গভীর অরণ্যে প্রবেশ করিলেন এবং তথাকার নিভৃততম প্রদেশে বনপাদপসমূহের বিশাল শাখা পল্লবে একটী অপূর্ব্ব কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া সকলে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। সেই কুটীরের পশ্চিম পার্শ্বস্থ ঘনশৈলমালার অভ্যন্তর দিয়া মুকুল পল্লবে সজ্জিত একটী রমণীয় পথ চলিয়া গিয়াছে। একদিন প্রভাতে তেজকুমার সেফালিকে কিছু না বলিয়া সেই পথে চলিয়া গেল—বেড়াইতে বেড়াইতে অনেক দূর গেল। সম্মুখে এক খানি ক্ষুদ্র পল্লীগ্রাম। তথায় একটী আম্র বৃক্ষের নীচে শুভ্রপট্টবস্ত্রপরিহিতা একটী রমণীমূর্ত্তি দণ্ডায়মান ছিল। তেজকুমার সে রমণীকে দেখিয়া শিহরিয়া উঠিল, হঠাৎ তাহার মনের মধ্যে একটী পুরাতন কথা জাগিয়া উঠিল। যতই সে রমণীকে দেখিতে লাগিল, ততই তার পুরাতন স্মৃতি মনে পুনরুত্থিত হইতে লাগিল। তাহার সেই উৎকণ্ঠা দেখিয়া রমণী বিস্ময়ে কহিল "বাছা! তুমি কে?"

তেজ। এই গ্রামের নাম কি ছায়াপথ?

রমণী। হাঁ।

তেজ। আপনি আমাকে পূর্ব্বে কোথাও দেখিয়াছেন?

রমণী (কিঞ্চিৎ চিন্তা করিয়া কহিল) হাঁ দেখিয়াছি।

তেজকুমারও কিঞ্চিৎ ইতস্ততঃ করিয়া কহিল "আপনারই সুভগা বলিয়া একটী মেয়ে আছে না?"

রমণী। হাঁ আছে, কেন?

সে কথার কোন উত্তর না দিয়া তেজকুমার দ্রুতপাদবিক্ষেপে আপন কুটীরে প্রত্যাগত হইল, আর কিছু জিজ্ঞাসা করিতে তাহার সাহস হইল না। তেজকুমার কুটীরে গিয়া সেফালিকে কহিল "সেফালি আজ আমি ছায়াপথে গিয়াছিলাম।"

সেফালি আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া কহিল "কি ছায়াপথে গিয়েছিলে?"

তেজ। হাঁ পূর্ব্বে জানিতাম না, ছায়াপথ এখান হইতে এত কাছে।

সেফালি। সেখানে নূতন কি দেখিলে? আমার যাইতে বড় ইচ্ছা করে। বাবার সঙ্গে গিয়া সেখানে প্রায় দুই বৎসর ছিলাম না? সেখানকার কথা আমার অল্প অল্প মনে পড়ে। তুমি কি তোমার পূর্ব্বপরিচিত লোকদিগের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া আসিয়াছ?

তেজ। না সেফালি! কাহারো সঙ্গে সাক্ষাৎ করি নাই।

সেফালি। আর এক দিন যাবে বুঝি?

তেজ। যাব না? অবশ্য যাব।

সেফালি—দেখ সাবধানে চলা ফেরা করিও, শত্রু পদে পদে। (ক্রমশঃ)

সংখ্যাবিষয়ে বিচিত্র সংস্কার।

সকল দেশেই সংখ্যা বিষয়ে ভিন্ন ভিন্ন প্রকার সংস্কার দেখা যায়; লোকে কোন কোন সংখ্যাকে শুভজনক ও কোন কোন সংখ্যাকে অনিষ্টকর মনে করিয়া থাকে। বিযোড় সংখ্যা ১, ৩, ৫ এবং যোড় সংখ্যা ২, ৪, ৬ প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন বস্তু বা ব্যক্তি সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন ফলজনক বলিয়াও সিদ্ধান্ত করা হয়। সুরতী খেলা, জ্যোতিষী গণনা এইরূপ অনেক স্থলেও সংখ্যাবিশেষ বা কয়েক সংখ্যার সমবায় বিশেষ সুফল বা কুফলজনক বলিয়া স্থির করা হয়।

প্রথম ৯টী সংখ্যা সম্বন্ধেই ভিন্ন ভিন্ন প্রকার সংস্কার আছে, তাহা এক এক করিয়া বলা যাইতেছে।

১ (এক)—অদ্বিতীয় ঈশ্বরের স্বরূপ-প্রকাশক বলিয়া পবিত্র। যবদ্বীপ-বাসীরা ১ সংখ্যাকে অতি সৌভাগ্যজনক বলিয়া গণনা করে। ইহারা কৃষি সম্বন্ধীয় ভিন্ন ভিন্ন কার্য্যের জন্য এক একটী দিন নির্দ্দিষ্ট করিয়া থাকে। শস্যসংগ্রহকালে এক দিনে যত শস্য কাটিতে পারে, তাহা গ্রহণ করে; অবশিষ্ট শস্য পরিত্যাগ করিয়া থাকে।

২ (দুই)—প্রাচীন খ্রীষ্টানেরা এই সংখ্যাকে অতি কুলক্ষণজনক মনে করিতেন, কারণ বাইবেলের বর্ণনানুসারে ঈশ্বর দ্বিতীয় দিনে নরকের সৃষ্টি করেন। অনেক ইংরাজ বংশ এই সংখ্যাকে অশুভ-জনক মনে করিতেন। ২য় হারল্ড যুদ্ধে নিহত হন, ২য় উইলিয়ম ও ২য় এডওয়ার্ড ঘাতকের হস্তে প্রাণ হারান। ২য় এথেলরেড, ২য় রিচার্ড, ২য় জেম্‌স সিংহাসন পরিত্যাগে বাধ্য হন। ২য় হেন্‌রী, ২য় চার্লস, ২য় জর্জ অনেক প্রকারে দুর্ভাগ্যগ্রস্ত হন। ইউরোপের অন্যান্য রাজাদের মধ্যেও এই সংখ্যার কুফল ফলিয়াছে। ফ্রান্স, নাভার, স্পেন, আঁজো এবং সেবয়ের ২য় চার্লস, ইহাঁদের সকলেরই পরিণাম মন্দ।

৩ (তিন)—এই সংখ্যা সম্বন্ধে লোকের অদ্ভুত বিশ্বাস দেখা যায়। পিথাগোরাস-নামক প্রাচীন পণ্ডিতের মতে ইহা পূর্ণ সংখ্যা, ইহা আদি, মধ্য ও অন্তবোধক। খ্রীষ্টানদের ত্রিত্ববাদ, হিন্দুদের ত্রিমূর্ত্তি প্রভৃতি অনেক ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় মত ও অনুষ্ঠানের সহিত এই সংখ্যার যোগ আছে। ত্রিপত্র বলিয়া বিল্বপত্রের সম্মান। স্বস্তি ও শান্তিবাচন প্রভৃতি ৩ বার করিয়া উচ্চারণ করিতে হয়।

৪ (চারি)—চতুর্ব্বেদ বলিয়া ৪ সংখ্যা হিন্দুদের মধ্যে পবিত্র। ৪ পাতাওয়ালা দূর্ব্বা কোন কোন জাতিমধ্যে বিশেষ সুলক্ষণসূচক।

৫ (পাঁচ)—হিন্দুশাস্ত্রে পাঁচের

যথেষ্ট সম্মান আছে। পঞ্চ কন্যা, পঞ্চ যজ্ঞ, পঞ্চ পুণ্যশ্লোক, পঞ্চামৃত প্রভৃতি কথা প্রসিদ্ধ। মুসলমানদের দিবসে ৫ বার নমাজের বিধি আছে।

৬ (ছয়)—রোমে ৬ সংখ্যা দুর্ভাগ্য সূচক। রোমের ৬ষ্ঠ রাজা সার্ব্বিয়স্ টলিয়সের মৃত্যু শোচনীয়। পোপ ৬ষ্ঠ অর্ব্বাণের সময় খ্রীষ্টান সমাজ বিভক্ত হয়। ৬ষ্ঠ আলেকজেণ্ডার অতি দুর্ব্বৃত্ত ছিলেন। হিন্দুশাস্ত্রে ষড়ৈশ্বর্য্য, ষড়রিপু, ষড়্গুণ, ষড়দোষ প্রভৃতির গণনা প্রসিদ্ধ।

৭ (সাত)—এই সংখ্যার সহিত যত নিগূঢ় মতের যোগ আছে এত আর কোন সংখ্যায় দেখা যায় না। সপ্তলোক, সপ্তর্ষি, সপ্ত মাতা প্রভৃতি এ দেশে যেমন সাতের মহিমাসূচক, খ্রীষ্টানদের মধ্যে সেইরূপ সাত দিনে জগতের সৃষ্টি বলিয়া সাতের বিশেষ মহিমা। ইহুদীদিগের মতে ৭টী ধর্ম্ম ও ৭টী পাপ। ইহুদীদের অনেক পর্ব্ব ৭ দিনব্যাপী। ইলাইসা প্রভৃতি ইহুদী ঋষি ৭ বার জর্ডনে স্নান করিতেন। যিশু বলিয়াছেন ৭ বার নয়—সপ্ত-সপ্ততি বার ক্ষমা করিতে হইবে। মন্দির ও দেবতা প্রভৃতিকে সাত বার প্রদক্ষিণ করিবার নিয়ম অনেক জাতির মধ্যে দেখা যায়। একজন প্রাচীন লেখকের মতে ৭ সংখ্যার ৪টী গুণ:—(১) ইহা অজাত এবং অন্য কাহারও উৎপাদক নয়; (২) ইহার মধ্যে সকল মিলন; (৩) ইহা ধর্ম্মশাস্ত্রের পূর্ণ সংখ্যা-বাচক; (৪)—ইহা পূর্ণসংখ্যায় গঠিত এবং তদ্‌গুণসম্পন্ন।

কোরাণে সপ্ত স্বর্গের বর্ণনা আছে। প্রাচীন রুসীয়েরা কবরের উপর ৭ ধাপ-ওয়ালা সিড়ি গাঁথিত, মৃত ব্যক্তি ইহা দ্বারা ৭ ধাপে স্বর্গে উঠিবে। হিন্দু বিবাহে সপ্তপদী গমন না হইলে বিবাহ সম্পন্ন হয় না। কন্যা ৭ পাক দিয়া বরকে প্রদক্ষিণ করে।

৮ (আট)—অষ্ট ধাতুর অনেক গুণ। অষ্ট দিক্‌পাল আট দিক্ রক্ষা করেন। ঈশ্বরের অষ্টোত্তর শত নাম প্রশস্ত। সাষ্টাঙ্গে প্রণাম অর্থাৎ আট অঙ্গ ভূমিতে স্পর্শ করিয়া প্রণাম করিতে হয়। শুভ কার্য্যে অষ্ট বসুধারা দিতে হয়।

৯। মধ্য যুগের খ্রীষ্টধর্ম্ম-যাজকদের মতে ৯টী পৃথিবী, ৯টী স্বর্গ, ৯টী নরকের নদী, ৯ প্রকার স্বর্গের দূত।

স্কটলণ্ডবাসীদের মতে দুরন্ত গোরুকে জলের তরঙ্গে ৯বার ডুবাইলে সে শান্ত হয়। ৯টা হাঁড়িচাঁচা (Magpie) পক্ষী দর্শন কুলক্ষণ। ইংলণ্ডে কোন দাসী একটা শুঁটীতে ৯টা মটর পাইলে তাহা জানালার ধারে রাখিয়া দেয়। তাহার বিশ্বাস, যে তাহা প্রথম দর্শন করিবে, সেই তাহার বর হইবে। বিলাতের নিম্ন শ্রেণীর বিশ্বাস গমের ৯টা বীজ চারিপাতাওয়ালা দূর্ব্বার উপর রাখিলে পরীদর্শনে সমর্থ হওয়া যায়। হিন্দু জ্যোতিষে নবগ্রহের ফলাফল অনুসারে জীবের ভাগ্য নির্ণীত হয়। নবরাত্রি কীর্ত্তন বৈষ্ণবদের মতে মহা ফলপ্রদ।

গৃহকর্ম্ম।

কচি লাউয়ের পায়স।

কচি টাটকা লাউ	একটী,
ঘৃত	৵০ একছটাক,
খাঁটি গাভিদুগ্ধ	৷৪ চারি সের,
দোবরা চিনি	৷৷০ অর্দ্ধ সের
কিসমিস	৵০ একছটাক,
পেস্তা	ঐ
বাদাম	ঐ
ছোট এলাচ, কর্পূর	সম্ভবমত।
লবণ	অল্প।

প্রস্তুত করিবার প্রকরণ।

লাউটির খোসা ছাড়াইয়া খণ্ড খণ্ড করিয়া পরিষ্কার জলে ধুইয়া পাত্রে রাখ। পরে একখানি পরিষ্কার ধারাল বঁটিতে ঐ খণ্ড গুলি খুব সরু সরু অথচ লম্বা লম্বা ধরণে কুটিয়া কিঞ্চিৎ লবণ মাখাইয়া অর্দ্ধ ঘণ্টা কাল পাত্রে ঢাকিয়া রাখ। তাহার পর ঐ সকল লাউ চূর্ণ খুব জোরে নিঙ্গড়াইয়া তাহা হইতে জলীয় ভাগ যত নির্গত হইয়া যায়, ততই ভাল। লবণ কেবল জল কাটাইবার জন্য অতি অল্প দিতে হয়, যেন তাহার আস্বাদ মাত্র না থাকে।

এদিকে জালে পিতলের পরিষ্কার একখানি কড়াতে ঘৃত চড়াইয়া পাকিয়া আসিলে তাহাতে ঐ সকল অলাবু-চূর্ণ ছাড়িয়া দিয়া খুন্তি দ্বারা নাড়িতে হয়। একটু বাদামি রঙ্গের মত ভাজা হইলে তাহা নামাইয়া পাত্রে রাখ। পরে জালে দুধ চড়াইয়া ফুটিয়া আসিলে যখন দেখা যাইবে পায়সের ধরণে ঘন হইয়া আসিল, সেই সময় ঐ লাউ-চূর্ণ তাহাতে দিয়া অল্পক্ষণ পরে চিনি এবং তাহার পরেই ঐ সকল উপকরণ (কর্পূর ভিন্ন) তাহাতে নিক্ষেপ করিতে হইবে। যখন দেখা যাইবে পায়সের ধরণে ঘন হইয়া আসিতেছে, সেই সময় তাহাতে কর্পূর এবং ছোট এলাচ চূর্ণ গন্ধ দ্রব্য দিয়া নামাইয়া লও। এই প্রকারে অলাবুর পরমান্ন প্রস্তুত হয়। অল্প উষ্ণ থাইলে ইহা উপাদেয় দ্রব্য।—দেববালা সেন।

নূতন সংবাদ।

১। রাজপ্রতিনিধি লর্ড এলগিন গত ১০ই ডিসেম্বর সদল কলিকাতায় পৌঁছিয়াছেন।

২। বাবু রমেশচন্দ্র দত্ত লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের ইতিহাসাধ্যাপকের পদে নিযুক্ত হইয়াছেন।

৩। বোষ্টন নগরের পশুশালায় সিংহের গৃহে আমেরিকার এক বরকন্যার শুভ বিবাহ সম্পন্ন হইয়াছে !!

৪। বিলাতের ব্যরিষ্টারী পরীক্ষায় এবার ২৫ জন ভারতবাসী উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

৫। বৰ্দ্ধমানের রাজা শ্রীমন্মহারাজাধিরাজ কুমার বিজয়চন্দ্র মহাতাপ বাহাদুরের শুভ বিবাহ রাজধানীতেই সমারোহে সম্পন্ন হইয়াছে। পাত্রীর নাম শ্রীমতী রাধারাণী দেবী, ইনি লাহোরের এক বিখ্যাত ক্ষত্রিয়বংশের কন্যা।

৬। স্বচুপোবী নাম্নী দ্বাদশবর্ষীয়া এক হিন্দুস্থানী বালিকা উত্তর পশ্চিম হইতে মান্দ্রাজে পীড়িতা মাতাকে দেখিতে যায়। তাঁহাকে সুস্থ দেখিয়া তাহার এত আনন্দোচ্ছ্বাস হয় যে, তাহাতেই তাহার মৃত্যু হইয়াছে !!

৭। আমেরিকার জর্জ এম পুলম্যান নামক এক ধনাঢ্য মহাত্মার সম্প্রতি মৃত্যু হইয়াছে। তিনি ৭৬ লক্ষ ডলার অর্থাৎ প্রায় ৩ কোটী টাকা রাখিয়া গিয়াছেন, তন্মধ্যে প্রায় অৰ্দ্ধকোটী টাকা নানা প্রকার সাধারণহিতকর কার্য্যে দিয়া গিয়াছেন; অথচ আপনার পুত্রেরা তত উপযুক্ত নয় বলিয়া তাহাদিগকে ধনের অল্পাংশ দিয়াছেন।

৮। মেং বি এল গুপ্তের মধ্যমা কন্যা চারুলতা লণ্ডন সঙ্গীত-বিদ্যালয়ের পরীক্ষায় বিশেষ প্রশংসার সহিত উত্তীর্ণ হইয়াছেন। তিনি ১০০ সংখ্যার মধ্যে ৯৩ পাইয়াছেন।

৯। এ বৎসর বিসুবিয়স পর্ব্বতের অগ্ন্যুৎপাত অতি ভয়ঙ্কর হইয়াছে।

১০। লেডী ডফরিণ ফণ্ড হইতে অন্যূন ৮০টী দেশীয় খ্রীষ্টান মহিলা ভারতবর্ষে ভিন্ন ভিন্ন মেডিকাল স্কুলে অধ্যয়ন করিতেছেন।

১১। গতবর্ষে বঙ্গদেশের জমীদারেরা নানাপ্রকার দাতব্য কার্য্যে ১১ লক্ষ টাকা দান করিয়াছেন।

১২। ছোট লাট সার আলেক্জাণ্ডার মেকাঞ্জী স্বীয় পদ পুনর্গ্রহণ করিলে তাঁহার প্রতিনিধি সি, সি, ষ্টিবেন্স সাহেব বড় লাটের কৌন্সিলের অতিরিক্ত সভ্য হইবেন। আগামী ফেব্রুয়ারিতে তিনি বিলাত যাইবেন।

১৩। গত ৪ঠা ডিসেম্বর গ্রীশ ও তুরস্কের সন্ধিপত্র কনষ্টাণ্টিনোপলে স্বাক্ষরিত হইয়াছে।

বামারচনা।

সারা দিন চেয়ে থাকি।

সারাদিন পথ পানে
শুধু চেয়ে থাকি;
ক্ষীণদৃষ্টি হীন-তারা
সদাই আপন-হারা,
ক্ষণমাত্র রুদ্ধ নহে অশ্রুভরা আঁখি,
নিশি দিন শুধু আমি পথ চেয়ে থাকি।

শুনেছি বিশ্বের মাঝে
হয়ে আছ লীন,
দিবা নিশি ঊর্দ্ধে বসি,
বরষিছ স্নেহরাশি,
তবুও করুণা তব যাচি দীন হীন,
পথে রাখি আঁখি তোমা ডাকি সারাদিন।

হে প্রভু তোমার প্রেম
প্রতি মুখে সাজে ;
রবির প্রতিভাননে
কোমল চাঁদ-বদনে
তারকা কনকমুখে নীলিমার মাঝে,
তোমার মহিমা দেব সর্ব্বত্রই রাজে।
প্রকৃতি-পরাণ মাঝে
তোমার নিবাস,
কুসুমে সৌরভ হও,
পবিত্রতা আনি দাও
মানবের তপ্ত প্রাণে ছড়ায়ে সুবাস.
তবে কেন মম হৃদে আ... ...নরাশ ?
তুমি ত ...র পিতা
...ণ আলয়ে,
মায়ের স্নেহের বুকে
কত প্রেম কত সুখে
জীবের জীবন সদা রাখ বাঁচাইয়ে ;
দেখে শুনে তবু আছি পথ নিরখিয়ে।
তোমার মঙ্গল ছায়া
জীবনে জীবনে,
যৌবন উষার কালে
পতি পত্নী দোঁহে মিলে
লভে তব প্রেমকণা বিবাহ-বন্ধনে,
সদাই বিরাজ প্রভু জাগ্রত স্বপনে।
তোমার সুন্দর ছবি
প্রতি মুখে ভাসে,
শিশুর অধরপু...ট
স্বরগের জ্যোতি ফুটে
অতুল ...ৌন্দর্য্য শোভা ধরায় বিকাশে,
...। তুমি আছ দেব প্রত্যেক নিঃশ্বাসে।
তুমিত রয়েছ কাছে
দৃষ্টি নাহি হয় ;
আকুল বিষণ্ণমনে
সুধাই জগতজনে
"কোথায় কোথায় পিতা বল গো আমায় ?"
সারাদিন কাঁদি কাটি তব প্রতীক্ষায়,
কোথায় কোথায় পিতা আছহে কোথায় ?
মুক্ত কর দৃষ্টি স্থূল হেরিগো তোমায়,

শ্রীনিস্তারিণী দেবী
শাহারণপুর।

সে যে ঠাকু'মার।

সে যে ঠাকু'মার
অঞ্চলের কোটি নিধি,
মরতে দেছেন বিধি,
শুনাইতে ঠাকু'মারে তাঁর সমাচার ;
তার সে বিমল হাসে
ঠাকু'মার প্রাণ ভাসে,
সুখ, সাধ, সবি আসে পরাণে তাঁহার।
সে যে ঠাকু'মার
প্রভাতে কনক রবি,
সন্ধ্যার সুন্দর ছবি,
শারদ গগনে যেন আলো চাঁদিমার ;
দেব-শিশু সুকুমার,
এসেছে গৃহেতে তাঁর,
এই কথা প্রাণে তাঁর জাগে অনিবার।

সে যে ঠাকু'মার
লইয়াছে সন্ধ্যা, স্মৃতি,
লইয়াছে স্নেহ, প্রীতি,
লইয়াছে ক্ষুধা, তৃষ্ণা যা ছিল তাঁহার ;
কোটি চুমো লয় নিতি,
তবুও না হয় তৃপ্তি,
তবুত দুরন্তপনা, তবু আবদার !
সে যে ঠাকু'মার ;
দুদণ্ড বিহনে তার,
জীবন ধারণ ভার,
তা বিনে চলে না যেন তাঁহার সংসার।
তা বিনে জগৎ শূন্য,
সে করে কামনা পূর্ণ,
তাই নাম "জগবন্ধু" রেখেছেন তার।
ওরে ক্ষুদ্র শিশু !
তোর ওই শোভারাশি,
তোর ও অমিয় হাসি,
হেরিলে উথলে মোর হৃদি পারাবার ,
শুধুই আমারি কেন,
এ বিশ্ব-সংসার যেন
তোমারে হেরিলে লভে আনন্দ অপার।
ওরে ক্ষুদ্র শিশু

তুমি নাই ঘরে যার,
শূন্যময় ত্রিসংসার,
অপূর্ণ, বিষাদ-ভরা হৃদি খানি তার ;
এ জগতে কি যে তুমি,
বর্ণিতে অক্ষম আমি,
সে অমর শক্তি নাই মোর কবিতার।
ওরে ক্ষুদ্র শিশু !
সুন্দর কুসুমরাশি,
সে সৌন্দর্য্যে যায় ভাসি,
সে ওরে তোমার কাছে মাগি লয় হা'র ;
ঐ ওরে পড়িছে ঝরে,
সরমে ... মরে,
পবিত্র সুন্দর শিশু সৃষ্টি বিধ... ।
ওরে ক্ষুদ্র শিশু !
নাম তব "জগবন্ধু"
দীনবন্ধু, দয়াসিন্ধু,
এই সদা মনে রেখ হৃদয়ে তোমার ;
কাজ কর নাম মতে,
সুযশ লভ জগতে,
তোর লাগি এই ভিক্ষা পায় বিধাতার।
আশীর্ব্বাদিকা শ্রীমতী রেবা রায়,
কটক।

শোকোচ্ছ্বাস।

(মা অন্নপূর্ণা)
কত খেলা খেলেছিলে আসি ধরাতল,
সে সব স্মরিয়া জ্বলে উঠে শোকানল।
কখন কাঁদিতে বসি, কভু মুখে মৃদুহাসি,
ত্যজিয়া এ দুখরাশি করিলে গমন।
পীড়িত স্বামী যে তোর করিছে রোদন॥

বৃদ্ধা শাশুড়ীকে ফেলে অনায়াসে চলে গেলে
ধুলায় লুণ্ঠিত তব বসন ভূষণ ;
কেবা তাহা তুলে রাখে করিয়া যতন।
সব জ্বালা পরিহরি, গিয়াছ অমরপুরী,
দীক্ষিতা হইয়া গেলে অমর সদন॥
শাঁখাশাড়ী রত্ন জ্বলে, সিন্দুর পরিয়া ভালে,